বাংলাদেশের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও সমূহের ভূমিকা

এম.ফিল. থিসিস

GIPT

382787

এম.ডি. ফখর উদ্দিন
রেজিষ্ট্রেশন নং- ২৮৫ (৯১-৯২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও সমূহের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত থিসিস

382787

Dhaka University Library
382787

এম. ডি. ফখর উদ্দিন

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র
(DECLARATION)

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে, অত্র থিসিস এ পত্র পত্রিকা, জার্নাল এবং বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত তথ্য নেয়া হয়েছে, তা পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত অংশ ব্যতীত বর্তমান থিসিসের বাকী সমস্ত অংশ গবেষকের নিজের। এই থিসিসের সম্পূর্ণ অংশ কিংবা অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রী কিংবা সমমানের কোন ডিগ্রী প্রদানের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

382787

২/১২/৯৮

(ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২/১২/৯৮

(এম. ডি. ফখর উদ্দিন)
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং ২৮৫(৯১-৯২)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ
(PREFACE)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়নে সরকারী ভূমিকার পাশাপাশি এনজিওর ভূমিকাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে জনগনের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এনজিও গুলো সম্প্রতি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (Participatory Approach) প্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। এনজিও গুলো মনে করছে যে, এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে একদিকে যেমন জনগনের দারিদ্র হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন এনজিও তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সম্প্রতি জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের এই অংশগ্রহণ নিয়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণায় বিষয়টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহন এবং তা পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

382787

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
(ACKNOWLEDGEMENT)

দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সাম্প্রতিক কালে এনজিওদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। জাতীয় রাজনীতিতে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ সর্ম্পকে কাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং বিশিষ্ট এনজিও বিশেষজ্ঞ ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী এর সাথে পরামর্শ করি। প্রফেসর ডঃ তাসনিম সিদ্দিকী বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য আমাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেন এবং আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমার এম.ফিল গবেষণা কার্যক্রমের 'গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক' থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ডঃ তাসনিম সিদ্দিকী এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং সার্বিক সহযোগীতার কারনে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সর্ম্পক বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ সি, আর, আবরার এর প্রতি, যিনি আমার গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সর্ম্পকে নিয়মিত খোঁজখবর নিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার এম. ফিল কোর্স এর সমন্বয়কারী প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ডঃ নাজমা চৌধুরী, প্রফেসর ডঃ মোস্তফা চৌধুরী এবং বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর সাইফুল্লাহ্ ভূইয়ার প্রতি, যাদের শিক্ষা আমার গবেষণা কার্যক্রমটির পূর্নাঙ্গ রূপ দিতে সহায়তা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, প্রফেসর নুরুল আমিন বেপারীর প্রতি, যিনি আমার গবেষণা কার্যের সাফল্যের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সপ্তম জাতীয় সংসদের সেই সমস্ত মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতি, যাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমার গবেষণা কার্যটি সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও এনজিও কর্মকর্তা এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যারা বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের নিকট আমি ঋণী। আমার গবেষণা কার্যক্রমটি ব্যাপক ব্যয় সাপেক্ষ ছিল বিধায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্কলারশিপ দ্বারা আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। আমার গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি সংশ্লিষ্ট আরও অনেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, যাদের নাম স্বল্প পরিসরের কারনে এখানে উল্লেখ করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত।

নভেম্বর, ১৯৯৮ ইং।

এম. ডি. ফখর উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের পরিচিতি

এড়াব(ADAB)	=	Association of Development Agencies in Bangladesh.
ADB	=	Asian Development Bank.
আশা(ASA)	=	Association for Social Advancement.
ব্র্যাক(BRAC)	=	Bangladesh Rural Advancement Committee.
BIDS	=	Bangladesh Institute of Development Studies.
বি.এন.পি(BNP)	=	Bangladesh Nationalist Party.
CDF	=	Community Development Foundation.
CCHRB	=	Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh
FAO	=	Food and Agriculture Organization.
ফেমা(FEMA)	=	Fair Election Monitoring Alliance.
GSS	=	Gono Shahajjo Sangstha.
গাউস(GUS)	=	Grameen Unnayan Sangstha.
IRO	=	Islamic Relief Organization.
ILO	=	International Labour Organization.
MCC	=	Mennonite Central Committee.
MAWTS	=	Mirpur Agriculture Workshop and Training Service
NGO	=	Non-Governmetal Organization
NDI	=	National Democratic Institute for International Affairs.
প্রশিকা(PMUK)	=	Proshika Manobik Unnayn Kendra.
RDRS	=	Rangpur Dinajpur Rural Service.
RSDA	=	Rural Society Development.
UNESCO	=	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
UNDP	=	United Nations Development Programme.
USAID	=	United States Agency for International Development.
VHSS	=	Voluntary Health Service Society
WHO	=	World Health Organization.

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ		ভূমিকা	১
	১.১.	গবেষণার তাৎপর্য	২
	১.২	গবেষণার পরিধি	৩
	১.৩	আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা	৫
	১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য	৭
	১.৫	অনুমিত সিদ্ধান্ত	৯
	১.৬	গবেষণা পদ্ধতি	১০
	১.৭	গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	অংশগ্রহণমূলক মতবাদ		
		ভূমিকা	১৩
	২.১	অংশগ্রহণমূলক মতবাদের প্রেক্ষাপট	১৪
	২.২	অংশগ্রহণ কি?	১৬
	২.৩	অংশগ্রহণের প্রকারভেদ	১৭
	২.৪	অংশগ্রহণের উপাদান	২০
	২.৫	অংশগ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদসমূহ	২৪
	২.৬	অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত	৩০
		উপসংহার	৩৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	রাজনৈতিক অংশগ্রহণ		
		ভূমিকা	৩৫
	৩.১	রাজনীতি কি?	৩৬
	৩.২	রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কি?	৩৮
	৩.৩	রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য	৪০
		উপসংহার	৪১
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওর স্বরূপ ও কার্যক্রম		
		ভূমিকা	৪৩
	৪.১	এনজিও কি?	৪৬
	৪.২	বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওর সংখ্যা	৪৭
	৪.৩	বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ	৫০
	৪.৪	এনজিওর শ্রেণীবিভাগ	৫১
	৪.৫	এনজিওর আইনগত কাঠামো	৫৫
	৪.৬	এনজিওসমূহের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম	৫৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৪.৭ এনজিওদের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের ফলাফল	৬৭
	উপসংহার	৭১
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এনজিওর ভূমিকা	
	ভূমিকা	৭৩
	৫.১ দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ	৭৫
	৫.২ স্থানীয় সালিশী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৭৯
	৫.৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ	৮১
	উপসংহার	৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ	
	ভূমিকা	৮৬
	৬.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ	৮৭
	৬.২ ভোটার সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ	১০২
	৬.৩ স্ব স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় অংশগ্রহণ	১০৯
	৬.৪ বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ	১২০
	৬.৫ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ	১৩৭
	উপসংহার	১৪৬
	তথ্যপঞ্জী	১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণীসমূহের তালিকা

সারণী নং	সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত এনজিওর সংখ্যা (১৯৮১-১৯৯২)	৪৮
২.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত এনজিওর সংখ্যা (১৯৯০-১৯৯৭)	৪৯
৩.	বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ (১৯৯০-১৯৯৭)	৫০
৪.	এনজিও কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষনের নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	৯৬
৫.	জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের নির্বাচন পর্যবেক্ষনের প্রভাব প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	৯৯
৬.	ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীতে এনজিওদের ভূমিকা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	১০৭
৭.	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	১১৬
৮.	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিও কর্তৃক প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	১১৮
৯.	রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলাফল প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	১৩০
১০.	সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে এনজিওদের গড়ে উঠার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত	১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সংসদ সদস্য, এনজিও নেতৃবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের তালিকা। ১৬৩

খ. সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সংসদ সদস্যদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের নমুনা। ১৬৬

গ. সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এনজিও নেতৃবর্গ ও সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের নমুনা। ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'তৃতীয় বিশ্বের ৪.২ বিলিয়ন লোকের মধ্যে অর্ধ বিলিয়নেরও বেশী লোকের কাছে ইতিমধ্যেই এনজিও কার্যক্রম পৌছে গেছে'।[১] এনজিও কার্য ক্রমের এই বিস্তার লাভ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের অসামর্থ্যতাকে ক্রমশ স্পষ্ট করে তুলছে।[২] ফলে এ সব দেশে সরকারের দক্ষতা অর্জন এবং বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে এনজিও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।[৩] তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এনজিও কার্যক্রমের আওতা ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে কর্মরত দেশী বিদেশী এনজিওর সংখ্যা ছিল ১১৩টি, ১৯৯৭

---

১ Fisher, Julie, 'Third World NGOs : A Missing Piece to the Population Puzzle, Environment 36(7) September - 1994, P.6.

২ Drabek, A.G., 'Development Alternatives : The Challenge for NGOs - An Overview of the Issues', World Development, Vol -15, Supplement, 1987.

৩ Fernandez, A. P., 'NGOs in South Asia : People's Participation and partnership' World Development, Vol - 15, Supplement, 1987.

Dhaka University Institutional Repository

সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৩২টিতে।[৪] ১৯৮১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এনজিওদের এ সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ দেশে এনজিও কর্মকান্ড ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এসব দেশে এনজিও কর্মকান্ড বাংলাদেশের মত বিস্তৃতি লাভ করেনি। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে এনজিও কর্মকান্ড তেমন প্রসার লাভ করেনি। অবশ্য বাংলাদেশে এনজিও কর্মকান্ড প্রসার লাভ করার সাথে সাথে কয়েকটি এনজিওর কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি এনজিওর মডেল বিশ্বের অন্যান্য দেশে অনুকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এনজিও কর্মকান্ড সম্প্রতি এদেশের সকল মহলের নিকট সমভাবে গ্রহনযোগ্য হচ্ছে না। এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে মত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে এনজিও কর্মকান্ডের সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

১.১ প্রস্তাবিত গবেষণার তাৎপর্যঃ (SIGNIFICANCE OF THE PROPOSED STUDY)

সম্প্রতি বাংলাদেশের সরকার, এনজিও এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে প্রস্তাবিত গবেষণাটির তাৎপর্য স্পষ্ট

---

৪ Computer Section, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office, Dhaka, December, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠে। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে এনজিও গুলো সম্পৃক্ত। দেশ ও জনগনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার এবং এনজিও সমূহ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এসব কর্মকান্ড তখনই সফল হবে যখন এনজিওগুলো জনগনের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিয়ে যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে, সেহেতু দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ বিষয়ে সঠিক গবেষণার মাধ্যমে একটি পূর্নাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা উচিত, যাতে জনগন, সরকার এবং এনজিও উভয়েই নিজ নিজ অবস্থান সর্ম্পকে সচেতন হয়ে ভুল-ত্রুটি গুলো পরিহার করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে।

১.২ গবেষণার পরিধিঃ (SCOPE OF THE STUDY)

বর্তমান গবেষণা কার্যক্রমটি মূলত এনজিও সমূহের অংশগ্রহনমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অংশগ্রহনমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রধানত দু'টো অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। এই পর্যায়ে এনজিও সমূহ অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন মতবাদ প্রয়োগ করে দারিদ্র দূরীকরন, সচেতনায়ন এবং ক্ষমতায়ন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগনকে সংগঠিত করে কিভাবে তাদেরকে গ্রামীণ শোষন, নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে, সালিশী কার্যক্রমে অংশ নিতে,

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায় করতে এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে উদ্বুদ্ধ করছে, তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতীতে যে সব কাজ হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে হয়েছে। এসব কাজের উপর ভিত্তি করে এবং পত্র পত্রিকায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ বিষয়ে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে। তবে কাজের ব্যাপকতার কারনে এ বিষয়ে একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। এই পর্যায়ে এনজিও নেতৃবর্গ তাদের গ্রুপভুক্ত সদস্যদের সংগঠিত করে কিভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন জাতীয় ইস্যুতে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে, তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি সম্পূর্ন নতুন এবং অতীতে এ সর্ম্পকিত কোন কাজ হয়নি। তাই পত্র পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তথা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যবৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের উপর ভিত্তি করে গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। তবে বিষয়টির ব্যাপকতার কারণে এবং এরসাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের প্রকৃত তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতির কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনাঃ (REVIEW OF RELATED STUDY)

অত্র গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়টি সম্পূর্ন নতুন এবং এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন গবেষণা কার্যক্রম হয়নি বললেই চলে। তবে প্রস্তাবিত গবেষণার অংশবিশেষ নিয়ে কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। Chowdhury Adittee Nag (89)[৫] এক গবেষণায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এনজিও গুলো অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (Participatory Approach) প্রয়োগ করে ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগনকে সংগঠিত করছে এবং এই সংগঠিত জনগোষ্ঠী গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাবেকী ধারনার পরিবর্তন করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে উক্ত গবেষণার সীমাবদ্ধতা এই যে, এ ক্ষেত্রে গবেষক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিষয়টিকে তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামীণ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, ব্যাপক ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি।

Kirsten Westergaard (96)[৬] এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এনজিওগুলো সচেতনায়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগনকে সংগঠিত করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাসজমি, লাভ, মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদি অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করছে

---

[৫] Chowdhury, Adittee Nag, "Let Grassroots Speak" Dhaka-1989.

[৬] Westergaard, Kirsten 'Peoples Empowerment in Bangladesh' The Journal of Social Studies, No. 72, Dhaka April-96.

Dhaka University Institutional Repository

এবং এই আন্দোলনে তারা সফলও হচ্ছে। উক্ত গবেষণায় গবেষক আরও দেখিয়েছেন যে, এনজিওগুলো জনগনকে গ্রাম্য সালিশীতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে এবং এতে তারা সফল ও হচ্ছে। তবে উক্ত গবেষণার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই যে, এক্ষেত্রে গবেষক বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চল বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলের ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিয়ে কোন গবেষণা কার্য পরিচালনা করেননি।

সৈয়দ হাশেমী (৯১)[৭] অপর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এনজিওদের সচেতনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগন সত্যিকার অর্থে সচেতন হচ্ছে না এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও অংশগ্রহণ করছেনা। উক্ত গবেষণার সীমাবদ্ধতা এই যে, এ ক্ষেত্রে গবেষক বাংলাদেশের কেবল কয়েকটি গ্রামের এনজিও গ্রুপ ভূক্ত সদস্য এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে বিরোধ ও ভোট দানের প্রবনতা বিশ্লেষণ কে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কোন গবেষণা কার্য উক্ত গবেষক পরিচালনা করেননি।

---

[৭] হাশেমী, সৈয়দ, 'এনজিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন বিকল্প নয়,' সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, নং-৪০, মে-১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

Tasneem Siddiqui (91)[৮] এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এনজিওগুলো অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই জনগনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে উক্ত গবেষণায় যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, প্রস্তাবিত গবেষণায় সেখানে রাজনৈতিক সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি যেখানে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সেখানে বর্তমানে প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যক্রমটি ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের অংশগ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে '৯০ এর দশকে এসেই।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্যঃ (OBJECTIVES OF THE STUDY)

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও গুলো তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগনকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্যদিকে এনজিও পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজেরাও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি পরিপূর্ন ধারনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

---

৮ Siddiqui, Tasneem, "Non Governmental Organization as Catalysts of Alternative Development; The Bangladesh Case" Unpublished Ph.D. Desertation, March, 1991.

Dhaka University Institutional Repository

ক) দারিদ্র দূরীকরন তথা সচেতনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এনজিওসমূহ জনগন কে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে কিনা? করলে কতটুকু সফল হচ্ছে?

খ) এনজিও কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগন খাসজমি লাভের জন্য, ন্যায্য মজুরী লাভের জন্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যদি মৌলিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে কিনা? নিয়ে থাকলে এর প্রকৃতি কিরূপ?

গ) এনজিওসমূহ তাদের সমর্থিত লোকজনদের এবং গ্রুপভূক্ত সদস্যদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য ও সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দানের জন্য উৎসাহিত করছে কিনা? করে থাকলে এক্ষেত্রে তারা কতটুকু সফল হচ্ছে?

ঘ) দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন গুলোতে বিশেষ করে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওসমূহ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করেছে কিনা?

ঙ) এনজিওসমূহ ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষন করেছে কিনা? করে থাকলে এই পর্যবেক্ষন সম্পূর্ন নিরপেক্ষ ছিল কিনা? এবং এর মাধ্যমে এনজিওসমূহ রাজনৈতিক দল গুলোর উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে কিনা?

Dhaka University Institutional Repository

চ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিও নেতৃবর্গ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিনা? করে থাকলে জাতীয় রাজনীতিতে এর ফলাফল কিরূপ হচ্ছে?

ছ) এনজিওসমূহ নিজেদেরকে সরকারের একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিনা?

১.৫ অনুমিত সিদ্ধান্তঃ (HYPOTHESIS)

প্রস্তাবিত গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ-

ক) এনজিও কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগন ক্রমশ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

খ) এনজিও কর্মকান্ডের কারনে গ্রামীন দরিদ্র জনগন সনাতন ক্ষমতা কাঠামো ভেঙ্গেফেলে নিজস্ব ক্ষমতা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে।

গ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এনজিও গুলো সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে।

ঘ) কোন কোন এনজিও তাদের নিজ নিজ সংবিধানে বর্নিত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে এবং সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত আচরন বিধি লংঘন করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ গবেষণার পদ্ধতিঃ (METHODOLOGY OF THE STUDY)

(ক) গবেষণার ক্ষেত্র ঃ (AREA OF STUDY)

সমগ্র বাংলাদেশ প্রস্তাবিত গবেষণা ক্ষেত্রের আওতায় আসবে।

(খ) নমুনা নির্বাচন ঃ (SELECTION OF SAMPLE)

প্রস্তাবিত গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচিত আসন এবং ৩০টি মহিলা আসনের মধ্য থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের অনুপাত অনুযায়ী ও যে সব এলাকায় এনজিও কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে ২ জন মহিলা সদস্য সহ মোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন সংসদ সদস্য বাছাই করা হয়েছে। সংসদ সদস্যদের দলগত অবস্থান নিম্নরূপ-

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ (২টি মহিলা আসনসহ)	২৪ জন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল (বি,এন,পি)	১৯ জন
জাতীয়পার্টি	৫ জন
জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ	১ জন
ইসলামী ঐক্যজোট	১ জন

	মোট ৫০ জন

এছাড়াও এনজিওর নেতৃবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের প্রস্তাবিত গবেষণায় নমুনা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) উপাত্তের উৎসঃ (SOURCE OF DATA)

প্রস্তাবিত গবেষণায় দু-ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে-

১) প্রাথমিক উৎস ঃ (PRIMARY SOURCE)

প্রাথমিক উৎস হিসেবে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৫০ (পঞ্চাশ) জন সংসদ সদস্য এবং এনজিও নেতৃবর্গ ও সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২) মাধ্যমিক উৎস ঃ (SECONDARY SOURCE)

মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বইপুস্তক, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, সরকারী বেসরকারী পরিসংখ্যান, ইত্যাদি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ঘ) উপাত্তসংগ্রহের পদ্ধতিঃ (METHOD OF COLLECTING DATA)

প্রস্তাবিত গবেষণায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ঙ) উপাত্ত বিশ্লেষনঃ (ANALYSIS OF DATA)

প্রস্তাবিত গবেষণায় বিভিন্ন পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুসরন করে উপাত্ত বিশ্লেষন করা হয়েছে। প্রয়োজনে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো (ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THESIS)

প্রস্তাবিত গবেষণাটি নিম্নোক্ত ৬ (ছয়) টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো নিম্নরূপ-

১) ভূমিকা এবং গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

২) অংশগ্রহণমূলক মতবাদ সম্পর্কিত ধারনা।

৩) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ধারনা।

৪) বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওর স্বরূপ ও কার্যক্রম।

৫) স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এনজিওর ভূমিকা।

৬) জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও সমূহের অংশগ্রহণ।

এই অধ্যায় থেকে প্রস্তাবিত গবেষণা পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া গেল। আলোচ্য গবেষণা পত্রের তাত্ত্বিক কাঠামো হচ্ছে, 'অংশগ্রহণমূলক মতবাদ'। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে 'অংশগ্রহণমূলক মতবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

অংশগ্রহণমূলক মতবাদ
(THEORY OF PARTICIPATION)

ভূমিকাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও গুলো মূলত 'অংশগ্রহণমুলক উন্নয়ন নীতি' অনুসরন করে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র দূরীকরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসেবে অংশগ্রহণমূলক মতবাদ সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এনজিও সমূহের মূল কাজ যেহেতু দারিদ্র দূরীকরন সেহেতু দারিদ্র দূরীকরনের একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে এনজিওগুলো 'অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি' এর প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতির পরিপূরক কর্মসূচী হিসেবে এনজিও সমূহ সচেতনায়ন, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহন করে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগনের অংশগ্রহণের পেছনে একটি প্রধান বাধা হচ্ছে দারিদ্র। অতএব এই দারিদ্রের অবসান যত দ্রুত হবে জনগনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রস্তাবিত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে 'অংশগ্রহণমূলক মতবাদ' বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১ অংশগ্রহণমূলক মতবাদের প্রেক্ষাপটঃ

সুদুর অতীত কাল থেকেই মানব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের প্রচেষ্টা চলে আসছে। বিশেষ করে 'এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশ গুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন- Big Push, Balanced and Unbalanced Growth, Minimum Critical Effort, ইত্যাদি'।[৯] তবে 'উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ সমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে গ্রামীন দারিদ্র মোচনের লক্ষ্যে 'গ্রাম উন্নয়ন নীতি' গ্রহণ করে এবং বেশ কিছুকাল এই কৌশলের আওতায় পল্লী পূর্ণগঠন (Rural Re-Construction) মুলক গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন কার্য ক্রম পরিচালিত হতে থাকে'।[১০] ফলে পঞ্চাশের দশকে অনুন্নত দেশ সমূহের উন্নয়ন কৌশল হিসেবে আধুনিকীকরণ তত্ত্ব (Theory of Modernization) জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং নূতন কৌশল হিসেবে 'সবুজ বিপ্লব কর্মসূচী' গৃহীত হতে থাকে। এই সবুজ বিপ্লব কর্মসূচীর মাধ্যমে ভূস্বামী তথা অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কেননা সবুজ বিপ্লব কর্মসূচীর মাধ্যমে আশা করা হয়েছিল যে, এতে ধনী কৃষকদের উন্নয়ন ঘটলে তার সুবাদে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, যা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাবে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, এতে ধনী কৃষক আরও ধনী

---

[৯] দত্ত, জ্যোতি প্রকাশ, 'আত্মনির্ভর উন্নয়ন ও বেসরকারী সংস্থা' দৈনিক সংবাদ, ৩রা জানুয়ারী, ৯৫।

[১০] সামাদ, মুহাম্মদ, বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র মোচনে এনজিওর ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।পক্ষান্তরে ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, গরীব আরও গরীব হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রামীণ বেকারত্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। কিন্তু 'বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ ও আয়ের এই বৈষম্য কমানোর উদ্দেশ্যে বাড়তি আয় যদি সমাজের দরিদ্র শ্রেণীগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতির মাধ্যমে পুন র্বন্টন করে দেয়া হয়, তাহলে সামাজিক সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। ফলে প্রবৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি (Growth) ও ন্যায়বিচারের (Justice) মধ্যে একটিযোগসূত্র আছে। একটি অর্জন করতে হলে অন্যটা ছাড় দিতে হয়। অতএব সমাজে দারিদ্রকরন প্রক্রিয়াও নীরবে অব্যাহত থাকছে। ফলে দারিদ্রের পরম আয়তন (Absolute Size) বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ক্রমান্বয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে'।[১১]

এ রকম একটা বিপর্যয় থেকে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ গুলোকে রক্ষা করার জন্য নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা নিরাপত্তা জাল (Safety Net) হিসেবে দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা পূরনের নুতন প্রস্তাব দিলেন, যা 'Basic Needs Approach' নামে পরিচিত। এর আলোকে প্রনীত "সবার জন্য ডাল ভাত", "সবার জন্য শিক্ষা," "সবার জন্য স্বাস্থ্য" ইত্যাদি শ্লোগান প্রচলন করা হয়। কিন্তু এতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ার কারনে একটি নুতন ধারনার আর্বিভাব ঘটলো, যার নাম দারিদ্র লঘুকরন (Poverty Alleviation)। এই দারিদ্র লঘুকরনের একটি

---

[১১] দত্ত, জ্যোতি প্রকাশ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল হিসেবে উন্নয়ন তাত্ত্বিকগন অংশগ্রহণ মুলক মতবাদের (Theory of Participation) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 'মোটা মুটি ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে উন্নয়নের একটি বিকল্প মত বাদ হিসেবে অংশগ্রহণ মূলক উন্নয়ন মতবাদ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বীকৃতি পেতে থাকে। পরবর্তী কালে জাতিসংঘের অনেক সংস্থা যেমন- ILO, WHO, FAO, IFAD, UNESCO, ইত্যাদির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র দূরীকরণের একটি মতবাদ হিসেবে অংশগ্রহণ মূলক মতবাদকে উৎসাহিত করা হয়।[১৪]

অংশগ্রহণমূলক মতবাদের সংগে যেহেতু 'অংশগ্রহণ' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু অংশগ্রহণমূলক মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 'অংশগ্রহন' সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক।

২.২ অংশগ্রহণ কি? (WHAT IS PARTICIPATION?)

সাধারণত অংশগ্রহণ বলতে একটি প্রক্রিয়া বুঝায়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য সকলেই স্বত:স্ফূর্তভাবে যোগদান করে। তবে অধ্যাপক আনিসুর রহমান (১৯৮৪) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "অংশগ্রহণ হচ্ছে এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যা বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগনকে তাদের স্বার্থ একত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে

---

[১৪] Siddiqui, Tasneem, 'From Modernisation to Participation; A Theoretical Study of Development' Social Science Review, Vol.-IX, Number-1, Dhaka University, June-1994, P. 54, 55.

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিকভাবে একত্রীকরন করে।[১৩] অন্যভাবে বলা যায়, 'গণ অংশগ্রহণ বলতে ব্যক্তি পর্যায়ে অংশগ্রহণ কিংবা গোষ্ঠী পর্যায়ে অংশগ্রহণ বুঝায়, যা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক বা কোন সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া যেখানে কর্মহীন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পদের পুর্নবন্টন ঘটানো হবে এবং ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আনা হবে'- [১৪]

অতএব, অংশগ্রহণ হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরনের লক্ষ্যে দ'রিদ্র জনগনকে সংগঠিত করা হয়।

২.৩ অংশগ্রহনের প্রকারভেদঃ (TYPOLOGY OF PARTICIPATION)

অংশগ্রহণমূলক ধারণাকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে এ.এন. চৌধুরী (১৯৮৯)। 'অংশগ্রহণ' কে নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন -

ক) কোন্ ধরনের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনতে হবে?
(What kind of participation is under consideration)

খ) কারা অংশগ্রহণ করবে?
(Who participates)

গ) কিভাবে অংশগ্রহণ কার্যকর করা হবে?
(How does participation occur)

এ.এন. চৌধুরী উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করেছেন -

---

[১৩] Rahman, M.A.(ed) "Grass-roots Participation and Self Reliance, Experience in South and South East Asia, New Delhi.,1984, p-1.

[১৪] Chowdhury, Aditee Nag "Let-Grassroots Speak", Dhaka-1989, p-8,9.

Dhaka University Institutional Repository

ক) কোন্ ধরনের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনতে হবে?

এ.এন. চৌধুরী মূলত চার ধরনের 'অংশগ্রহণ' বিবেচনায় আনার কথা বলেছেন, যেমন-

১. সিদ্ধান্ত গ্রহন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ (Participation in decision making)

২. বাস্তবায়নের অংশগ্রহণ (Participation in implementation)

৩. লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে অংশগ্রহণ(Participation in benifits)

৪. মূল্যায়নে অংশগ্রহণ (Particiaption in evaluation)

এ.এন. চৌধুরী মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেকটি পল্লী উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উপরোক্ত ধরনগুলো সংযুক্ত থাকে। তবে তা বিভিন্নজনে বিভিন্নভাবে গ্রহন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনীতিবিদদের নিকট সেখানে কোন কিছু অর্জন বা 'লভ্যাংশ' প্রাপ্তিতে অংশগ্রহণই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) কারা অংশগ্রহণ করবে?

এ.এন. চৌধুরীর মতে, যারা কার্যত ভূমিহীন, দরিদ্র, এবং যারা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তৎপর, তারাই অংশগ্রহণ করবে।

গ) অংশগ্রহণ কিভাবে কার্যকর করা হবে?

অংশগ্রহণ কিভাবে কার্যকর করা হবে, তা নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তরের মাধ্যমেই জানা যাবে বলে এ.এন.চৌধুরী অভিমত দিয়েছেন-

১. অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করনের উপাদানগুলো কি কি হতে পারে?

২. এটা কি কোন প্রশাসক বৃন্দ থেকে কিংবা স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে কিংবা সেবামূলক সংস্থা থেকে উদ্ভূত?

৩. অংশগ্রহণের উৎসাহ উদ্দীপনা কি স্বতঃস্ফূর্ত? না উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া?

৪. অংশগ্রহণের সময় এবং পরিধি কতটুকু? এটা কি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য? নাকি ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকবে? এটা কি কর্মতৎপরতার প্রশস্থতা কিংবা সংকীর্নতার সীমারেখা নির্দেশ করে?

৫. জনগনের সিদ্ধান্ত গ্রহন কিংবা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ধারন করবে?[১৫]

এ.এন. চৌধুরী প্রদত্ত অংশগ্রহণের প্রকারভেদ সংক্রান্ত গ্রাম উন্নয়নের উপরোক্ত ধারনা সমূহ পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অংশগ্রহণের সাথে দারিদ্র দূরীকরন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। অংশগ্রহণের জন্য দরিদ্র জনগনকে কারা উদ্বুদ্ধ করছে? কিভাবে উদ্বুদ্ধ করছে? এবং এই উদ্বুদ্ধকরনের ফলাফল কি? আলোচ্য গবেষণা পত্রে সেদিকে আলোকপাত করা হবে। তবে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার সফল কার্যকারিতা নির্ভর করে অংশগ্রহণের সঠিক উপাদানের

---

[১৫] Chowdhury Aditee Nag, Ibid, P.11-13.

Dhaka University Institutional Repository

উপর। সুতরাং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে অংশগ্রহণের উপাদানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল -

২.৪ অংশগ্রহণের উপাদানঃ (ELEMENTS OF PARTICIPATION)

অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী (১৯৯১), নিম্নলিখিত উপাদানগুলোকে 'অংশগ্রহণ' এর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন-

ক) সচেতনায়তন (CONSCIENTISATION):

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে সচেতনায়তন। সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী পুরুষের মধ্যে এরূপ জ্ঞানের প্রসার ঘটানো হয়, যার ফলে তারা নিজেদেরকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারে। সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগন সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুর শাসনের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালায়।

খ) সংগঠন (ORGANISATION)

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে সংগঠন। সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগন বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি করে থাকে এবং এসব সংগঠন জনগনের যৌথ অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব সংগঠন প্রধান প্রধান স্বার্থ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ দরিদ্র এবং গ্রামীণ এলিট কাঠামোর মধ্যে পাল্টা ক্ষমতার উদ্ভব ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (ECONOMIC ACTION)

অংশগ্রহণমূলক ধারনার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, গরীবদের জন্য অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। মুষ্টিমেয় ধনীদের উপর ব্যপক সংখ্যক গরীবদের নির্ভরশীলতা অনুন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে একটি চিরাচরিত ঘটনা। এই নির্ভরশীলতার কারনে ধনীরা গরীবদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার চমৎকার সুযোগ পাচ্ছে। যেমন গরীবরা ঋণের বিভিন্ন অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এবং ফসল বন্টনের প্রতিকূল শর্তাবলী মেনে নেয়ার পাশাপাশি মাত্রাতিরিক্তি সুদ প্রদানেও বাধ্য হচ্ছে। এই প্রভূভৃত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে গরীবদেরকে বেরিয়ে আনতে হলে বিকল্প আয় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এজন্য গরীবদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। একটি সফল সংগঠন গরীবদের আত্মবিকাশ বাড়াতে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সহায়তা করতে পারে।

ঘ) সামাজিক কর্মকান্ড (SOCIAL ACTION)

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে সামাজিক কর্মকান্ড। সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জনগনকে ক্রমশঃ সচেতন এবং সংগঠিত হতে হয়। এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরে জনগন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার আদায়ের জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়। দরিদ্র জনগনের এই সংঘবদ্ধ কর্মসূচীই সামাজিক কর্মকান্ড নামে পরিচিত।

ঙ) অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কার্যর্নিধারন (PRAXIS)

অংশগ্রহণের সফল বাস্তবায়নের জন্য অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কার্যনির্ধারন পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে। অতীতে ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পাদিত কাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে একটি সাধারন সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারনে সহায়তা করবে এবং এটাই হচ্ছে Praxis ।

চ) **বিকল্প মূল্যবোধের সৃষ্টি (DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE VALUE SYSTEM)**

বিকল্প মূল্যবোধের সৃষ্টি অংশগ্রহণ পদ্ধতির একটি বিশেষ উপাদান। আমদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি সাবেকী মূল্যবোধ হচ্ছে, সংখ্যালঘু ধনী মহাজন সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু দরিদ্র শ্রেণীর উপর যে শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, কুসংস্কারের কারনে সংখ্যাগুরু দরিদ্রশ্রেণী সেটাকে নিজেদের ভাগ্যের লিপি বলে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছে এবং শোষণ প্রক্রিয়ার এই অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ সংখ্যাগুরু দরিদ্র শ্রেনীর নিকট লিখিত আইনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ন বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব এই সাবেকী মূল্যবোধের অবসান ঘটিয়ে তৎস্থলে অধিকতর ইতিবাচক একটি বিকল্প মুল্যবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা এসব কুসংস্কারের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি সুদপ্রথা, যৌতুকপ্রথা, বহুবিবাহ, মজুরীবিহীন

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম ইত্যাদি যাবতীয় কুসংস্কার উৎখাত করে একটি বিকল্প মূল্যবোধ ও ধ্যানধারনা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

ছ) **কর্মসূচীর ব্যাপক প্রসার এবং যোগাযোগ (MULTIPLICATION AND NET WORKING)**

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া এমনভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন, যাতে এটা গ্রামপর্যায় অতিক্রম করে থানা, জেলা, বিভাগ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলে যায়। কর্মসূচীর এই ব্যাপক প্রসার ততক্ষন পর্যন্ত গণ আন্দোলনে রূপ নেবেনা যতক্ষন পর্যন্ত এই কর্মসূচীর এককগুলোর মধ্যে সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না উঠে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগনের একটি বিরাট সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। দরিদ্র জনগন নিজেদের উন্নয়নের জন্য নিজেরাই এই সংগঠন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে।

উপরোক্ত উপাদানগুলো আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান উপাদান। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটাকে তাসনিম সিদ্দিকী নিম্নের ছক (Diagram) এর সাহয্যে দেখিয়েছেন-

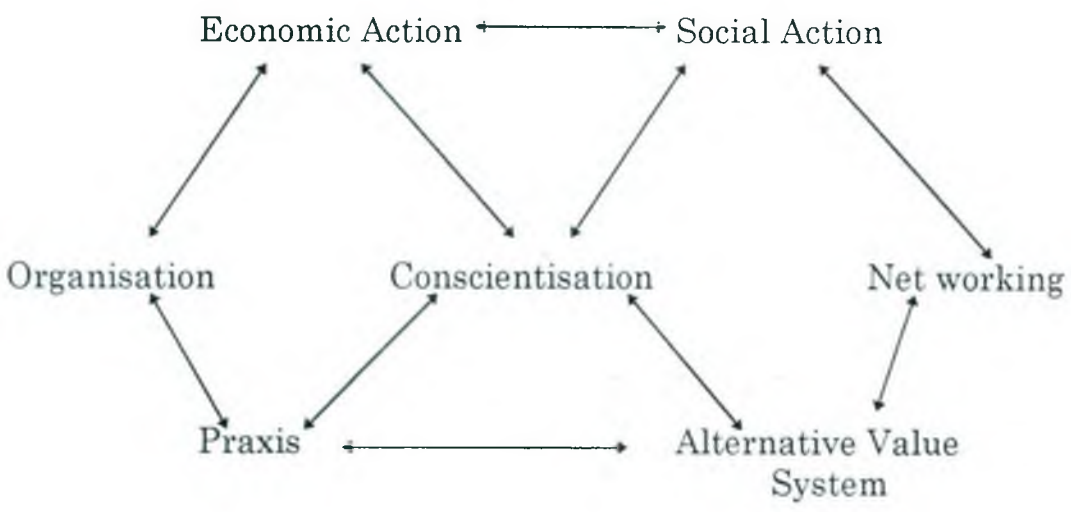

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ছক (Diagram) অনুযায়ী Conscientisation হচ্ছে Particpation এর প্রধান উপাদান। অন্যান্য উপাদনগুলো একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১৬]

অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী প্রদত্ত অংশগ্রহণের উপরোক্ত উপাদানগুলো পর্যলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অংশগ্রহণ হচ্ছে এমন একটি সার্বিক প্রক্রিয়া যা অসংগঠিত শোষিত ও নির্যাতিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে। যা পুরাতন সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করবে এবং তদস্থলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে একটি নতুন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে। প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের উপরোক্ত উপাদান গুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।

২.৫ অংশগ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদ সমূহঃ

এ,এন, চৌধুরী (১৯৮৯) অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়ার নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণ (Development Participation) সংক্রান্ত মতবাদ

২. জেনেভা ভিত্তিক UNRISD (United Nations Development and Social Science Research Center) সংক্রান্ত মতবাদ

---

[১৬] Siddiqui, Tasneem, Non Governmental Organization s as Catalysts of Alternative Development ; The Bangladesh Case, Unpublished Ph.D Desertation, March, 1991, P. 56-61.

Dhaka University Institutional Repository

৩. অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন কৌশল (Participatory Rural Development Strategy) সংক্রান্ত মতবাদ।

নিম্নে এই তিনটি মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণ (Development Participation) সংক্রান্ত মতবাদঃ

Proff. Norman Uphofs এর নেতৃত্বে পরিচালিত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণ মতবাদের ধারনা দিতে গিয়ে এই মতবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন-

ক) উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল কাজে যোগান দেয়া, যাতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগন উপকৃত হতে পারে।

খ) উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জনগনকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে, যাতে জনগনের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

গ) যে সকল স্থানীয় সংস্থা জনগনের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এসব সংস্থাকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে Proff. Norman Uphofs অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অংশগ্রহণ মতবাদ কে উন্নয়নের একটি বিচ্ছিন্ন কর্মসূচী মনে না করে, এটাকে সকল কর্মক্ষেত্রের সমন্বিত কর্মসূচী বলে ধরে নিতে হবে।[১৭]

২. জেনেভা ভিত্তিক UNRISD সংক্রান্ত সংক্রান্ত মতবাদঃ

জেনেভা ভিত্তিক জাতিসংঘের উন্নয়ন এবং সামাজিক গবেষণামূলক কেন্দ্র (United Nations Development and Social Research Center) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত এই মতবাদের ধারনা দিয়েছেন। এই মতবাদে তৃণমূল পর্যায়ের অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে, তাদেরকে ক্ষমতায়ন করার পক্ষে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। UNRISD মতবাদে অংশগ্রহণমূলক ধারনাকে নিম্নোক্ত ৫টি ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

ক) সমাজে সম্পদশালী এবং সম্পদহীনদের পারস্পারিক মূখোমুখিতাঃ (AS ENCOUNTER BETWEEN THE RESOURCE HOLDERS AND RESOURCELESS IN THE SOCIETY)

অংশগ্রহণমূলক মতবাদের ধারনা সামাজিক শ্রেণী এবং স্বার্থকামী গোষ্ঠীসমূহকে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূখোমুখি করে তোলে, এমন কি গ্রামবাসী, সেবাসংস্থা সমূহের সদস্য, গ্রামীণ এলিট এবং সম্পদশালীদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে কৃষকরা

---

[১৭] Chowdhury, Aditee Nag, Ibid, P. 7,8.

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য আদায়, খাসজমি উদ্ধার ইত্যাদি দাবী করতে পারে।

খ) **ভবিষ্যৎ অংশগ্রহণকারীদের সংগঠিতকরণ এবং আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করণঃ (AS MOVEMENTS AND ORGANIZATION OF FUTURE PARTICIPANTS)**

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে গরীবদের সংগঠিত করা হয়। অতঃপর এদের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দারিদ্র দূরীকরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এভাবে দরিদ্রদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরূপে দরিদ্রদের একটি স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয় এবং সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রুপ সদস্যদেরকে সিদ্ধান্ত প্রনেতা এবং নেতৃত্ব দানের যোগ্য করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

গ) **স্বতন্ত্র জীবন ধারায় অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতাঃ (AS BIOGRAPHY OF INDIVIDUAL PARTICIPATORY EXPERIENCE)**

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীকর্মের কথা বলা হলেও এখানে জীবনের পৃথক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তও গ্রহন করা যেতে পারে। শ্রেণী সচেতনতা, সচেতনায়ন এই উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে জনগনের মনে এই একক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ধারনা জন্মে।

ঘ) **বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব কার্যকর করাঃ (AS PROGRAMME OR PROJECT PROPOSED AND EXECUTED BY VARIOUS AGENCEY)**

Dhaka University Institutional Repository

সরকার, এন,জি,ও, বা আন্তজার্তিক বিভিন্ন সংস্থাসমূহ কর্তৃক সমবায়, কৃষিসেবা, জনস্বাস্থ্য, স্কুলশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ঙ) জাতীয় নীতি নির্ধারনঃ (A COMPONENT OF NATIONAL POLICY)

গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারনের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি নির্ধারনের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ঘটানো যেতে পারে।[১৮]

৩. অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন কৌশল সংক্রান্ত মতবাদঃ (PARTICIPATORY RURAL DEVELOPMENT STRATEGY)

শ্রীলঙ্কার সমাজ কর্মী এস তিলক রত্না তাঁর " Sri Lanka: The Change Agents Programme and the Participatory Institute for Development Alternative" নামক নিবন্ধে অংশগ্রহণমূলক পল্লীউন্নয়ন কৌশল সংক্রান্ত মতবাদের ধারনা দিয়েছেন। এস তিলক রত্না উন্নয়নমূলক অংশগ্রহণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন, যার মাধ্যমে অবহেলিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগন তাদের নিজ নিজ কল্যাণের জন্য নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সাধারনত গ্রামীণ জীবনের একটি মৌলিক ঘটনা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে স্বার্থগত সংঘাতের অস্তিত্ব। একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যেমন-ব্যবসায়ী, মহাজন, ভু-স্বামী, এলিট, আমলা (যারা তাদের স্বার্থ স্থিতিশীল রাখে) ইত্যাদি পেশার লোকগুলো সাধারনত গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মৌলিক চরিত্র

---

[১৮] Ibid, P, 10-12,

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারন করে। অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজের সংখ্যাগুরু শ্রেনী, যেমন- ক্ষুদ্র কৃষক, দিনমজুর ও ভূমিহীন গোষ্ঠীগুলো চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে। যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদক, যেমন-ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, গ্রামীণ কারিগর, এবং ক্ষুদ্র জেলে ইত্যাদি পেশার লোকেরা যা উৎপাদন করে তার একটি বড় অংশ চড়া সুদের কারনে, উৎপাদিত পন্যের নিম্নমূল্য নির্ধারনের কারনে, কাঁচামালের উচ্চমূল্য নির্ধারনের কারনে, নগর কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক উৎপাদনের অগ্রীম শর্তের কারনে, ভূমির উচ্চ খাজনা এবং দূর্নীতির কারনে, মহাজন, ব্যবসায়ী, ভূ-স্বামী, এলিট এবং আমলাদের মাধ্যমে হারায়। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কমে যাওয়ায় এসব ক্ষুদ্র সামগ্রী উৎপাদকরা দারিদ্রের দুষ্টচক্র এবং নির্ভরশীলতার কারনে স্থায়ী দারিদ্রে নিপতিত হয়।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রান লাভের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী সংগঠনগুলো তাদের যৌথ শক্তিবৃদ্ধি করে যৌথ দরকষাকষি ক্ষমতার উদ্ভব ঘটায়, যা গরীবদের মধ্যে একটি নির্ভরশীলতা সূচক আচরন সৃষ্টি করে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গরীবরা বহুধা বিভক্ত এবং গ্রামের সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সুতরাং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে এই অবস্থার অবসান ঘটানো প্রয়োজন আর এজন্য প্রয়োজন একটি বাহ্যিক মধ্যস্থতাকারীর (Intervenor)। এই মধ্যস্থতাকারী (Intervenor) গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, দারিদ্রসৃষ্টি সংক্রান্ত শক্তিগুলোর বিস্তারিত বিবরন সম্পর্কে তদন্ত, ব্যখ্যা এবং বুঝার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে জনগনকে সাহায্য করতে পারে। গণজাগরণ সৃষ্টি, সচেতনায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারীগন আত্মনির্ভরশীল কর্মকান্ডে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন অনুঘটক বা প্রভাবক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে গ্রামীণ বাস্তবতার গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে দারিদ্রের দুষ্টচক্র ভেদ করার উপায় খুঁজে বের করে।

এ ধরনের মধ্যস্থতাকারীরাই হচ্ছে এন,জি,ও। যারা বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী কিংবা ঐতিহ্যগত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের চেয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন। এরা গরীবদের সাথে বাস করে নিজেদেরকে গরীবদের স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাদের সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঐতিহ্যগত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন। এরা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের চেয়ে আত্মসচেতনতামূলক প্রক্রিয়ার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগনের জীবন যাত্রার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[১৯]

২.৬ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ

অংশগ্রহণমূলক তত্ত্ব সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সর্ম্পকে একটি সুস্পষ্ট ধারনা লাভের লক্ষ্যে বিশ্বের

---

[১৯] Ibid, P. 13-14.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হল-

ক) ভারতের ভূমিসেনা আন্দোলনঃ

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতের ভূমিসেনা আন্দোলন। এই আন্দোলনটি সংগঠিত হয়েছে ভারতের মহারাষ্ট্রস্থ পালঘর জেলার জঙ্গলপাত্তি এলাকায়। 'জঙ্গলপাত্তি এলাকার স্থানীয় ধনী সম্প্রদায় এবং বহিরাগত মহাজন শ্রেনী ঐ এলাকার দরিদ্র অধিবাসীদের নামেমাত্র মজুরী প্রদান, বংশপরম্পরায় দাসত্বে আটকে রাখা, দরিদ্রদের ভূমি জবর দখল ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দশকের পর দশক অত্যাচার শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে আসছিলো। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে দরিদ্র অধিবাসীরা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্পিং করে নিজেদের আর্থসামাজিক বাস্তবতা ও অন্যান্য সমস্যাগুলো পরস্পর 'শুনে, বর্ণনা করে, উপলব্ধি করে, বিশ্লেষণ করে' নিজেদের ক্ষমতাকে আবিস্কার করে।[২০] 'এভাবে স্বতঃস্ফুর্ত ও সু-সংগঠিতভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জঙ্গলপাত্তির দরিদ্র জনগন মজুরী বৃদ্ধি, দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ, এবং নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথ তহবিল গঠন করতে সক্ষম হয়। এই অংশগ্রহণমূলক কৌশল অবলম্বনের ফলে একশ'র অধিক গ্রামের আদিবাসী ও অন্যান্য দরিদ্রদের দারিদ্র মোচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে

---

[২০] Oakley, P. and David Marsden, Approaches to Participation in Rural Development, International Labour Office, Geneva, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। এমন কি জঙ্গলপাত্তির দরিদ্র জনগন ১৯৭৮ সালের রাজ্যসভা নির্বাচনে ভূমিসেনা প্রার্থীকে বিজয়ী করে সংসদে পাঠায়।[২১]

খ) অংশগ্রহণমূলক বিকল্প উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট, শ্রীলংকাঃ

'তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনসাধারনের উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকারী একটি এন, জি, ও হিসেবে 'অংশগ্রহণমূলক বিকল্প উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট' ১৯৮০ সালে শ্রীলংকায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ইনষ্টিটিউটের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের জন্য অংশগ্রহণমূলক স্বনির্ভর সংগঠন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থাটি গ্রামীণ দরিদ্রদের নিয়ে দলীয় আলোচনা শুরু করে এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থসামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ, দলগঠন, ও আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার ভার ইনষ্টিটিউট কর্তৃক দরিদ্র জনগনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এভাবে অংশগ্রহণমূলক কৌশল অবলম্বন করে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত দলগুলো সার, সেচ ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আয়, ভোগ ও কর্মসংস্থান পূর্বের চাইতে অনেক বেশী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, এবং দলগতভাবে ট্রাক্টর, ট্রাক, স্প্রে-মেশিন, ইত্যাদির মালিক হয়েছে। তাছাড়া সংগঠিত শক্তি হিসেবে স্থানীয় আমলা, রাজনীতিক ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সঙ্গে নানা প্রয়োজনে দরকষাকষিতে অংশ নিয়ে তারা ইতিবাচক 'প্রতিপক্ষশক্তি' (Counter Power) হিসেবে নিজেদের মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তৃণমুল পর্যায়ে গনতন্ত্র র্চচার দিকটি এ সংস্থার সবচাইতে

---

[২১] Silva, GVS de, et, al, "Bhoomi Sena: A 'Land Army' in India" Studies in Rural Participation, Edited by Amit Bhadury and M. Anisur Rahman, Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi -1982.

Dhaka University Institutional Repository

তাৎপর্যপূর্ন সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্ররা একদিকে যেমন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরন করছে, অন্যদিকে তাদের নিজস্ব সংগঠনের নেতৃত্বে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও 'পালাক্রম পদ্ধতি' (By rotation) অনুসরন করছে'।[২২]

গ) সারিলাকাস, ফিলিপাইনঃ

ফিলিপাইনের "সারিলাকাস" প্রকল্পের সদস্যরা দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ, দারিদ্রের উৎস অনুসন্ধান, এবং দারিদ্র মোচনের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় উদ্যোগ গ্রহন করে। এভাবে তারা যৌথ সঞ্চয়ী তহবিলের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীদের জন্যে কাঁচামাল ও কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সেচ সুবিধা, ক্ষুদ্র মৎসজীবীদের আইনগত নিরাপত্তা এবং আখ চাষীদের জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ন অবদান রেখেছে।[২৩]

উপসংহার:

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উপরোক্ত তিনটি মতবাদ এবং দৃষ্টান্তসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্র দূরীকরনের একটি সার্বিক প্রক্রিয়া এবং এই

---

[২২] Tilakratna, S. et, al, " Sri Lanka;The Change Agents Programme and the Participatory Institute for Development Alternatives" Participatory Rural Development in selected Countries,United Nations, Bangkok, 1990.

[২৩] Ghai Dharam, "Participatory Development; Some Perspectives from Grass-Roots Experience ". Journal of Development Planning, No- 19. ST/ESA/209, United Nations, New York, - 1989.

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের একটি উত্তম উপায় হচ্ছে, সচেতনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগনকে সিদ্ধান্তগ্রহন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। অংশগ্রহণ সম্পর্কিত জেনেভা ভিত্তিক UNRISD মতবাদ এবং এস তিলক রত্নার অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন কৌশল সংক্রান্ত মতবাদ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ভারতের ভূমি সেনা আন্দোলন' বিশ্লেষণ করে বলা যায়, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতেক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, প্রস্তাবিত গবেষণায় তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া এবং 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' বিষয় দু'টি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত বিধায় পরবর্তী অধ্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

ভূমিকাঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতিতে জনগনের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন দারিদ্র মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। গণতান্ত্রিক সমাজে জনগনের দারিদ্র যত বৃদ্ধি পায়, রাজনীতিতে জনগনের অংশগ্রহণের মাত্রা তত হ্রাস পায়। বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো দাবী করছে যে, তারা মুলত দারিদ্র দূরীকরনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের দরিদ্র জনগন অসংগঠিত এবং অসচেতন বিধায় এনজিওগুলো একদিকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগনকে সংগঠিত এবং সচেতন করার কর্মসূচী হাতে নিচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্নভাবে রোজগারের পথ সৃষ্টির (Income Generation) মাধ্যমে দারিদ্র লঘুকরনের (Poverty alleviation) প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এনজিওগুলো মনে করছে যে, তাদের এসব কর্মকান্ড জনগনকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। অতএব, বাংলাদেশের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও সমূহের ভূমিকা যাচাই করতে গেলে, 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' সম্পর্কে ধারনা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। তাই বর্তমান অধ্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের সাথে যেহেতু 'রাজনীতি' শব্দটি সম্পর্ক যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সেহেতু মুল আলোচনায় যাবার আগে 'রাজনীতি' সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১ রাজনীতি কি? (WHAT IS POLITICS?)

সাধারণত রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি বা কার্যকলাপ কে বুঝায়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 'রাজনীতি' তথা ' Politics ' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে বিশ্লেষণ করেছেন। David Easton এর মতে "রাজনীতি হচেছ, সমাজে জীবন ধারনের উপযোগী মূল্যবান উপকরণ সমূহের কর্তৃত্বপূর্ণ বন্টন।[২৪] অ্যালেন বল 'রাজনীতিকে একটি সার্বজনীন কার্য কলাপ বলে অভিহিত করেছেন।[২৫] মিলার, 'রাজনীতি বলতে মতভেদ বা বিরোধের সংগে সর্ম্পকযুক্ত বিষয় বুঝিয়েছেন।[২৬] ফাইনার 'রাজনীতি বলতে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বুঝিয়েছেন। এ ধরনের কার্যকলাপ বেসরকারী সংস্থা থেকে শুরু করে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও দেখা দিতে পারে। আর এ কারনেই ফাইনার রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতি সর্বব্যাপী বলে অভিহিত করেছেন'।[২৭] মার্কস ও এঙ্গেলস 'রাজনীতি বলতে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিপত্তিশালী শাসক

---

২৪ Easton, David, 'A Frame work for Political Analysis, (Englwood Cliffs: N. J: Prentice Hall) 1965, P - 5 0.

২৫ Ball, Alan R., 'Modern Politics and Government' London, Macmillan, 1973. P-21

২৬ Millar, J.D.B., 'Nature of Politics' Penguin Books, England- 1969. P - 17

২৭ Finer. S.E., 'Comparative Government' Penguin Books, New York, 1980. P- 6-15

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনীর মতাদর্শকেই বুঝিয়েছেন'।[২৮] লেনিন 'রাজনীতি বলতে রাষ্ট্রের সকল প্রকার কাজকর্মে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের অংশগ্রহণকেই বুঝিয়েছেন।[২৯] 'রাজনীতি' শব্দটিকে সরদার ফজলুল করিম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে 'বহুল প্রচলিত শব্দ 'রাজনীতি' দ্বারা আমরা, "রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার আন্দোলন বুঝি। রাজনীতি ব্যাপকতর অর্থে কেবল রাষ্ট্র এবং সমাজের যে কোন সমস্যা সমাধানের আন্দোলন বুঝাতে পারে। এই অর্থে শ্রমিকের এবং কৃষকের বা অপরাপর শ্রেনীর আর্থিক অসুবিধা সমূহ দূরীকরনের আন্দোলন রাজনীতির অংশ। এ কারনে রাজনীতি বলতে কোন নির্দিষ্ট নীতির বদলে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষামূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝায়।"[৩০]

'রাজনীতি' সম্পর্কিত এসব ধারনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'রাজনীতি' শব্দটিকে কোন একক ব্যাখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। সময়ের আবর্তে রাজনীতির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। আদর্শগত কারণে রাজনীতি শব্দটিকে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এসব ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'রাজনীতি' হচ্ছে এমন এক নীতি যা ক্ষমতা চর্চার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

---

২৮ Marx Karl and Engles, 'The Communist Manifesto, Penguin Books, Hammondsworth , 1967. P - 83.

২৯ Lenin, V.9, 'State and Revolution' Peoples Publishing House, Bombay, 1944. P - 6.

৩০ করিম, সরদার ফজলুল, 'দর্শন কোষ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃঃ ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কি? (WHAT IS POLITICAL PARTICIPATION?)

রাজনীতি থেকে এসেছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের 'রাজনীতি' সম্পর্কিত ধারনা থেকে দেখা যায়, 'রাজনীতি' এবং 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' অনেক সময় সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে পশ্চিমা উদারনৈতিক চিন্তাবিদগণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' সম্পর্কে ভিন্ন ধারনা দিয়েছেন। International Encyclopaedia of the Social Sciences এ 'Political Participation' শব্দটিকে নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "Political Participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and indirectly, in the formation of public policy. The term ' apathy' will refer to a state of withdrawal from, or indifference to, such activities. These activities typically include voting, seeking information, discussing and proselytizing, attending meetings, contributing financially, and communicating with representatives. The more 'active' forms of participation include formal enrollment in a party, canvassing and registering voters, speech writing and speech making, working in campaigns, and competing for public and party office. We shall exclude from this discussion such in voluntary

Dhaka University Institutional Repository

activities as paying taxes, serving in the armed forces, and performing jury duty.[৩১]

আবার Wilber, A. Chaffee রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারনা দিতে গিয়ে বলেন, "Political participation can be defined as the action of individuals or collectives of individuals to make demands on a governmental units for a change in the shedule of goods and/ or services provided.[৩২]

L.W.Milbrath "রাজনৈতিক অংশগ্রহণ" বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছেন-

১. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অংশগ্রহণ বুঝায়।

২. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে রাজনীতিতে সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণ বুঝায়।

৩. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে রাজনীতিতে গোপনে বা প্রকাশ্যে অংশগ্রহণকে বুঝায়।

৪. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে স্বেচ্ছায় কিংবা অন্যের চাপে পড়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বুঝায়।

৫. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে রাজনৈতিক কর্মের মাধ্যমে কিংবা রাজনৈতিক কর্ম ব্যতিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বুঝায়।

---

৩১ International Encyclopaedia of the Social Sciences' Volume-11 & 12, Editor-David L. Sills, New York - 1972, P. -252, 253.

৩২ Seligson, Mitchell A. and Both John A. ed. 'Political Participation in Latin America' Vol -2, New York, 1979, P. 18.

Dhaka University Institutional Repository

৬. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে রাজনীতিতে সাময়িক অংশগ্রহণ কিংবা অবিরাম অংশগ্রহণ বুঝায়।[৩৩]

উপরোক্ত ধারণার প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তিকর্তৃক রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণই হচ্ছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

৩.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্যঃ

Milbrath রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলো কি করলো না, করলে কতটুকু? ইত্যাদি অনুধাবন করা যেতে পারে। যেমন-

ক) রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশ করা।

খ) ভোট দান করা।

গ) নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা এবং আলোচনা করা।

ঘ) দলীয় মনোগ্রাম সম্বলিত পিন্ পরিধান করা কিংবা গাড়ীতে ষ্টিকার লাগানো।

ঙ) রাজনৈতিক নেতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) রাজনৈতিক দলের জন্য অর্থনৈতিক অবদান রাখা।

ছ) রাজনৈতিক জনসভায় যোগদান করা।

জ) নির্বাচনে ক্যাম্পিং করা।

---

৩৩ Milbrath, Lester, W. 'Political Participation, How and Why do People get involved in Politics, Chicago, 1965, P. 6-13.

Dhaka University Institutional Repository

ঝ) দলের সক্রিয় সদস্য পদ গ্রহন করা।

ট) দলীয় অফিসে যোগাযোগ রাখা।

ঠ) প্রতিবাদ প্রদর্শন করা।[৩৪]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হচ্ছে মূলতঃ দলীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা, নির্বাচনে মতামত প্রদান করা তথা ভোটদান করা ইত্যাদি। তবে এসব ধারনা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সনাতন ধারনা। সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রচিন্তাবিদগন 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষন করেছেন। বিশেষ করে David Easton[৩৫] তাঁর System Theory তে এবং G.A Almond[৩৬] তাঁর Structural Func tional Analysis এ শুধু নির্বাচনী অংশগ্রহণকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হিসেবে দেখেননি। বরং তাঁরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার বিষয়ে সংঘঠিত দ্বন্দ্ব সংঘাত ও আঁতাতকে বুঝিয়েছেন। অতএব, এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হচ্ছে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তথা নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য।

উপসংহার:

রাজনীতি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাটি প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

---

৩৪ Ibide, P. 22-27

৩৫ Easton, David, The Political System, New York, Knopf, 1953.

৩৬ Almond Gabriel, A.ed, The Politics of Developing Areas, Princeton; Princeton University Press, 1960

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহণ। তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়টি স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে বিভিন্ন রকম হতে পারে। 'এক জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যেমন অন্য জাতির চেয়ে ভিন্ন হতে পারে, তেমনি এক শাসনামলের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অন্য শাসনামলের চেয়েও ভিন্ন হতে পারে।[৩৭] অনুরূপভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ভিন্ন প্রকৃতির। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী সক্রিয় রয়েছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণী তথা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে না । এন, জি, ও গুলো মনে করছে যে, দারিদ্রতাই এর অন্যতম কারণ। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এন, জি, ও গুলো দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। এই প্রেক্ষিতে পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওর স্বরূপ ও এনজিওদের দারিদ্র বিমোচন কার্য ক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

---

৩৭ International Encyclopaedia of the Social Science, Ibid, P. 254, 255.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওর স্বরূপ ও কার্যক্রম

ভূমিকাঃ

সুদূর অতীত কাল থেকেই বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা তথা এনজিও সমূহ বাংলাদেশে সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। তবে এ কার্যক্রম তখন স্থানীয় ক্লাব বা সমিতি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানার পর ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য বেশ কিছু দেশী-বিদেশী এনজিও এগিয়ে আসে। '১৯৭১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য সর্বমোট ১৩০ কোটি ডলার সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তম্মধ্যে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সংগ্রহ ও প্রেরিত হয়েছিল এনজিও সমূহের মাধ্যমে।[৩৮] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশের পুর্ণবাসন কর্মকান্ডে এনজিওসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘুর্ণিঝড় পরবর্তী পুর্ণবাসন কার্যক্রমে এনজিও গুলোর উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। '১৯৮৮ সালের বন্যা ত্রাণ তৎপরতায় ৮০টি দেশী বিদেশী এনজিও ৮৪ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছিল।[৩৯]

---

[৩৮] হুদা, খাজা শামসুল, 'বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের বিকাশ', ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৩।

[৩৯] Computer Section, NGO Affairs Bureau, Dhaka. ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ সালের বন্যা ত্রাণ তৎপরতায় এনজিওগুলো প্রাথমিক অবস্থায় ৫০০ কোটি টাকার ত্রাণ ও পূর্নবাসন কর্মসূচী গ্রহণ করে। তন্মধ্যে এনজিও প্রশিকা ৫০ কোটি টাকা এবং ব্র্যাক ৩০ কোটি টাকার বন্যা ত্রাণ ও পূর্নবাসন কর্মসূচী গ্রহণ করে।[৪০] এনজিও গুলো প্রথম দিকে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করলেও 'আশির দশকের শুরু থেকে 'পার্টিসিপেটারী ডেভলেপমেন্ট অ্যাপ্রোচ' নিয়ে টার্গেট গ্রুপ হিসেবে বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র ও বিভিন্ন অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সেবা সমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৪১] এছাড়াও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে এনজিও গুলো সম্প্রতি ঋণদান কর্মসূচীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। 'বাংলাদেশের ২৭টি বড় সংস্থার ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৯৯১ সালে ৬ লাখের উপর এবং এনজিও সমূহ এ পর্যন্ত দরিদ্রসীমার নীচের ৫ থেকে ৬ শতাংশ গ্রামীণ জনগণের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।[৪২] এভাবে এনজিওসমূহের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। '১৯৯২ সালে এনজিওগুলো বাৎসরিক ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে পেয়েছে।[৪৩] ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশে

---

[৪০] দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই সেপ্টেম্বর এবং ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং।

[৪১] সামাদ, মুহাম্মদ, 'বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র মোচনে এনজিওর ভূমিকা' ঢাকা-১৯৯৪, পৃঃ ৫৮।

[৪২] খালেদ, খোন্দকার ইব্রাহিম, 'বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টা', ঢাকা- ১৯৯১।

[৪৩] Asian Development Bank (ADB), Final Report, "An Assessment of The Role and Impact of NGOs in Bangladesh,December, 1992, P.1.

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওসমূহের মাধ্যমে বছরে প্রায় একহাজার কোটি টাকার সম পরিমান বৈদেশিক অনুদান আসছে।[৪৪] তবে এনজিওর এই কার্য ক্রম বাড়ার সাথে সাথে সমাজের কোন কোন মহল কর্তৃক এনজিওদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের জন্য এনজিও গুলো সমালোচিতও হচ্ছে। 'বাংলাদেশের কোন কোন এনজিওর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[৪৫] 'তাছাড়া ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে এবং বিভিন্ন স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে কোন কোন এনজিও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।[৪৬] ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশ গ্রহণের বিষয় নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এসব অভিযোগ এনজিও গুলো অস্বীকার করে যাচ্ছে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ নয়, বরং এনজিও গুলো সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগনকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। এ প্রসংগে জনৈক এনজিও উপদেষ্টার মন্তব্য, "এনজিও কার্য ক্রমের কারণে জনগণের চিন্তা চেতনা উন্নত হচ্ছে, আর তাই তারা যোগ্য সরকার দাবী করছে"।[৪৭] এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের কর্মকান্ড মূল্যায়ন করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

---

৪৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই আগষ্ট, ১৯৯৮ইং।

৪৫ সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই মাঘ, ১৩৯৯ বাংলা ।

৪৬ Siddiqui, Tasneen, "Growth and Sustainability of the NGO Sector in Bangladesh", Seminar Paper, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), Dhaka, June, 1998. P-21

৪৭ BRAC-এর উপদেষ্টা ফারুক চৌধুরী গত ৯ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যায় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অধ্যায়টিকে দুটো অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে বাংলাদেশে বিদ্যামন এনজিওর স্বরূপ তথা এনজিওসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে এনজিওসমূহের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.১ এনজিও কি? (WHAT IS NGO?)

আক্ষরিক অর্থে এনজিও হচ্ছে Non Governmental Organisation, অর্থাৎ 'যে কোন বেসরকারী সংস্থাই হচ্ছে এনজিও'[৪৮] তবে 'আইনগত অর্থে মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত নয় এমন যে কোন বেসরকারী সেবামূলক বা সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাকেই এনজিও বলা হয়।[৪৯] স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলতে বুঝায়, যে গুলো শহর ও গ্রামে উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করে থাকে, দরিদ্র মানুষের জন্য নানা ধরনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের চেতনার বিকাশের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে।[৫০] অন্যভাবে বলা যায়, 'এনজিও একদিকে গণসংগঠন, সমবায় সমিতি, ব্যবসা ও পেশাদার সংস্থাগুলো থেকে ভিন্ন, অপরদিকে আবার সেবা প্রদানকারী ক্লাব (যেমন লায়ন্স বা রোটারী) এবং অলাভজনক কোম্পানীগুলো থেকেও আলাদা। এনজিও ব্যাপারটির

---

৪৮ মুহাম্মদ, আনু "বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল", ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৯।

৪৯ Farrington John, Lewis, David. J. ed, "Non-Governmental Organizations and the State in Asia, London and NewYork, 1993, P - 20.

৫০ আদনান, স্বপন, জনগণের অংশগ্রহণ; 'ফ্যাপ প্রসংগে এনজিওদের ভূমিকা, একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন', ঢাকা-১৯৯৪, পৃ: ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তা হলো; এনজিও গুলো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, প্রকৃতিতে বেসরকারী এবং উদ্দেশ্য অলাভজনক, এদের লক্ষ্য উদ্দিষ্ট জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন।[৫১] তবে Foreign Donation (Voluntary Activities) Regulation Ordinance 1978 এর 2(b) ধারায় এনজিওর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "সংস্থা বলতে সে সব ব্যক্তি বা সংগঠনকে বুঝায়, তা যে নামেই আখ্যায়িত করা হউক না কেন, যারা বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন। অত্র গবেষণায় গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত সংস্থাগুলোর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

৪.২ বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওর সংখ্যাঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের সঠিক সংখ্যা নিরুপনে জটিলতা রয়েছে। মূলত এনজিও গুলোর প্রকৃতিগত কারণেই এই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে ক্রীড়া এবং সমাজ কল্যাণমূলক অসংখ্য সংগঠন ও ক্লাব। শাব্দিক অর্থে এগুলোও এনজিও বলে গণ্য হচ্ছে। তবে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত বেসরকারী সংস্থা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহন করেছে কিংবা গ্রহন করে আসছে সে সব

---

[৫১] হাশেমী, সৈয়দ ' বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও সমূহ; সহাবস্থান, বিরোধ এবং সহযোগীতা', ঢাকা (তারিখ বিহীন)।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থাগুলোকেই বর্তমান গবেষণায় এনজিওর তালিকাভূক্ত করা অধিক যুক্তি সংগত হবে। '১৯৯২ সালের এডিবি রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত এক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে রেজিষ্টার্ড এনজিওর সংখ্যা ১৩,০০০। এদের মধ্যে অন্তত ৫০২টি দেশীয় এনজিও বৈদেশিক অনুদান গ্রহন করে থাকে এবং ১১৫টি সরাসরি বিদেশী এনজিও।[৫২] ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এনজিওর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি সারণী-১ এর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী-১

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত এনজিওর সংখ্যা (১৯৮১-৯২)

ধরণ (Category)	বৎসর (Year)											
	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২
বিদেশী এনজিও (Foreign NGOs)	৬৮	৭৩	৭৫	৭৯	৮০	৮৩	৮৮	৮৯	৮৯	৯০	১০৬	১১৫
বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত বাংলাদেশী এনজিও (Foreign Aided Bangladeshi NGOs)	৪৫	৬২	৭৭	৯৬	১১২	১২৬	১৫৭	১৯১	২৪১	২৯৩	৪২১	৫০২
মোট (Total)	১১৩	১৩৫	১৫২	১৭৫	১৯২	২০৯	২৪৫	২৮০	৩৩০	৩৮৩	৫২৭	৬১৭

Source : ADB Final Report, December -1992, Chapter-1, P-1.

[৫২] ADB, Final Report, Op. Cit, P.1

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬,৫০০ এর মত এনজিও আছে। এদের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওর সংখ্যা হচ্ছে ৬৭৬টি।[৫৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রদত্ত এক তথ্যে দেখা যায় সে, 'বর্তমানে দেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত স্থানীয় এনজিওর সংখ্যা হচ্ছে ১০৫৪ এবং সরাসরি বিদেশী এনজিওর সংখ্যা হচ্ছে ১৪১টি।[৫৪] এই রিপোর্টটিও পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এনজিওর সংখ্যা ক্রমান্বেয়ে বেড়েই চলেছে। বিষয়টি সারণী- ২এর সাহায্যে দেখানো হল -

সারণী- ২

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত এনজিওর সংখ্যা (১৯৯০-৯৭)

আর্থিক বৎসর	স্থানীয় এনজিও	বিদেশী এনজিও	মোট
১৯৯০-৯১	৩৯৫	৯৯	৪৯৪
১৯৯১-৯২	৫২৩	১১১	৬৩৪
১৯৯২-৯৩	৬০০	১২৫	৭২৫
১৯৯৩-৯৪	৬৮৩	১২৪	৮০৭
১৯৯৪-৯৫	৭৯০	১২৯	৯১৯
১৯৯৫-৯৬	৮৮২	১৩২	১০১৪
১৯৯৬-৯৭	৯৯৭	১৩৫	১১৩২
১৯৯৭-৯৮ (ডিসেম্বর '৯৭ পর্যন্ত)	১০৫৪	১৪১	১১৯৫

Source: Computer section, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's office, Dhaka, December, 1997

---

[৫৩] দৈনিক সংবাদ, ১১ ই এপ্রিল, ১৯৯৩।

[৫৪] Computer Section, NGO Affairs Bureau, Dhaka, December-97.

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের কর্মকান্ড মূলত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত এক তথ্যে দেখা যায়, ১৯৯০ সালের জুন থেকে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কর্মরত দেশী ও বিদেশী এনজিও সমূহ ৪৬২৬টি প্রকল্প ব্যয় বাবদ মোট ৫,৭৮৪ কোটি ৬২ লক্ষ ১৫ হাজার ১৫৬ টাকা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করেছে। বিষয়টি নিম্নের সারণী-৩ এর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী - ৩

বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ (১৯৯০-৯৭)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান (টাকায়)
১৯৯০-৯১	৪৬৪	৪২৬,৪০,৮০,৫২২.১৯
১৯৯১-৯২	৫৪৯	৪৮৬,৫৫,২২,৮৪৪.৯৮
১৯৯২-৯৩	৬২৬	৭৮২,৮২,৩০,৬৮০.৭৮
১৯৯৩-৯৪	৫৮১	৬৮৪,০৩,৬২,৫৩০.৪৩
১৯৯৪-৯৫	৫৭৯	৮৩৮,০১,৮৯,৭৪৮.৬১
১৯৯৫-৯৬	৭০২	১০৩৭,২০,৭৭,৫৮৮.৫৩
১৯৯৬-৯৭	৭৪৬	১০৪১,০৯,৪১,১৩১.৮০
১৯৯৭-৯৮ (ডিসেম্বর'৯৭ পর্যন্ত)	৩৭৯	৪৮৮,৪৮,১০,১০৯.০০
মোট	৪৬২৬	৫৭৮৪,৬২,১৫,১৫৬.৩২

Source: Computer section, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's office, Dhaka, December, 1997

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণী-৩ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত উৎস ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে এনজিওদের অনুদান এসে থাকে, যেগুলো সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। সেই হিসেবে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের পরিমান আরো বাড়বে। [৫৫]

৪.৪ এনজিওর শ্রেণী বিভাগঃ (CLASSIFICATION OF NGOs)

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজের প্রকৃতিগত দিক বিবেচনা করে আবদুস সামাদ, শামসুল হুদা এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক রিপোর্ট এ এনজিও গুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তাদের শ্রেণী বিভাগ পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওসমূহকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় -

১। জাতীয় পর্যায়ের এনজিওঃ (National Level NGO)

বাংলাদেশী নাগরিকদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এনজিও গুলোকে জাতীয় পর্যায়ের এনজিও শ্রেণীভূক্ত করা যেতে পারে। এই শ্রেণীভূক্ত এনজিওর কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত। এসব সংস্থা

---

[৫৫] Siddiqui, Tasneen, "Growth and Sustainability of the NGO Sector in Bangladesh" Ibid, P- ২০

Dhaka University Institutional Repository

মূলত শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ঋণদান কর্মসূচী, সচেতনায়ন, দারিদ্র দূরীকরন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহন করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের এনজিও গুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, নিজেরা করি, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, দ্বীপ শিখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও ঃ (Local level NGO)

স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও গুলো মূলত জাতীয় পর্যায়ের এনজিও গুলোর মতই কার্য ক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে এদের কাজের পরিধি একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরা সাধারনত নিজস্ব অর্থানুকুল্যে এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও গুলোর নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে প্রকল্প এলাকা বড় হলে এরা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার নিকট থেকেও সহায়তা লাভ করে থাকে। এসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেঃ- গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, সপ্তগ্রাম নারী পরিষদ, ইত্যাদি।

৩। ইস্যুভিত্তিক এনজিওঃ (Issue Basis NGO)

কতগুলো এনজিও আছে যে গুলো এক একটি নিদ্রিষ্ট ইস্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। উদাহরন স্বরূপ মাদক বিরোধী সংস্থা, ধুমপান বিরোধী সংস্থা, এইড্স প্রতিরোধ বিষয়ক সংস্থা, পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা, মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা গুলোর কথা বলা যায়। এদের কার্য ক্রম মুলত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি প্রচারনা ভিত্তিক। এদের বেশির

Dhaka University Institutional Repository

ভাগই বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৪। সমাজ কল্যাণমূলক ও স্বেচ্ছাসেবী এনজিওঃ (Welfare and Voluantary NGOs)

এসব এনজিও মূলত স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এসব সংস্থা Voluantary Social Welfare Agencies Act কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত। এরা কোন বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করেনা এবং অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রাম পর্যায়ের ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি। বাংলাদেশে বর্তমানে এই শ্রেণীভূক্ত এনজিওর সংখ্যা ১৩,০০০ থেকে ১৬,০০০।

৫। বিদেশী এনজিওঃ (Foreign NGOs)

সম্পূর্ণ বিদেশী অর্থানুকুল্যে পরিচালিত এসব সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কিছু কিছু দেশীয় কর্মকর্তা কর্মচারী ব্যতীত প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার প্রায় সকল স্তরেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকগন কাজ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কারিতাস, কেয়ার বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, রাড্ডা বারনেন, রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস, ওয়ার্লড ভিশন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৬। এপেক্স এনজিওঃ (Apex NGO)

বাংলাদেশে কতগুলো এনজিও আছে, যে গুলো বিভিন্ন এনজিওর সমন্বয়ে গঠিত। সাধারনত কাজের প্রকৃতি এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে এই এনজিও গুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। এসব এনজিও এপেক্স এনজিও নামে পরিচিত। এপেক্স এনজিওর মধ্যে এডাব, ভি.এইচ.এস.এস, শিশু অধিকার ফোরাম, সি.ডি.এফ, এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

৭। ধর্মভিত্তিক এনজিওঃ (Religion Basis NGO)

বাংলাদেশে অপর এক ধরনের এনজিও আছে, যে গুলো মুলত স্ব-স্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দান এবং ধর্মীয় প্রচার প্রচারনামুলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক এনজিগুলো নিম্নরূপ-

ক) ইসলাম ধর্মভিত্তিক এনজিওঃ

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক এনজিও গুলো হচ্ছে, রাবেতা আলম ইসলামী, আই-আর-ও (IRO), মুসলিম এইড বাংলাদেশ, ইসলামিক রিলিফ, আ-দ্বীন ট্রাষ্ট, কমিউনিটি ডেভলেপমেন্ট ফাউন্ডেশন (CDF), রুরাল ইকনমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলেজ (RESCU) ইসলাম প্রচার সমিতি, আনজুমানে ইত্তেহাদ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

খ) **হিন্দু ধর্ম ভিত্তিক এনজিওঃ**

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মভিত্তিক এনজিও গুলো হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধী আশ্রম, আনন্দ মার্গ, ইত্যাদি।

গ) **খ্রীষ্টান ধর্ম ভিত্তিক এনজিওঃ**

বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্মভিত্তিক এনজিও গুলো হচ্ছে স্যালভেশন আর্মি, ব্যপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি, ব্যাপটিষ্ট এইড মিশন, খ্রীশ্চিয়ান ন্যাশনাল এভানজিলিজম, খ্রীশ্চিয়ান রিফরমড ওয়ার্লড রিলিফ কমিটি, মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (MCC), মিশনারিজ অব চ্যারিটি (MC), বাংলাদেশ লুথেরান মিশন, ফিনিস মসিহী জামাত ইত্যাদি।[৫৬-৫৯]

প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রে প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধনকৃত দেশী এবং বিদেশী এনজিও গুলোর কার্য ক্রমের উপর আলোকপাত করা হবে।

৪.৫ এনজিও সমূহের আইনগত কাঠামো (LEGAL STRUCTURE OF NGOs)

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের আইনগত কাঠামোর সূচনা ষাট এর দশক থেকে। আজকের বাংলাদেশ তথা সাবেক পূর্ব

---

৫৬ সামাদ, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত।

৫৭ হুদা, খাজা শামসুল, প্রাগুক্ত।

৫৮ ADB, Final Report Op. cit.

৫৯ The World Bank, Bangladesh : Pursuing Common Goals, Strengthening Relations Between Government and Development NGOs, The University Press Limited, Dhaka - 1996, P. 6.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের এনজিও তথা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ ১৯৬০ সালের 'সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' কিংবা ১৯৬১ সালের 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ মূলক সংস্থা সমূহের অধ্যাদেশ', এই দুইটির যে কোন একটির আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। উপরোক্ত দুটি আইনে এনজিও কর্মকান্ডে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে কোন ধারনা দেয়া হয়নি। কারণ তখনও পর্যন্ত এনজিওর মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের বিষয়টির প্রচলন ছিল না।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশের পুর্নগঠনের জন্য প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। ফলে এনজিও গুলো বিদেশী অর্থ সাহায্য নিয়ে তাদের কার্য ক্রম নূতন ভাবে শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এনজিও কর্তৃক বিদেশী সাহায্য গ্রহণের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৮ সালে 'দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রুলস প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে ব্যবহার্য নয় এমন বৈদেশিক সাহায্য বেসরকারী পর্যায়ে প্রদান ও গ্রহণ সংক্রান্ত কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২ সালে 'দ্যা ফরেন কান্ট্রিবিউশন রেগুলেশন্স অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে সরকার এনজিও কর্মকান্ডের সার্বিক তত্ত্বধানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের অধীনে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন রাষ্ট্রপতির এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ১৯৯১ সালে দেশে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর 'রাষ্ট্রপতির এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' পরিনত হয় 'প্রধানমন্ত্রীর এনজিও

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক ব্যুরো'তে।[৬০-৬১] এনজিও সমূহ কিভাবে তাদের কর্মকান্ডে পরিচালনা করবে এ ব্যাপারে 'প্রধান মন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' কতগুলো নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এসব নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ক) যে সব বিদেশী এনজিও কিংবা বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট দেশী এনজিও বাংলাদেশে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই ১৯৭৮ সালের 'দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রুলস্ অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে।

খ) এনজিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত এনজিও সমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নেবে সেই সমস্ত প্রকল্প প্রস্তাব (P.P) অবশ্যই এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

গ) সরকারী অনুমোদন ব্যতিত এনজিও সমূহ কোন অনুদান গ্রহণ কিংবা খরচ করতে পারবে না।

ঘ) এনজিও সমূহ তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যদি কোন বিদেশী নাগরিক, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে চায়

---

[৬০] রশীদ, হারুন অর, বাংলাদেশে এনজিও' প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ: ৭-৯। (জনাব হারুন অর রশিদ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপ-পরিচালক)

[৬১] The World Bank, Bangladesh : Pursuing Common Goals, Ibid, P. 21-27.

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে 'প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক' ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক এনজিও একটি মাত্র ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সমুদয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে। যে সব ব্যাংক এনজিও সমূহের বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব রাখবে তারা প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর এ ধরনের সমস্ত সাহায্যের হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক ও 'প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক'কে প্রদান করবে।

চ) এনজিও সমূহের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণ করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বাংলাদেশ চাটার্ড একাউন্টেন্টস অর্ডার ১৯৭৩ অনুসরণে চাটার্ড একাউন্টেন্ডদের তালিকা তৈরী করবে এবং এনজিওসমূহ ব্যুরোর অনুমোদন নিয়ে ব্যুরো কর্তৃক তালিকাভূক্ত একাউন্টেন্ডদের নিয়ে তাদের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করাবে।

ছ) কোন এনজিও দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে, কিংবা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে, কিংবা দেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকী সৃষ্টি করলে, কিংবা ব্যাপক অর্থ আত্মসাৎ এর সংগে জড়িত হলে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট এনজিওর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করতে পারবেন।[৬২]

---

[৬২] রশীদ, হারুন অর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩ - ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারনা পাওয়া গেল। বাংলাদেশে এনজিও কর্মকান্ডের প্রকৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ এনজিও গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন কার্য ক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহ কর্তৃক এ পর্যন্ত গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.৬ এনজিও সমূহের দারিদ্র বিমোচন কার্য্যক্রমঃ

'বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ মূলত রোজগারের পথ সৃষ্টি করা (Income generation) এবং দারিদ্র দূরীকরন (Poverty alleviation) কর্মসূচীর জন্য পরিচিত।[৬৩] দেশের ব্যপক জনগনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য এনজিওগুলো দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। 'এনজিও সমূহের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সাধারন কার্য ক্রম হচ্ছে, সচেতনায়ন, গ্রুপ গঠন, কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনের নতুন কৌশলের সংগে খাপ খাওয়ানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান, উচ্চতর মজুরীর জন্য দরকষাকষি, সুবিধাজনক বর্গাব্যবস্থা লাভ, খাসজমি ও পুকুরের উপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানিক

---

[৬৩] আদনান, স্বপন ও অন্যান্য (১৯৯৪), প্রাগুক্ত, পৃ: ৭২

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ সুবিধা লাভ এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, ইত্যাদি।[৬৪] ব্যাপক অর্থে এনজিও সমূহের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী হচ্ছে নিম্নরূপ-

ক) বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যেমন-কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খামার, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে দরিদ্র জনগনের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় উৎপাদনক্ষম (Income generating) প্রকল্প গ্রহন করা।

খ) সাধারন শিক্ষাসহ বয়স্ক ও নারী শিক্ষা, কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রভৃতি কার্য ক্রম গ্রহন করে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে অবদান রাখা।

গ) গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করে রাস্তাঘাট, বাধ, সেতু, প্রভৃতি নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরন, ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিয়ে সরকারের সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্য ক্রমে অংশ নেয়া।

ঘ) সমাজের দূর্বল এবং দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত ও সহায় সম্পদহীন মানুষদেরকে সংগঠিত করে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এদের উন্নয়নমূখী করে তোলা।[৬৫]

ঙ) প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করে তাদের নিদ্রিষ্ট প্রয়োজন যাচাই করা।

চ) পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের নতুন পথ ও পদ্ধতি বের করা।[৬৬]

---

৬৪ সামাদ, মুহাম্মদ (১৯৯৪), প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০

৬৫ দত্ত, জ্যোতি প্রকাশ, প্রবন্ধ, 'আত্ম নির্ভর উন্নয়ন ও বেসরকারী সংস্থা' দৈনিক সংবাদ, ৩১ শে জানুয়ারী, '৯৫।

৬৬ Ray. D, 'Development Economics', Princeton : Princeton University Press, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

ছ) মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া।

জ) দরিদ্রদের অধিকার রক্ষায় প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করা।

ঝ) বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে তা দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

ঞ) সর্বোপরি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সৃষ্টি, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উর্পাজনের জন্য উদ্যোক্তার ভূমিকা, উৎপাদনশীল খাতের উপর নিয়ন্ত্রন বা মালিকানা, নারী উন্নয়ন, সরকারী সেবায় প্রবেশাধিকার, স্থানীয় প্রশাসনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা, ইত্যাদি।[৬৭]

এখন দেখা যাক, দরিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাংলাদেশের এনজিও গুলো কতটুকু তৎপর রয়েছে?

১৯৮৯ সাল পযর্ন্ত বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা ছিল ৪০০-এর ও বেশী।[৬৮] ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এ সংখ্য দাঁড়ায় ৮০০-এর ও বেশী[৬৯]। সচেতনতা বৃদ্ধি, অবহিতকরন ও

---

৬৭ মুহাম্মদ, আনু, টাস্কফোর্স রিপোর্ট পর্যালোচনা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২শে অক্টোবর, '৯৩।

৬৮ Alam, Jahangir, Organizing of the Rural Poor in Bangladesh; The Experience of NGO s,GB,and BRDB, Seminar Paper, Dhaka, October, 1989, P-1

৬৯ রশীদ, হারুন অর, 'বাংলাদেশে এনজিও' ঢাকা-১৯৯৬, পৃ: ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধ করনের পাশাপাশি এনজিও সমূহ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে বহুমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে বলে দাবী করছে।[৭০] 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও সমূহের মধ্যে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০০ টি এনজিওর মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম চালু ছিল। এসব এনজিওর আওতাধীন দরিদ্র জনগনের সংগঠনের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০ এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ৩ লক্ষ দরিদ্র মানুষ সংগঠিত হয়েছে। বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্য আইনে নিবন্ধনকৃত এবং ঐ আইনে নিবন্ধনবিহীন এনজিওর মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ সংগঠিত হয়েছে। এসব সংগঠিত লোকদের সামাজিক উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক মূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।[৭১]

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ও এনজিওগুলো কাজ করে যাচ্ছে। '১৯৯২ সালের এক জরীপ অনুযায়ী এ সময় পযর্ন্ত ৩২৬ টি এনজিও প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু কিশোর এবং নারী পুরুষকে স্বাক্ষরতা প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রায় ৭৫ লক্ষ নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এদের মধ্যে ৩৯ লক্ষ অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, ১৩ লক্ষ কৈশোর জীবন শিক্ষা এবং ২৩ লক্ষ বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দেশে যেখানে

---

৭০ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 'Bangladesh : Evaluation of Netherlands Funded NGOs, 1972-1996, The Hague : Policy and Operation Evaluation Department, 1998.

৭১ রশীদ, হারুন অর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩৭,৭৪০ সেখানে এনজিও সমূহ পরিচালত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১৪,২৪২ এবং এসব স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৬৮,৪৫৪ জন।[৭২]

শিক্ষার পাশাপাশি নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এনজিও গুলো কাজ করে যাচ্ছে। ব্রাক, প্রশিকা, আশা, আর ডি আর এস, কারিতাস, বাঁচতে শেখা, নিজেরা করি, সপ্তগ্রাম নারী স্বর্নিভর পরিষদ, টি-এম এস এস, প্রভৃতি এনজিও নারীদের সংগঠিত করনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এনজিও সমূহের কারনেই বর্তমানে গ্রামীণ নারী সমাজের এক ব্যপক অংশ প্রচলিত গৃহস্থালী কাজের বাইরে ক্ষুদ্র শিল্প, পশুপালন, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি অপ্রচলিত কাজে নিয়োজিত রয়েছে। নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করার পাশাপাশি এনজিও গুলো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি বৈষম্য, এবং নারী নির্যাতন রোধে আইনগত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।[৭৩] বেশ ক'টি এনজিওর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এডাব কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রদত্ত এক তথ্যে জানা যায়, 'বাংলাদেশের ৩,১৭৬ টি গ্রামের ২০ লক্ষ নারী এনজিও সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হয়েছে'।[৭৪] এনজিও সমূহের সহায়তা

---

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫, ৩৬।

৭৩ NGOs and Sustainable Land Use in Bangladesh, A Study of the Programmes regarding sustainable land use of 3 partner organizations of Novib in Bangladesh. The Hague, Number - 54, 1994, Netherlands, P - 60-62.

৭৪ রশীদ, হারুন অর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েরা আজ যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ডিভোর্স, ধর্ষনসহ বিভিন্ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রতিবাদ করছে।

দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে স্বর্নিভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো কৃষিউন্নয়ন প্রকল্পও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। '১৯৯০ সালের এক হিসেব মতে, বৈদেশিক সাহায্য আইনে নিবন্ধনকৃত ১৫০ টি এনজিও সরাসরি কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প, ১৩১টি এনজিও মধুচাষ প্রকল্প, ১০৭ টি এনজিও গবাদিপশু পালন প্রকল্প এবং ১২০ টি এনজিও হাঁসমুরগী খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে এসব প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় দ্বি-গুনের কাছাকাছি'।[৭৫] এছাড়া কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নর লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার ব্যবহারে এনজিও গুলো সফল হচ্ছে। 'আর ডি আর এস কর্তৃক উদ্ভাবিত ট্রেডেল পাম্প ও বাঁশের নলকূপ, সৌরড্রায়ার, এম সি সি এবং এম এ, ডব্লিউ টি, এস কর্তৃক উদ্ভাবিত দাঁড়পাম্প, তারাপাম্প, প্রভৃতি দেশজ উপকরনে সমৃদ্ধ লাগসই প্রযুক্তি নির্মানে এনজিও সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এসব উদ্ভাবন প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক ফলাফল অর্জনে সহায়তা করছে।[৭৬] বর্তমানে এ ধরনের ১,৩০,০০০ এর ও বেশী প্রযুক্তি সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে।[৭৭] এসব প্রযুক্তি যেমন দামে কম তেমনি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চমৎকার সাফল্যের

---

[৭৫] রশীদ, হারুন অর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩।

[৭৬] Huda, Khawja Shamsul, 'Role of NGOs in Development in Bangladesh, Bangladesh Development Dialogue', Journal of SID, Bangladesh Chapter, Dhaka, 1984, p. 35.

[৭৭] The World Bank, Pursuing Common Goals, Ibid, P. 13

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় দিচ্ছে। যেমন, টিউবওয়েলের চেয়ে মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও একটি ট্রেডল পাম্প, রোয়ার পাম্প এক সংগে ছয়টি টিউব ওয়েলের সমপরিমান পানি ভূ-গর্ভ থেকে উত্তোলন করতে পারে। যেখানে পানির স্তর ও বেশ নীচে সেখান থেকে তারা পাম্প ও সমপরিমান পানি উত্তোলন করতে পারে।

এনজিও সমূহের স্ব-নির্ভরতা কর্মসূচীর অপর একটি প্রকল্প হচ্ছে গৃহায়ন প্রকল্প। 'বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫০ টি এনজিও ব্যপকভাবে গৃহায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে ৬ টি প্রধান এনজিও প্রতিবছর দরিদ্র জনগনকে ২৪.৫ হাজার গৃহ প্রদান করে থাকে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এনজিও গৃহায়ন প্রকল্প দ্বারা সারা দেশে ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছে।'[৭৮]

গৃহায়ন প্রকল্পের পাশাপাশি দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও এনজিওগুলো বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। 'বাংলাদেশ ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন কাজে নিয়োজিত এনজিও সমূহের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান 'এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন' কর্তৃক প্রদত্ত এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ৪৭৪ টি এনজিও ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এসব এনজিও কর্তৃক সারাদেশে ৫২৮ টি ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচা পাকা মিলিয়ে ২.৫ লক্ষ স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন

---

[৭৮] রশীদ, হারুন অর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। গত এক দশকে এনজিওসমূহ ১.৩ লক্ষ টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের আওতায় এনেছে।[৭৯] 'ব্রাক- এর ওরাল রি-হাইড্রেশন, শিশুদের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী এবং সামগ্রিকভাবে পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান দান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের ভূমিকা গ্রামীণ দরিদ্রদের অধিকতর সচেতন করে যাচ্ছে।[৮০]

উপরোক্ত তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এনজিও নেটওর্য়াক এখন প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। 'এডাব কর্তৃক প্রদত্ত এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় ৪০ হাজার গ্রাম এনজিও কর্মকান্ডের আওতায় আসে এবং এসব গ্রামের প্রায় ৩৫ লক্ষ পরিবার এনজিওর সুফলভোগ করছে। একই সময়ে দরিদ্র -জনগোষ্ঠীর মধ্যে এনজিওসমূহ প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।'[৮১] সুতরাং একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের এনজিওগুলো দেশের ব্যপক দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে আর্থসামাজিক সহায়তা দানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি সার্বিক ক্ষেত্রে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এনজিওদের এই প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হচ্ছে তা মূল্যায়নের অবকাশ রয়েছে।

---

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
[৮০] Huda, Khawja Shamsul, Ibid, P. 35
[৮১] রশীদ, হারুন অর, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ এনজিওসমূহের দারিদ্র বিমোচন কার্য ক্রমের ফলাফলঃ

দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় এনজিও সমূহের দাবী হচ্ছে, দারিদ্র বিমোচনে এনজিওগুলো আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং এক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল হচ্ছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, 'বাংলাদেশের এনজিওগুলো এখনো পর্যন্ত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর জনগনের নিকট পৌছাতে সক্ষম হয়নি'।[৮২] বাংলাদেশের সাবেক এবং বর্তমান উভয় অর্থ মন্ত্রী ও দাবী করেছেন যে, দারিদ্র বিমোচনে এনজিওসমূহ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান BIDS এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গত ১৯-২১ শে মার্চ ৯৫-এ 'ক্রেডিট ফর দা পোওয়র'- শিরোনামের এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন, "সরকার দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র জনগনের কাছে পৌঁছতে যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, এনজিও সেখানে অত্যন্ত সফল হয়েছে, এ রিপোর্ট আদৌ সত্য নয়। সরকার ছাড়া দারিদ্র বিমোচনের মত এত বড় একটি কাজ কারও পক্ষে সম্ভব নয়, এনজিওদের দ্বারাতো সম্ভব নয়ই।[৮৩] অনুরূপ ভাবে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী এস. এ. এম. এস কিবরিয়া 'দক্ষিণ এশিয়ার দেশের জন্য শিক্ষনীয় শীর্ষক' এক সেমিনারে বলেন, "উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগনের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি যেখানে মুল উদ্দেশ্য, সেখানে এনজিওগুলো ভূমিহীনদের হাতে লোন প্রদান

---

৮২ Sarah C. White, 'Evaluating the Impact of NGOs in Rural Poverty Alleviation,' Bangladesh Country Study, Working paper No. 50, Overseas Development Institute, London, 1991.

৮৩ দৈনিক স্বাধীনতা, ১লা মে, ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

করে তাদেরকে ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ক্ষুদে মহাজন তৈরী করছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পুঁজি গঠন প্রক্রিয়াটি এই হাজার হাজার ক্ষুদে ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে হচ্ছে বিঘ্নিত। উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এনজিওদের মাধ্যমে বণ্ঠিত কোটি কোটি টাকা তেমন কোন ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারছেনা।"[৮৪]

প্রফেসর রেহমান সোবাহানের নেতৃত্বে 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' এর উদ্যেগে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ১৯৯৫' শীর্ষক এক সমীক্ষা পর্যলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগনের সংখ্যা কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯৮৫ সালে দেশে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ৪৩.৯ শতাংশ। ৯৪ সালের শেষের দিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৫৯.১৫ শতাংশে। ১৯৮৫ সালে চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ২১.৫ শতাংশ। ৯৪ সালের শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৩৪ শতাংশে। সমীক্ষায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত জরীপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'পরিবারের মাথাপিছু আয় ব্যয় এর হিসেব অনুযায়ী ৮৫-৮৬ অর্থ বছরে চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ৪৩.৯ শতাংশ। ৯১-৯২ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৯.৭ শতাংশ। ৭৫ টি মৌজার ২,২৫০ টি পরিবারের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে প্রতিমাসে ৪৪৫ টাকার নীচে

---

[৮৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন কারীকে দরিদ্র হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র সীমা নিরুপনে হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল নামক বিদেশী সংস্থার এক জরিপ রিপোর্টের বরাত দিয়ে উক্ত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ৯০ এর জুন থেকে ৯৪ এর আগষ্ট পর্যন্ত দেশে পুষ্টিহীন (ওজন ও উচ্চতা অনুসারে) বা আন্ডার ওয়েট শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশ। দেশের চারটি শহরের ২৮ টি থানার বস্তি ও পল্লী এলাকায় উক্ত জরীপ চালানো হয়।'[৮৫] অতএব উক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, গত এক দশকে দেশের দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.২৫ শতাংশ। এ সময়ে চরম দারিদ্র সীমার (হার্ড কোর পভার্টি) নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৫০ শতাংশ। অবশ্য কোন কোন সূত্রে এই সমীক্ষায় প্রদত্ত তথ্যের ভিন্ন চিত্রও পরিলক্ষিত হয়। এক সূত্রে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে চরম দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ৪০.৯১% এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫.৫৫% এ।[৮৬] এ তথ্য থেকে দেশে দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেলেও অনেকে মনে করেন যে, এর পেছনে এনজিওর তেমন কোন অবদান নেই, বরং সরকারের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

---

৮৫ Sen, Binayak, Recent Trends in Poverty and its Dynamics, Experiences with economic Reform : A Review of Bangladesh Development 1995, Centre for Policy Dialogue P. 455-466.

৮৬ World Bank, 'From Counting the Poor to Making the Poor Count', Poverty Reduction and Economic Management Network, South Asia Region, 1998, P.6.

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচারপতি সাহাবুদ্দিন এর আমলে পরিচালিত টাস্কফোর্স রিপোর্টে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় এনজিওর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "দুই দশকের এনজিও তৎপরতার মধ্য দিয়ে দ্রব্য ও সেবাপ্রদান কর্মসূচীতে সাফল্য দেখা গেলেও স্বনির্ভরতার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। মোট বিদেশী সাহায্যের শতকরা ১২ ভাগ নিয়ে এনজিও তৎপরতায় যে কর্মসংস্থান হয়েছে, তার চেয়ে বেশী কর্মসংস্থান হয়েছে সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচীতে। বিপুল সম্পদ যোগান থাকা সত্ত্বেও এনজিও গুলো সাহায্য দাতাদের নিজ দেশে তাদের ভূমিকাকে যৌক্তিক করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু দারিদ্র বিমোচন বা গ্রাম উন্নয়নে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি।[৮৭] বাস্তবে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো বর্তমানে দরিদ্র জনগনের আর্থসামাজিক উন্নয়ের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ' করছেনা। তাদের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম অপেক্ষা কৃত স্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে যারা চরম দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে এমন জনগনের মাঝে এনজিও কাজ করছেনা। 'দেশের সর্বনিম্ন দরিদ্র জনসাধারনের শতকরা ১৪ ভাগ এখনও পর্যন্ত এনজিও কার্যক্রমের আওতার বাহিরে রয়েছে'।[৮৮]

---

৮৭ মুহাম্মদ, আনু, টাস্কফোর্স রিপোর্ট পর্যালোচনা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৫ই নভেম্বর, ১৯৯৩।

৮৮ Rah man, Hossain Zillur, 'Analysis of P overty Trends Project, 1987-1994', Bangaldesh Institute of Development Studies (BIDS) April 1996, P. 48.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার:

উপরোক্ত তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জনগনের দারিদ্র বিমোচনে এনজিওগুলো তেমন কোন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। বাংলাদেশের দ'রিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রমবৃদ্ধির হার থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দারিদ্র বিমোচনে এনজিওসমূহ সাফল্যের পরিচয় দিতে না পারলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে বলা চলে। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, স্বাস্থ্য সচেতনা সৃষ্টি, শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী কর্মসংস্থান, মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস ইত্যাদি। তাছাড়া এনজিওগুলোর গৃহীত সচেতনায়ন কর্মসূচী জনগনের চিন্তাচেতনার মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হচ্ছে। আর এই পরিবর্তন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমান অধ্যায়ে এনজিও কার্যক্রমের একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া গেল। বাংলাদেশের অংশগ্রহণমুলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়-এনজিওদের এসব কার্যক্রম কিরূপ ভূমিকা পালন করছে, তা পরবর্তী অধ্যায় সমূহে পর্যালোচনা করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অংশগ্রহণমুলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আলোচ্য গবেষণা পত্রে দু'টো অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এনজিওর ভূমিকা প্রসংগে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। মুলত মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য দ্বারা মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সমর্থিত (Back) করে এ বিষয়ে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওর অংশগ্রহণ প্রসংগে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুলত: প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে প্রাপ্ত তথ্য সূত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এনজিওর ভূমিকা

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো দরিদ্র জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগনকে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। এনজিওদের সচেতনায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও দূর্বল মানুষকে ক্রমান্বয়ে সচেতন করে তাদের ক্ষমতায়ন (Empowerment) ঘটানো। এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার পেছনে এনজিওদের বক্তব্য হচ্ছে, 'সাধারন মানুষ তাদের পশ্চাৎপদ অবস্থানের প্রকৃত কারন, অর্থাৎ কেন তারা গরীব এবং শোষিত, তা অনেক ক্ষেত্রেই পূর্নাঙ্গভাবে সনাক্ত করতে পারেনা। এনজিওগুলো সচেতনতা কর্মসূচী বাড়ানোর মাধ্যমে গরীবদের দূরবস্থার মূল কারন গুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হন, অনুকূল পরিস্থিতিতে দরিদ্র মানুষ ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা উন্নত করার উদ্যোগ নিতে পারেন, এর ফলে শুধু যে আর্থিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রন বাড়ে তা নয়, নিপীড়িত মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেও ক্রমশ জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে। আগের ক্ষমতার সম্পর্ক গুলো তারা আর মানতে রাজী হবে না।'[৮৯]

---

[৮৯] স্বপন আদনান ও অন্যান্য: জনগনের অংশগ্রহন; ফ্যাপ প্রসংগে এনজিওদের ভূমিকা; একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ: ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের এনজিওগুলো জনগনকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে আর এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে এনজিওগুলো বিশ্বাস করে। 'মূলত তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা বাংলাদেশের এনজিওগুলোর অন্যতম লক্ষ্য।[১০] যেহেতু এনজিওদের কাজের পদ্ধতি হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বা Participatory Method, সেহেতু এনজিওগুলো অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এ প্রসংগে জনৈক এনজিও পরিচালকের মন্তব্য, "অনুন্নত গণতন্ত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে না। তাই আমরা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চাই। আমাদের জনগন এখনও পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন না, তারা আমলা কিংবা স্থানীয় সরকার কাঠামোর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান। তারা বড়দুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত যেতে পারেন, রাজনীতির উচ্চ কাঠামো তথা পার্লামেন্টারিয়ানদের কাছে জনগণ এখনও পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। যেখানে সকলের জবাবদিহীতা নেই, সেটা গণতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হতে পারে না। তাই আমরা সর্বস্তরে জবাবদিহীতামূলক গণতন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছি"।[১১] একইভাবে জি. এস. এস তথা গণসাহায্য সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সিভিল সোসাইটির সাধারন দরিদ্র জনগন এবং নির্ভরশীল মহিলাদের সার্বিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং এই লক্ষ্য সিভিল

---

[১০] টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

[১১] ব্র্যাক পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ গত ১৬-০৮-৯৩ইং The Daily Star এ প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং এই প্রাতিষ্ঠানিকীরন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক গনতন্ত্র (Participatory Democracy) এর সহায়ক হবে"। [৯২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের এনজিওগুলো জবাবদিহীতা মূলক গণতন্ত্র তথা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য এনজিও গুলো ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করছে, যাকে আলোচ্য গবেষণাপত্রে 'স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এনজিও কর্মকান্ডের কারনে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগন মূলত নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে-

ক) দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

খ) স্থানীয় সালিশী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

গ) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র নিম্নে আলোচনা করা হলো-

৫.১ দাবী আদায়েয় লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণঃ

এনজিও সচেতনায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অধিকার আদায়ের জন্য জনগনকে সংগঠিত করা। এ প্রসংগে জনৈক এনজিও পরিচালকের মন্তব্য,

---

[৯২] Gono Shajjo Sangstha, Project Proposal, Dhaka - 1993, P. 40

Dhaka University Institutional Repository

"আমার তত্ত্বগত ধারনা হচ্ছে এই যে, আপনি গ্রামের গরীব জনসাধারনকে সংগঠিত করুন। তারা ইউনিয়ন পরিষদ, জেলাপরিষদ এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে তারা যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করবে, তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সাড়া দিতে বাধ্য হবে। যদি সাড়া না দেয়, তাহলে জনগন ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহ করতে পারে। তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার যদি সামিথ্য থাকে, তবে তাকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে হবে। আপনি দাবী আদায়ের জন্য একটি থানা কিংবা অফিস ঘেরাও করুন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবশ্যই শক্তি ও সমর্থন পাবেন।"[৯৩] বাস্তবেও তাই দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এনজিওগুলো তাদের গ্রুপভূক্ত সদস্যদের সংগঠিত করে স্থানীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে নিজস্ব দাবীসমূহ আদায় করে নিচ্ছে। যেমন 'রংপুর, দিনাজপুর এলাকার RDRS এর সদস্যরা গরীব জনগনের সঠিক চিকিৎসা ও ঔষধপত্র প্রদানের দাবীতে সরকারী হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, ফলে দরিদ্ররা সত্যিকারের চিকিৎসা পেয়েছে। তাদের মহিলা প্রাথমিক গ্রুপের এক নেত্রী স্থানীয় এক প্রভাবশালী কর্তৃক ধর্ষিত হলে, গ্রুপের সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের উপর চাপ সৃষ্টি করে ধর্ষিতা মহিলার জন্য ৩০০০/= টাকা ক্ষতিপূরন আদায় করে নেয়।[৯৪] অনুরূপভাবে 'খুলনা অঞ্চলের একটি ইউনিয়নে G.S.S এর গ্রুপগুলো ধর্মঘট করে ফসলকাটার দৈনিক মুজুরী ২০% থেকে বাড়িয়ে ২৫% করতে সক্ষম হয়েছে।

---

[৯৩] ফজলে হাসান আবেদ, প্রাগুক্ত।

[৯৪] Westergaard, Kirsten 'People;Empowerment in Bangladesh, The Journal of Social Studies, No.-72, Dhaka, April -96, P 40-41.

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে ধর্মঘটের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচীর আওতাধীন প্রতি কিউবিক ফিট মাটির জন্য ৪০ সের গমের পরিবর্তে ৪৫ সের গম আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এই ধর্মঘট পাশাপাশি দুটো ইউনিয়নে সম্পন্ন হয়েছে। এই গ্রুপগুলো হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উপর চাপ সৃষ্টি করে বর্তমানে সার্বক্ষনিক ঔষধ এবং চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।[৯৫] কুড়িগ্রাম জেলার চিলমাড়ী থানার অর্ন্তগত থানার হাট ইউনিয়নের RSDA নামক এনজিও সদস্যরা সংগঠিত হয়ে শ্রমিকদের মজুরী ৪০ টাকা থেকে ৭০ টাকায় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।[৯৬] পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার বেতমোড় গ্রামের শ্রমিকরা গণ সাহায্য সংস্থার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে তাদের মজুরী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।[৯৭] তবে কোন কোন এলকায় এনজিওগুলোর আন্দোলন ব্যর্থ হচ্ছে। যেমন- 'ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সরাইল থানার অরুয়াইল, চুন্টা, পাকশীমূল প্রভৃতি ইউনিয়নে একটি বড় এনজিও 'প্রশিকা' এর সহায়তায় স্থানীয় 'লাঙ্গল ধর' নামক এনজিওর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরোধের মুখে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়'।[৯৮] তবে শুধু যে মজুরী বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন হয়েছে তা নয়, বরং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন হচ্ছে। যেমন- 'ডাচ উন্নয়ন সংস্থা' এবং 'নিজেরা করি'

---

৯৫ Ibid, P. 38.

৯৬ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এ জনৈক সংসদ সদস্য উপরোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

৯৭ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এ জনৈক সংসদ সদস্য উপরোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

৯৮ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এ জনৈক সংসদ সদস্য উপরোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ফলে দরিদ্রদের ব্যবহৃত পানি দূষিত হচ্ছে, এই অভিযোগে চিংড়ি চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে' ১৯৯০ সালে 'ডাচ উন্নয়ন সংস্থার' অধীনে প্রকল্প এলাকায় কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি চিংড়ী চাষের উদ্যোগ নিলে "নিজেরা করি" এর ভূমিহীন সদস্যরা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভের সময় একজন দরিদ্র মহিলা নিহত হয় এবং অনেক ভূমিহীন সদস্য আহত হয়'।[৯৯] কিন্তু জনাব হাশেমী তার এক গবেষণায় এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করেছেন। তার মতে এসব আন্দোলন সফল হওয়ার পেছনে জনগনের কোন কৃতিত্ব নেই, বরং কৃতিত্ব রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরের সাথে সম্পর্কিত এনজিও কর্তা ব্যক্তিদের। তার গবেষণা টিম এ ধরনের বিরোধের ঘটনা অনেক পেয়েছে। এর মধ্যে একটি হল, 'একজন স্থানীয় মাতব্বর তার গ্রামের মহিলাদের এনজিও গ্রুপ এ যোগদানে বাধা দেয়। ফলে মাতব্বরের সাথে ঐ এনজিওর বিরোধ সৃষ্টি হয়। এনজিও পরিচালক উচ্চ ক্ষমতাসীনদের সাথে তার যোগাযোগ ব্যবহার করে এবং মাতব্বরকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে কিছুদিন পর মাতব্বর নিজেই এনজিওর পৃষ্টপোষক হয়ে যায়। এনজিওরা একে স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের উপর গ্রামীণ মহিলাদের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ঘটনাকে এনজিও পরিচালকদের সাথে গ্রামীণ প্রকৃত ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া যায়। গ্রামের দরিদ্র মহিলা, যারা রিলিফ পেতে চায়, যে মজুর আরও বেশী হারে মজুরী চায়, তারা সকলেই এ নিয়ে সচেতন যে,

---

[৯৯] Westergaard, Kirsten , Ibid, P 40-41.

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওর খুটির জোর উপজেলা ঠিকাদার ও ছোটখাট কর্মচারীদের চেয়ে বেশী। এনজিও পরিচালকদের অনেকেই সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের সরকারী আমলা, মিলিটারী জেনারেল ও মন্ত্রীদের সমান'।[১০০] জনাব হাশেমীর বক্তব্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিক হলেও সার্বিক ক্ষেত্রে সঠিক নয়। এনজিও গ্রুপ সংগঠন গুলোর আন্দোলনে এনজিও নেতৃবর্গ হয়ত ক্ষেত্র বিশেষে আইনী সহায়তা এবং থানা পুলিশ তদবিরে সহায়তা করেছে বটে, কিন্তু এতে করে আন্দোলনের কৃতিত্ব একক ভাবে এনজিও নেতৃবর্গের, এটা সর্বাংশে সত্য নয়। এনজিও গুলো গ্রামীণ জনগনের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনা সৃষ্টিতে মোটামুটি সক্ষম হচ্ছে। আর এই চেতনা রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আদায়ে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করছে। এই উদ্বুদ্ধকরনের ফলস্বরূপ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাবেকী রূপ পরিবর্তিত হয়ে একটি নতুন সামাজিক ক্ষমতা কাঠামো গড়ে উঠছে এবং এই ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্ব দিচ্ছে এনজিও গ্রুপভূক্ত সদস্যরা। এদের এই নেতৃত্ব পরিবার থেকে শুরু করে হাট-বাজার, স্কুল-মসজিদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা পরিষদের বিভিন্ন কমিটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫.২ স্থানীয় সালিশী কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ

সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও গ্রুপভূক্ত সদস্যরা সংগঠিত হয়ে সালিশী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় সালিশী কার্যক্রমে

---

[১০০] হাশেমী, সৈয়দ, 'এনজিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন বিকল্প নয়,' সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা; নং-৪০, মে-১৯৯১, পৃ: ৫৯, ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করছে এবং নিজেদের বিরোধ নিজেরা মীমাংসা করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এ প্রসংগে জনৈক এনজিও পরিচালকের মন্তব্য, "যখন দরিদ্র জনগন ব্যপকভাবে সংগঠিত হয়, তখন তারা গ্রামীন আদালত 'সালিশী কেন্দ্র' থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সেবাপ্রদান মূলক সরকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিতে প্রভাবিত করে। আমরা যে সমস্ত এলাকায় কাজ করেছি, সেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে"।[১০১] 'বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এনজিওদের সালিশী কেন্দ্রের তৎপরতা রয়েছে। 'টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানায় ব্র্যাক পরিচালিত কিছু কিছু গ্রামীণ মহিলা সংগঠনের নিজস্ব সালিশী কেন্দ্র রয়েছে, এখন তারা আভ্যন্তরীন বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রভাবশালীদের উপর নির্ভরশীল নয়'।[১০২] 'খুলনা এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলের ৪টি ইউনিয়নে গণ-সাহায্য সংস্থার গ্রুপগুলো স্থানীয় সালিশীতে অংশ নিয়ে এতে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে খাসজমি এবং পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত বিরোধগুলো মিটিয়ে নিচ্ছে'।[১০৩] অনুরূপভাবে "নিজেরা করি" এর সদস্যরা দক্ষিণ খুলনায় একটি ইউনিয়নে যৌতুক বিহীন ২০টি বিবাহ সম্পন্ন করে এবং তারা নিজেদের বিরোধ মেটানোর জন্য নিজেদের মধ্যে সালিশী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে'।[১০৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশিক আমল থেকে প্রচলিত গ্রামীণ টাউট মাতব্বরদের

---

১০১ 'প্রশিকা এর নির্বাহী পরিচালক কাজী ফারুক আহামেদ গত ০২/০৩/৯৪ ইং তারিখে The Daily Star এ প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

১০২ Westergaard , Kirsten Ibid, P 34

১০৩ Ibid, P 40-41

১০৪ Ibid, P. 43.

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে যে প্রহসনমূলক সালিশী ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছিলো, এনজিওদের সচেতনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগন নিজস্ব সালিশী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে প্রহসনমূলক সালিশী ব্যবস্থার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক সালিশী ব্যবস্থা চালু করেছেন, যা জনগনকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫.৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঃ

বাংলাদেশের এনজিওগুলো সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশের লক্ষ্যে তাদের গ্রুপভূক্ত সদস্যদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। 'সিলেটের সাল্লা এলাকার ব্র্যাক সদস্যরা ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জনকে বিজয়ী করে আনতে সক্ষম হয়েছে'।[১০৫] 'খুলনা অঞ্চলের 'নিজেরা করি' এর সদস্যরা চিংড়ী চাষের বিরোধকে নির্বাচনী ইস্যু দাঁড় করিয়ে প্রকল্প এলাকায় ১৯৯২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উক্ত এনজিওর দুইজন ভূমিহীন সদস্যকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করে এবং তাদের সমর্থিত প্রার্থীকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করে'।[১০৬] অনুরূপভাবে 'কুষ্টিয়া ও খুলনা অঞ্চলের ৩ টি ইউনিয়নে গণ সাহায্য সংস্থার গ্রুপ সদস্যরা ১৯৯২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নেয়। এই নির্বাচনে একটি ইউনিয়নে তাদের

---

[১০৫] Ibid, P 51

[১০৬] Ibid, P. 44.

Dhaka University Institutional Repository

সকল সদস্য নির্বাচিত হয়। অপর দু'টি ইউনিয়নে ১ জন করে সদস্য নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত সদস্যরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত হওয়ার কারনে ইউনিয়ন পরিষদে কি ভূমিকা পালন করবে, তার জন্য গণ সাহায্য সংস্থার নিকট থেকে দিক নির্দেশনা চায়'।[১০৭] একইভাবে রংপুর দিনাজপুর এলাকার আর. ডি. আর. এস. এর প্রাইমারী গ্রুপের সদস্যরা প্রার্থী দাঁড় করিয়ে, নিজেরাই নির্বাচনী প্রচার প্রচারনায় নেমে পড়ে। তাদের মনোনীত প্রার্থী সর্বোচ্চভোট পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।[১০৮] ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও এনজিওগুলো অংশগ্রহণ করেছিল। "এডাব" খুলনা চ্যাপ্টার আয়োজিত 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ক এক ধারনা পত্রে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আই. ডি. এস. এবং এশিয়া ফাউন্ডেশন প্রার্থী দেয়ার কথা ঘোষনা করেছিল'।[১০৯] অপর এক সূত্রে জানা যায়, '১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এনজিওগুলো প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে অন্তত ২,০০০ (দুই হাজার) ইউনিয়নে প্রার্থী দিয়েছিল'।[১১০] এই নির্বাচনে এনজিও সমর্থিত সর্বোমোট কতজন প্রার্থী জয় লাভ করেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু ফলাফল পাওয়া গেছে। যেমন- "গণ সাহায্য সংস্থা" '৯৭-এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৯৭ টি ইউনিয়নে ৭৫০ জন প্রার্থী দিয়েছিলেন, তম্মধ্যে

---

১০৭ Ibid, P. 44
১০৮ Ibid, P. 37
১০৯ দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৬ইং
১১০ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ই অক্টোবর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫০ জনকে মেম্বার পদে বিজয়ী করে আনতে সক্ষম হয়েছে।[১১১] অপর একটি এনজিও "দ্বীপশিখা" '৯৭-এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একজন মহিলা সহ ৩ (তিন) জনকে মেম্বার পদে বিজয়ী করে আনতে সক্ষম হয়েছে'।[১১২] এক সূত্রে জানা যায় '৯৭-এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার কড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং সাটুরিয়া থানার ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এনজিও গ্রুপ থেকে নির্বাচত হয়েছে'।[১১৩] এছাড়া 'বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানার কালমেঘা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও এনজিও গ্রুপ থেকে নির্বাচিত হয়েছে'।[১১৪] তবে জনাব হাশেমী তার গবেষনায় এই অভিমত পোষন করেছেন যে, 'কিছু কিছু এলাকায় এনজিও গ্রুপ সদস্যরা ইউ পি সদস্য নির্বাচিত করেছে, এই দাবী সত্য হলেও ইউনিয়ন পর্যায়ের টার্গেট গ্রুপের পক্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ও সফল করার লক্ষ্যে সরাসরি এনজিওরা কোথাও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এর প্রতিফলন পাওয়া যায়, গ্রুপ সদস্যদের ভোটদানের ধরনে। এ ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ হতে তাঁর গবেষণা টিম নিশ্চিত যে, এনজিও গ্রুপ সদস্যরাও প্রচলিত বংশতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত স্থানীয় ক্ষমতা বিন্যাস, ক্লায়েন্ট-প্যাট্রন সম্পর্ক

---

১১১ গণ সাহায্য সংস্থার কর্মসূচী প্রধান জনাব আলা উদ্দিন মোল্যা গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

১১২ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এ দ্বীপশিখা এর 'নির্বাহী পরিচালক' উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

১১৩ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এ জনৈক সংসদ সদস্য উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

১১৪ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এ জনৈক সংসদ সদস্য উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরন করে এর জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে' ।[১১৫]

এছাড়াও জনাব হাশেমী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এনজিও গুলো তাদের টার্গেট গ্রুপ কে সংগঠিত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাঁর গবেষণায় "পাওয়া তথ্যাদি থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, এনজিওদের সুদৃঢ় ঘাটি এলাকা ধামরাইতে এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে ও টার্গেট গ্রুপকে সামগ্রিকভাবে সংগঠিত করা যায়নি। কারিতাস গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর উপজেলায় একযুগেরও বেশী তৎপর রয়েছে। প্রচুর রিলিফ ও ঋণ বাদ দিয়েও প্রতিগ্রুপের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় করেছে ৩,৫০০/= টাকা। এতদসত্ত্বেও তারা মকসুদপুর উপজেলায় টার্গেট গ্রুপের শতকরা পাঁচভাগও সংগঠিত করতে পারেনি। একইভাবে সিলেটের সাল্লা এলাকার ব্র্যাক দাবী করেছে যে, তারা টার্গেট গ্রুপের এক তৃতীয়াংশ-থানা সংগঠিত করেছে। কিন্তু সাল্লার একটি গ্রামের উপর গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রায় দু-যুগ ধরে উপস্থিতির পরও ব্র্যাককে কেবল মাত্র রিলিফ বিলি বন্টনের সংস্থা হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। টার্গেট গ্রুপের এমন কি ব্র্যাক সংগঠিত গ্রুপ সদস্যরাও ব্র্যাককে শ্রেণী ঐক্যের প্রতীক বা কাঠামোগত পরিবর্তনে নিবেদিত সংস্থা বলে ভেতর থেকে বিশ্বাস করে না' ।[১১৬]

---

[১১৫] হাশেমী, সৈয়দ প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯।

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার:

জনাব হাশেমীর এই অভিমত কিছুটা সত্য হলেও একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, গ্রামীণ জনগনকে সংগঠিত করতে এনজিও গুলো ব্যর্থ হচ্ছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে এনজিও সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচিত হওয়াতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এনজিও গুলো সক্ষম হচ্ছে। বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে গোপনে ইউনিয়ন পরিষদে নিজেদের সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী করে আনতে তৎপর হয়, সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এনজিও সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী হয়ে আসা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যে ইউনিয়ন পরিষদ যুগ যুগ ধরে সমাজের শোষক শ্রেণী কিংবা এলিট শ্রেণীর নিয়ন্ত্রনে ছিল, এনজিও তৎপরতার কারনে সেই ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব এখন হয়তো ধীরে ধীরে দরিদ্র শ্রেণীর হাতে চলে আসবে। এতে করে জাতীয় নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদরা এই দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থন লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

এনজিওগুলো তাদের গ্রুপভূক্ত সদস্যদের সংগঠিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়, নিজস্ব সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে তা বর্তমান অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। এনজিও নেতৃবর্গ জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে কিভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলোর একটি ব্যাপক অংশ যেমন তাদের ক্ষমতায়ন, সচেতনায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে গ্রামীণ জনগনকে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্যদিকে এনজিও নেতৃবর্গের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেরা সংগঠিত হয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। এদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এনজিও নেতৃবৃন্দের এই অংশগ্রহণ নিয়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেননা জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশনিতে গিয়ে এনজিও নেতৃবর্গকে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে অবস্থান নিতে হয়েছে। ফলে রাজনীতিতে এনজিও নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ করার কারণে যে সব দল উপকৃত হয়েছে তারা রাজনীতিতে এনজিওর আগমনের বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করলেও অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

দল গুলো এটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এনজিও নেতৃবর্গ নিম্নোক্ত ৫ (পাঁচ) টি ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক পক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে-

১। জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

২। ভোটার সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

৩। স্ব-স্ব-সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার প্রচারনায় অংশগ্রহণ।

৪। বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

৫। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

উপরোক্ত ৫ (পাঁচ) টি ক্ষেত্র সম্পর্কে পত্র পত্রিকা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা সংসদ সদস্যবৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিমত প্রস্তাবিত গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও সমূহের অংশগ্রহণের উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হলোঃ-

৬.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওসমূহের একটি বড় অংশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে বলে অনেক অভিমত প্রকাশ করেছেন। মূলত সত্তর এর দশক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

এদেশে এনজিওর আগমন ঘটলেও আশির দশক পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সাথে এনজিওগুলো সংশ্লিষ্ট ছিল না। নব্বই এর দশকে এসে এনজিওগুলো সর্বপ্রথম বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহন করে। তবে, বাংলাদেশের এনজিওগুলোর জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করনের ব্যাপারে যে সংস্থাটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনষ্টিডিট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স তথা এন. ডি. আই। এন. ডি. আই মার্কিন ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি অংঙ্গ সংগঠন। এর কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ওয়াশিংটন ডি. সি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এই সংগঠন বিশ্বের ৪০টি দেশে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। রাজনৈতিক দল প্রশিক্ষণ, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় সরকার, সামরিক বেসামরিক সম্পর্ক, নাগরিক শিক্ষা, আইনগত বিষয়, এই ছয়টি ক্ষেত্রে কাজ করে এন. ডি. আই'।[১১৭] এনজিওগুলোকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করনের পাশাপাশি এন. ডি. আই নিজেও বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ন নির্বাচন সমূহ পর্যবেক্ষণ করেছে। জেনারেল এরশাদের উপজেলা নির্বাচন এবং বিচারপতি সাহাবউদ্দিন ও বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এন. ডি. আই পর্যবেক্ষণ করে। বাংলাদেশের এনজিওসমূহ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

---

[১১৭] মিজানুর রহমান খান, প্রতিবেদন, 'নির্বাচন কমিশনের সমান্তরালে ফেমা কি করতে চায়?' সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সীমিতভাবে শুরু করলেও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করে। ফেমা (FEMA) সহ ১৩টিরও বেশী এনজিও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।[১১৮] প্রধান প্রধান যে কটি এনজিও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল-

ক) ফেমা (FEMA)

১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণকারী একটি প্রধান এনজিও হচ্ছে ফেমা। (FEMA) এর পূর্নাঙ্গ নাম হচ্ছে (Fair Election Monitoring Alliance) ৬ জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ১৭৪ টি এনজিও নিয়ে ফেমা গঠিত হয়েছে।[১১৯] ফেমা গঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। ১৯৯৫ সালের ৮ই এপ্রিল ঢাকাস্থ এশিয়া ফাউন্ডেশন অফিসে ফেমা গঠনের ব্যাপারে এক নীতি নির্ধারনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার পিটার. জে. ফাউলার, বৃটিশ ও ডি এর ডেপুটি চীপ এমোইন টেইলং, ইউ. এন. ডি. পি-এর সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি মিস জেলিফার, এশিয়া ফাউন্ডেশনের দেশীয় প্রতিনিধি নিক ল্যাংটন, কানাডিয়ান হাইকমিশনের প্রতিনিধি মিস্ সারা, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ডেভিড

---

[১১৮] আজকের কাগজ, ১০ জুন, ১৯৯৬।

[১১৯] The Report of the Fair Election Monitoring Alliance (FEMA), Bangladesh Parliamentary Election, June, 1996, P. 65

Dhaka University Institutional Repository

শীল্ড, ইউ. এস. এইড এর কার্লসোয়ার্জ, জাপান দুতাবাসের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব এম. জাকারিয়া, ব্র্যাক-এর একজন পরিচালক ডঃ সালাউদ্দিন, প্রশিকার শাহনেওয়াজ, মানবিক সাহায্য সংস্থার ফিরোজ মাহমুদ হাসান এবং গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার আতাউর রহমান। উক্ত বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফেমা গঠন করা হয়। ফেমার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন ৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ফখর উদ্দিন আহমেদ।[১২০] ফেমার প্রাথমিক বাজেট ধরা হয়েছে ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।[১২১] ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ফেমা ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রকল্প গ্রহন করেছিল এবং পুরো টাকাই দাতা সংস্থা দিয়েছে।[১২২] ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেমা দেশের ৩০০ টি নির্বাচনী এলাকার ২৫হাজার ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছে।[১২৩] ফেমা ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ সর্ম্পকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৯৬ সালের ২০শে জুন ফেমা নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এবারের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। নেতৃবৃন্দ জনগনের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে এদেশের

---

১২০ দৈনিক ইনকিলাব, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৫।
১২১ মিজানুর রহমান খান, প্রাগুক্ত।
১২২ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জুন, ১৯৯৬।
১২৩ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।[১২৪]

ফেমা কর্তৃক বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ আর্ন্তজাতিক নির্বাচক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন 'সার্ক পর্যবেক্ষণ গ্রুপ' বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে প্রদত্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেমা সর্ম্পকে বলেন, "নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ২৫ হাজার ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য ফেমা বিপুল সংখ্যক সচেতন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিলেন।[১২৫] অনুরূপভাবে ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার রজত রায় বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে এসে সাপ্তাহিক রোববার এ প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ ও স্বতস্ফুর্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মিডিয়া, ফেমা, ও এনজিও সমূহের ভূমিকার প্রশংসা করেন, এবং বলেন, "এ সকল সংগঠনের কর্মকান্ডের ফলে জনগনের মাঝে নির্বাচনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।[১২৬] তবে ফেমা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা অর্জন করলেও বাংলাদেশের কয়েকটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, এবং দলের প্রার্থীরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ফেমার ভূমিকার সমালোচনা করেন। '১৯৯৬

---

১২৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জুন, ১৯৯৬।
১২৫ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই জুন, ১৯৯৬।
১২৬ সাপ্তাহিক রোববার, ১৬ ই জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মজলিসে শুরার এক বৈঠকে বলা হয়, "ফেমা নামক সংস্থাটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে সু-পরিকল্পিতভাবে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল।[১২৭] অনুরূপভাবে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল তথা বি.এন.পি এর তৎকালীন মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "নির্বাচনে এনজিওদের ভূমিকা সর্ম্পকে বারবার বলা হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ১২ জন ফেমা কর্মী ঘুথে ঢুকে একটি বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।[১২৮] অবশ্য ফেমা নেতৃবন্দ এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ফেমা সভাপতি ফখর উদ্দিন আহমেদ বলেন, "ফেমা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কাজ করে নাই, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবেই কাজ করেছে।"[১২৯]

খ) এডাব (ADAB)

এডাব একদিকে ফেমার সাথে সংযুক্ত হয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে, অন্যদিকে নিজে স্বতন্ত্রভাবে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে। দেশের অন্যতম একটি এপেক্স

---

১২৭ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জুন, ১৯৯৬।
১২৮ সাপ্তাহিক রোববার, ১৬ই জুন, ১৯৯৬।
১২৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও হচ্ছে এডাব। প্রায় ৬০০টি এনজিওর সমন্বয়ে এডাব গঠিত। ADAB এর পূর্ননাম হচ্ছে (Association of Development Agencies in Bangladesh.) ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে এডাব তার লালমাটিয়াস্থ কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে এডাব চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ ও নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, "এডাব দেশের ৪৪টি এলাকা চিহ্নিত করিয়াছেন, যেখানে ভোটারদের তাদের ভোট প্রদানে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকী দেয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এডাব ইতিমধ্যে এসব অভিযোগের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করিয়াছেন। এডাব এসব এলাকাকে চট্টগ্রাম, ঢাকা, নোয়াখালী, বরিশাল, সাতক্ষীরা, বগুড়া, পটুয়াখালী ও সিলেট বলে চিহ্নিত করেছে।[১৩০]

গ) বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদঃ (C.C.H.R.B)

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের মধ্যে ৭৬টি মানবাধিকার গ্রুপের সর্বোচ্চ সংস্থা বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ তথা সি. সি. এইচ. আর. বি, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। C.C.H.R.B এর পূর্ন নাম হচ্ছে (Cordinating Council for Human Rights in Bangladesh)। সি. সি. এইচ. আর. বি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯৬ এর নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের আহ্বায়ক জেফরি এস পেরেইরা, নির্বাচন

---

[১৩০] দৈনিক ইত্তেফাক, প্রাগুক্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382787

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে বলেন, "১২ই জুনের সাধারন নির্বাচন ছিল, অবাধ, সুষ্ঠ ও উৎসবমূখর। প্রতিবেদনে বলা হয়, জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশকেই জনগন প্রত্যাখান করেছে।[১৩১]

ঘ) আশা (ASA):

আশা এর পূর্ন নাম হচ্ছে; (Association for Social Advancement). আশা ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে বলেন, আশা ৪২টি জেলার ১শ ৩০টি আসনের ২ হাজার ৫শত ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে। এতে দেখা যায় নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল। ৩টি কেন্দ্রে সংখ্যালুঘুদের ভোট দানে বাধা দেয়া হয়েছে। আশার প্রতিবেদনে ভোটার তালিকা নির্ভেজাল করা, নির্বাচনী ব্যায়ের অংক বৃদ্ধি, ও নির্বাচনী আচরনবিধি পুনরায় বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়েছে।[১৩২]

অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করে। এনজিও কর্তৃক জাতীয় নির্বাচন

---

[১৩১] দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই জুন, ১৯৯৬।
[১৩২] দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ একদিকে যেমন বিভিন্ন মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সমালোচিত ও হয়েছে। এ প্রসংগে মাননীয় সংসদসদস্য বৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত তুলে ধরা হলো-

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশগ্রহণ প্রসংগে সংসদ সদস্য বৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত ঃ

ফেমা সহ প্রায় ১৩টি এনজিও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে। এনজিওদের এই পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ ছিল কিনা এবং জাতীয় রাজনীতিতে এই পর্যবেক্ষণের প্রভাব কি হতে পারে? এ বিষয়ে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৫০ জন সংসদ সদস্য এবং এনজিও নেতৃবর্গ নিম্নরূপ অভিমত দিয়েছেন-

সংসদ সদস্যদের অভিমত ঃ

ফেমা সহ অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে মোট ৫০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২২ জন বলেছেন নিরপেক্ষ ছিল, ৪ জন বলেছেন মোটামোটি নিরপেক্ষ ছিল, ১৬ জন বলেছেন নিরপেক্ষ ছিলনা এবং ৮ জন কোন মন্তব্য করেন নাই। দলগত অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ২৪ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৭ জন বলেছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল, ১ জন বলেছেন মোটামোটি নিরপেক্ষ ছিল, ২ জন বলেছেন নিরপেক্ষ ছিলনা এবং ৪ জন কোন মন্তব্য করেন নাই। বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী দলের তথা বি. এন. পি- এর ১৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১০ জন বলেছেন নিরপেক্ষ ছিলনা, ৩ জন বলেছেন মোটামোটি নিরপেক্ষ ছিল, ২ জন বলেছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল এবং ৪ জন কোন মন্তব্য করেন নাই। জাতীয় পাটির ৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩ জন বলেছেন নিরপেক্ষ ছিলনা এবং ২ জন বলেছেন নিরপেক্ষ ছিল। জামায়াতে ইসলামীর ১ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১ জনই বলেছেন নিরপেক্ষ ছিলনা। তবে ইসলামী ঐক্য জোটের সংসদ সদস্য বলেছেন নিরপেক্ষ ছিল। বিষয়টি নিম্নের সারণী ৪-এর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী - ৪

এনজিও কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নিরপেক্ষতা প্রসংগে সংসদ সদস্যদের অভিমত ঃ

দলের নাম	সাক্ষাৎকার দান কারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা	সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল	মোটামোটি নিরপেক্ষ ছিল	নিরপেক্ষ ছিল না	মন্তব্য নাই/ জানা নাই
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৪	১৭	১	২	৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি)	১৯	২	৩	১০	৪
জাতীয় পার্টি	৫	২	-	৩	-
জামায়াতে ইসলামী	১	-	-	১	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১	-	-	-
মোট	৫০ জন	২২ জন	৪ জন	১৬ জন	৮ জন

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওদের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ ছিলনা বলে যাঁরা মতামত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ২ জন সাংসদ বলেছেন, "তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় ফেমা (FEMA) কর্মীরা লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের নৌকা মার্কায় ভোটদানে উৎসাহিত করেছে"। ২ জন সাংসদ বলেছেন, "এনজিও পর্যবেক্ষক দলের স্থানীয় সদস্যরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে স্ব-স্ব-সমর্থিত দলের পক্ষে কাজ করেছে"। অপর ২ জন সাংসদ বলেছেন, "তাদের নির্বাচনী এলাকায় ভোট কারচুপির তথ্য প্রমাণ সহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দেয়া সত্ত্বেও ফেমা সহ কোন এনজিও পর্যবেক্ষক টীম তা প্রকাশ করেনি"। অন্য ১ জন সাংসদ বলেছেন, "নির্বাচন চলাকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর ফেমা সহ অন্যান্য এনজিওর নিয়ন্ত্রন থাকায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ হয়নি"।

সংসদ সদস্যবৃন্দের উপরোক্ত মন্তব্যসমূহ এবং 'সারণী-৪' পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, এনজিওদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পেছনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সমর্থন থাকলেও প্রধান বিরোধী দল বি. এন. পি এবং জাতীয় পার্টি ও জামায়াত সমর্থন করেন না।

এছাড়া 'সারণী-৪' থেকে দেখা যায়, যে ২২ জন সাংসদ এনজিওদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল বলে অভিমত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ১৭ জনই আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে যে ১৬ জন সাংসদ এনজিওদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ ছিলনা বলে অভিমত দিয়েছেন এদের মধ্যে ১০ জনই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের। এই অভিমত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এনজিওদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ টিমগুলো কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষে কাজ করেছে বিধায় আওয়ামী লীগ উপকৃত হয়েছে এবং কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিপক্ষে কাজ করেছে বিধায় বি. এন. পি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রাজনীতিবিদদের নিকট বিতর্কিত হচ্ছে।

এনজিওদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রভাব প্রসংগেঃ

ফেমা সহ অন্যান্য এনজিও কর্তৃক বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ জাতীয় রাজনীতিতে কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মোট ২৩ জন সাংসদ বলেছেন, এনজিওদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ আগামীতে জাতীয় রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। মোট ২০ জন সাংসদ বলেছেন, ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ৪ জন সাংসদ বলেছেন, ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোন প্রভাবই পড়বেনা। ৩ জন সাংসদ এ ব্যপারে কোন মন্তব্য করেননি। দলগত অবস্থানের দিক থেকে আওয়ামী লীগের ২৪ জন সাংসদের মধ্যে ১৪ জন বলেছেন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে বি. এন. পি- এর ১৯ জনের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ১৩ জনই বলেছেন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। জাতীয় পার্টির ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই বলেছেন, নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ ও বলেছেন, নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিষয়টি নিম্নের 'সারণী-৫' এর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী- ৫

জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রভাব প্রসংগে

দলের নাম	সংসদ সদস্যের সংখ্যা	ইতিবাচক	নেতিবাচক	কোন প্রভাব নেই	মন্তব্য নেই
আওয়ামী লীগ	২৪	১৪	৫	৩	২
বি. এন. পি	১৯	৪	১৩	১	১
জাতীয় পার্টি	৫	১	৪	-	-
জামায়াতে ইসলামী	১	-	১	-	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১	-	-	-
মোট	৫০ জন	২০ জন	২৩ জন	৪ জন	৩ জন

উপরোক্ত 'সারণী-৫' পর্যালোচনা করলেও প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এনজিও কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষনের পক্ষে এবং বি. এন. পি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী এনজিও কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। এনজিওদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষন জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে যারা অভিমত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ২ জন বলেছেন, "যেহেতু এদেশে এনজিওদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে সেহেতু এনজিওরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলে আগামীতে রাজনীতিবিদরেকে এনজিওদের নিকট জবাবদিহী করতে হবে, যা পরোক্ষ ভাবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর প্রভাব ফেলবে"। অপর এক জন সাংসদ বলেছেন, "জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ফলে এনজিওগুলো তাদের নিজ নিজ সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বীয় স্বার্থে আগামীতে ব্যবহার করবে"। অতএব দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশের প্রধান বিরোধী দল বি. এন. পি সহ জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় এনজিওদের সম্পৃক্ত করার বিপক্ষে।

এনজিও নেতৃবর্গের অভিমতঃ

এনজিওদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রসংগে জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ যে সব অভিযোগ করেছেন, সে সম্পর্কে প্রধান প্রধান এনজিও নেতৃবর্গসহ ফেমা নেতৃবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য চিঠির মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে ও টেলিফোনের মাধ্যমে বার বার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও মাত্র তিনটি এনজিওর কর্মকর্তাগণ সাক্ষাৎকার দিতে সম্মতি দিয়েছেন। এই তিনটি এনজিও হচ্ছে ব্র্যাক, গণসাহায্য সংস্থা এবং দীপশিখা। ব্র্যাক এর পক্ষে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, ব্র্যাক এর উপ-নির্বাহী

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালক সালেহ উদ্দিন আহামেদ, গণ সাহায্য সংস্থার পক্ষে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, গণ সাহায্য সংস্থার কর্মসূচী প্রধান আলাউদ্দিন মোল্ল্যা এবং দীপ শিখা এর পক্ষে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, দীপ শিখা এর নির্বাহী পরিচালক পৌল চারোয়া তিগ্যা।

উপরোক্ত বিষয়ে উল্লেখিত ব্যক্তি বর্গের অভিমত নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

এনজিও নেতৃবর্গের নিকট এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন ছিল এই যে, ফেমা এবং অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলনা বলে অভিযোগ উঠেছে, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে এক জন বলেছেন, এই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। আর একজন বলেছেন গুটিকয়েক কর্মকর্তা কর্মচারীর কারণে হয়ত কোন কোন স্থানে তথ্যের অপ প্রয়োগ হতে পারে। অন্যজন বলেছেন, ব্যবস্থাপনার কৌশলগত কারণে হয়ত কিছু কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে, এ জন্য সার্বিক ভাবে এনজিওগুলোকে দায়ী করা যায় না।

এনজিও নেতৃবর্গের নিকট দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, অনেকে মনে করেন যে, এনজিওগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কৌশলে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ২ জন বলেছেন, এই অভিযোগ সত্য নয়। অন্যজন বলেছেন, কোন কোন এনজিওর বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের প্রতি দূর্বলতার কারণে এধরনের প্রশ্ন উঠছে। তবে সার্বিক ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করা এনজিও পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নয়।

সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, ফেমা সহ অন্যান্য এনজিও কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট কিছু ঘটনা ঘটেছে। এ জন্য বিভিন্ন দলের সমর্থন পুষ্ট স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণও দায়ী হতে পারে কিংবা এনজিওগুলোর কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি দূর্বলতাও দায়ী হতে পারে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের জন্য একটি ইতিবাচক দিক হলেও পক্ষপাতমূলক পর্যবেক্ষণ গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকী হয়ে দেখা দিতে পারে।

৬.২ ভোটার সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীতেও অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ফেমা এবং এডাব ভোটাধিকার প্রয়োগে জনগনকে আগ্রহী করে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এ প্রসংঙ্গে গত ৯ই জুন এডাব কার্য্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং এ এডাব চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমদ, রাশেদা চৌধুরী, রোকেয়া কবির, প্রমুখ প্রদত্ত এক তথ্যে জানানো হয়, ভোটার সচেতনতা শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীর মাধ্যমে গত এক মাসে এডাব দেশের এনজিওসমূহের লক্ষ্য গোষ্ঠী ভূক্ত সারা দেশের প্রায় এক কোটি নারী-পুরুষ ভোটারকে ভোটাধিকার ও ভোটদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করেছে। ভোটার সচেতনতা শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রায় পনের হাজার ওরিয়েন্টশন প্রাপ্ত প্রশিক্ষক উন্নয়ন কর্মী এবং তৃণমূল পর্যায়ের দল নেতা নেত্রীরা অংশ নেয়। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সারা দেশে পনেরটি অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে পনের হাজার ধারাবাহিক পোষ্টার ব্যবহার করা হয়। প্রচারনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের ষ্টিকার, নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, নির্বাচনী গানের ক্যাসেট বিতরণ ও প্রচার, টেলিভিশনে স্বল্প ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, গণ সংস্কৃতিক দলের মাধ্যমে গণ নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা ইত্যাদি।[১৩৩] এক সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬-এর সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করনের লক্ষ্যে 'গণ সাহায্য সংস্থা দেশের ২৩৫টি ইউনিয়নের ভোটারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তুলেছে। এছাড়া ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে "গণ সাহায্য সংস্থা" গণ নাটক, পোষ্টার, স্টিকার ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল'।[১৩৪] এনজিও গুলো দাবী করছে যে, তাদের ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীর কারনে অতীতের তূলনায় ব্যাপক সংখ্যক ভোটার এবারের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করেছে। এনজিওদের এই দাবীর স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ও

---

১৩৩ আজকের কাগজ, ১০ ই জুন ১৯৯৬।

১৩৪ গণসাহায্য সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত তথ্য প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একই অভিমত ব্যক্ত করেছে, '১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আগত এন,ডি,আই প্রতিনিধি দলের যুগ্ম নেতা ভূতপূর্ব কংগ্রেস সদস্য মিঃ স্টিফেন সোলার্জ এবং অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ এন্ড্রু পিকক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে প্রদত্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপুর্ন হয়েছে। ..... নির্বাচন কমিশন এবং বেসরকারী সংস্থগুলোর প্রচারের ফলে বিপুল সংখ্যক ভোটার ভোটে অংশগ্রহন করেছে" ।[১৩৫]

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল এনজিওদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীর প্রশংসা করলেও ভোটার সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা নিয়ে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন। 'অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে যখন এনজিও কর্মকাণ্ড ছিল না তখনও এ দেশের জনগন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে সার্বিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালের গণভোটে এ দেশের ৯৮% ভোটার পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনেও এদেশের জনগন সচেতনতার সাথে তৎকালীন মুসলিম লীগ কে প্রত্যাখান করেছিল' ।[১৩৬]

---

[১৩৫] দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ ই জুন ১৯৯৬।

[১৩৬] Siddiqui, Tasneem, 'Growth and Sustainability of the NGO Sector in Bangladesh.' Ibid, P. 20-21.

Dhaka University Institutional Repository

তবে এনজিও সচেতনায়ন কর্মসূচীর কারনে হউক কিংবা অন্য কোন কারনে হউক একথা সত্য যে, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগনের অংশগ্রহণ অতীতের নির্বাচন গুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে পর পর দুটো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি হচ্ছে ১৯৯১ সালে এবং অপরটি হচ্ছে ১৯৯৬ সালে। ১৯৯১ সালে যেখানে প্রায় ৫৬% ভোটার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, ১৯৯৬ সালে সেখানে প্রায় ৭৩% ভোটার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগনের এই স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে এনজিও সমূহের ভূমিকার প্রশ্নে সংসদ সদস্য বৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীতে এনজিওদের ভূমিকা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য বৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমতঃ

এনজিওগুলো দাবী করছে যে, বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীর সফলতার কারণে অতীতের তুলনায় ৯৬ এর সংসদ নির্বাচনে জনগনের ভোটদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোটারদের সচেতন করার মাধ্যমে ভোটদানে উৎসাহিত করনের ক্ষেত্রে এনজিওর অবদান কতটুকু? এ প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যগণ এবং এনজিও নের্তৃবর্গ নিম্নরূপ অভিমত দিয়েছেন-

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সদস্যদের অভিমতঃ

৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মোট ২৮ জন সাংসদ বলেছেন যে, ভোটারদের সচেতন করার ক্ষেত্রে এনজিওর কোন ভূমিকা নেই এবং '৯৬ এর নির্বাচনে ভোটের হার বৃদ্ধির পেছনে এনজিওগুলোর কোন অবদান নেই। মোট ১৫ জন সাংসদ বলেছেন, এনজিও গুলো ভোটারদের আংশিক সচেতন করেছেন। মোট ৬ জন সাংসদ বলেছেন, এনজিওগুলো ভোটারদের সচেতন করেছেন এবং এই সচেতনতার কারনে অতীতের তুলনায় '৯৬ এর নির্বাচনে ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এক জন সাংসদ এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নাই। দলগত দিক থেকে আওয়ামীলীগের ২৪ জন সাংসদের মধ্যে ৫ জন বলেছেন, এনজিও গুলো ভোটারদের সচেতন করেছে, ১০ জন বলেছেন আংশিক সচেতন করেছে এবং ৮ জন বলেছেন ভোটারদের সচেতন করেন নাই। বি. এন. পি-এর ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জন বলেছেন এনজিও গুলো ভোটারদের সচেতন করে নাই, ২ জন বলেছেন ভোটারদের আংশিক সচেতন করেছেন। জাতীয় পার্টির ৫ জনের মধ্যে ৩ জন বলেছেন ভোটারদের সচেতন করে নাই, এক জন বলেছেন ভোটারদের সচেতন করেছে, অন্য জন বলেছেন আংশিক সচেতন করেছে। জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের সাংসদ বলেছেন, এনজিওগুলো ভোটারদের আংশিক সচেতন করেছে। বিষয়টি সারণী-৬ এর সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৬

ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীতে এনজিওদের ভূমিকা প্রসংগে সংসদ সদস্যদের অভিমত

দলের নাম	সংসদ সদস্যের সংখ্যা	ভোটারদের সচেতন করেছে	আংশিক সচেতন করেছে	মোটেই সচেতন করেনাই	মন্তব্য নেই
আওয়ামী লীগ	২৪	৫	১০	৮	১
বি. এন. পি	১৯	-	২	১৭	-
জাতীয় পার্টি	৫	১	১	৩	-
জামায়াতে ইসলামী	১	-	১	-	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	-	১	-	-
মোট	৫০ জন	৬ জন	১৫ জন	২৮ জন	১ জন

এনজিওগুলো ভোটারদের আংশিক সচেতন করেছে বলে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের মতে, এনজিও সচেতনায়ন কর্মসূচীর পাশা পাশি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচার প্রচারনামূলক তৎপরতার কারনে অধিক সংখ্যক ভোটার ৯৬' এর সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীতে এনজিওগুলোর আদৌ কোন ভূমিকা নেই বলে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের মতে নিম্নোক্ত কারনে অতীতের নির্বাচন গুলোর তুলনায় ৯৬' এর সংসদ নির্বাচনে জনগনের ভোটদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে-

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৯১ সালের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরিচালিত দ্বিতীয় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যপক প্রচারণামূলক (Door to door work) তৎপরতা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
- কর্মহীন মৌসুমে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত ঃ

১৯৯১ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির পেছনে এনজিওগুলোর কোন অবদান আছে কিনা? এই বিষয়ে ২ জন এনজিও কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এনজিওদের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী, বিশেষ করে নারীদেরকে ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়নের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার কারনে ভোটের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যজন জানিয়েছেন, ভোটার সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবল এনজিওর অবদান ছিল তা ঠিক নয়, বরং এনজিও থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সকল মহলের সর্বাত্নক ভূমিকা ছিল।

এনজিও নেতৃবর্গের উপরোক্ত অভিমত এবং সারণী- ৬ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করার পিছনে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও এনজিওদেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। তবে ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৮ জন সংসদ সদস্য এ বিষয়ে এনজিওর ভূমিকা অস্বীকার করার ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইদানিং রাজনীতিবিদদের নিকট এনজিওদের গ্রহনযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাচ্ছে এবং এজন্য এনজিওদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা দায়ী।

৬.৩ স্ব-স্ব-সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় অংশগ্রহন ঃ

বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওদের একটি অংশ ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচী গ্রহনের পাশাপাশি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ নিজ সমর্থিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগ্রহণ করেছে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। এনজিওসমূহের এই নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে । '১৯৯১ সালের সাধারন নির্বাচনের সময় কয়েকটি এনজিও তাদের কাছে সাহায্য সুবিধা গ্রহনকারীদের একটি বিশেষ প্রতীকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১৩৭] ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওদের সমর্থন লাভের জন্য দেশের প্রধান কয়েকটি

---

[১৩৭] সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল তৎপরতা চালিয়েছিল। এক সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন তথা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উভয়েই ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এনজিওগুলোর সমর্থন লাভের জন্য এনজিও নেতৃবর্গের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে নির্বাচন পূর্ব বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।[১৩৮] পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী তৎপরতায় লক্ষ্য করা যায় যে, এনজিওগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় কোন বিশেষ দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছে। এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা এডাব ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দল বিশেষের পক্ষে ও দল বিশেষের বিপক্ষে ভোটদানের জন্য ভোটারদেরকে প্রভাবিত করেছেন এবং তাদের বাঞ্ছিত দলকে ভোট দেয়া এবং বিশেষ দলকে ভোট না দেয়ার জন্য এনজিও গুলো কোথাও কোথাও ঋণ বন্ধের হুমকী দিয়েছে ও ঋণের কিস্তি মওকুফের প্রলোভন দেখিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩৯] এক সূত্রে জানা যায়, ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে কাজ করেছে। এসব সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের মহিলা কর্মীদের মাঝে নির্বাচনী প্রচারণার সময়, ধানের শীষে ভোট না দিলে নারীমুক্তি আসবে না, এবং নৌকা মার্কায় ভোট দিলে দেশে আবারও

---

১৩৮ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে জনৈক এনজিও কর্মকর্তা উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

১৩৯ দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই জুলাই, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

গন্ডগোল ও লুটতরাজ হবে ইত্যাদি বুঝিয়েছে বলে ইনকিলাব পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।[১৪০] অনুরূপভাবে 'প্রশিকা' আওয়ামীলীগের পক্ষে কাজ করেছে বলে অভিযোগ এসেছে'।[১৪১] গণ সাহায্য সংস্থাসহ কয়েকটি এনজিওর বিরুদ্ধে ইসলামপন্থী দলগুলোর বিপক্ষে নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার অভিযোগ রয়েছে। 'তাহফিজে- হারমাইন পরিষদ, বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা সাদেক আহামদ সিদ্দিকী গণ সাহায্য সংস্থা নামক এনজিওর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ এনেছেন যে, সংস্থাটি তাদের রাজধানীর ইকবাল রোডস্থ কার্য্যালয় থেকে ৯৬'- এর সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে 'ফতোয়া বাজদের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়াও, মৌলবাদমুক্ত বাংলাদেশ চাই ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত লিফলেট প্রচার করে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনী আচরন বিধি লংঘন করে প্রচারকৃত এসব লিফলেটের মাধ্যমে ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।[১৪২] এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এনজিওকে প্রশ্ন করা হলে, এনজিওটি এই অভিযোগ অস্বীকার করেননি বরং এ প্রসংগে গণ সাহায্য সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, 'দেশের যে সমস্ত এলাকায় গণ সাহায্য সংস্থার কর্মকান্ড রয়েছে, সে সমস্ত এলাকায় ৯৬' এর সংসদ নির্বাচনে সংস্থাটি মৌলবাদী দল তথা ইসলাম পন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে প্রাচার প্রচারণা চালিয়েছে। তাদের

---

১৪০ দৈনিক ইনকিলাব, ১৯শে জুন, ১৯৯৬।

১৪১ গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বেশ ক'জন সংসদ সদস্য উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

১৪২ দৈনিক ইনকিলাব, ৯ই জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণার কৌশল হিসাবে তারা নির্বাচনী এলাকা সমূহে নিজ উদ্যোগে ঐক্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিল। উক্ত মঞ্চ থেকে একমাত্র মৌলবাদী প্রার্থী ব্যতীত অন্যান্য সকল দলের প্রার্থীদের জনগনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এছাড়া ও নির্বাচনে মৌলবাদ বিরোধী প্রচার প্রচারনার অংশ হিসাবে 'গণ সাহায্য সংস্থা' উন্মুক্ত নাটক, পথ নাটক ইত্যাদি মঞ্চস্থ করেছিল। মৌলবাদ বিরোধী প্রচার প্রচারণার পেছনে গণ সাহায্য সংস্থার যুক্তি হচ্ছে, মৌলবাদ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর।[১৪৩] ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী তৎপরতায় এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ এনেছেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মজলিসে শুরার এক বৈঠকে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী মৌলবাদের নামে আর্ন্তজাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এবং জামায়াতকে নির্বাচনে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হারানো হয়েছে। নির্বাচনের ব্যাপারে কতিপয় এনজিওর রাজনৈতিক ভূমিকা নির্বাচনের নিরপেক্ষতাকে দারুনভাবে ব্যহত করেছে।[১৪৪] অনুরূপভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মজলিসে আমেলার বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, "১২ই জুনের নির্বাচন কাগজে কলমে নিরপেক্ষ থাকলেও কালোটাকা, জালভোট, এনজিওদের কুটকৌশল ও প্রশাসনিক

---

১৪৩ গণসাহায্য সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকার-এ উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

১৪৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

দূর্বলতার কারনে সৎ, যোগ্য ও খোদাভিরু ব্যক্তিরা অনেক জায়গায় নির্বাচিত হতে পারেন নাই।[১৪৫]

এনজিওগুলো তাদের সমর্থিত প্রার্থিদের বিজয়ী করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে বলে অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। এক সূত্রমতে গত১২ই জুনের নির্বচনে এনজিওদের সমর্থিত দল বা প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য এনজিও গুলো ৩০০ থেকে ৪০০ কোট টাকা ব্যয় করেছে।[১৪৬] বিশেষ করে ইসলামপন্থী দলগুলো এনজিওর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে এনজিওগুলো ইসলামপন্থী দলের প্রার্থীদের বিপক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। এ প্রসংঙ্গে জামায়াতে ইসলামী কর্মপরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর আমীর জনাব এ. টি. এম আজহার বলেন, "১২জুনের নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীরা ভাল ফল করতে পারেনি, এটা তাদের দোষ নয়, দলের কর্মকৌশলেরও দোষ নয়। মূলত নির্দলীয় সরকার ছিল এনজিও দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। তারা জামায়াতকে ঠেকানোর সর্বাত্নক চেষ্টা করেছে। কোটি কোটি টাকা তারা জামায়াত প্রার্থীদের বিপক্ষে খরচ করেছে।[১৪৭] অনুরূপভাবে ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের মহা-সচিব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া- ২ নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য প্রার্থী - মুফ্তী ফজলুল

---

১৪৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে জুন, ১৯৯৬।

১৪৬ ওমর ফারুক, প্রবন্ধ, 'এনজিওরা কোন দেশকে সমৃদ্ধ করেছে এমন নজির ইতিহাসে নেই' দৈনিক ইনকিলাব, ২৬শে জুন, ১৯৯৬।

১৪৭ দৈনিক ইনকিলাব, ২৭শে সেপটম্বর, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

হক আমিনী জানিয়েছেন, "এনজিওরা তার নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীদেরকে গোপনে টাকা দিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে গিয়ে ওয়ার্ক করেছে।[১৪৮]

অতত্রব দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও গুলোর মধ্যে কোন কোনটির বিরুদ্ধে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচার প্রচারনায় অংশগ্রহণের অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি কোন কোন এনজিওর বিরুদ্ধে তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে সংগত কারনেই বিষয়টি মূল্যায়নের অবকাশ রাখে। এ প্রসংগে সংসদ সদস্য এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত তুলে ধরা হলো-

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করা এবং দলীয় প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান প্রসংগে সংসদ সদস্য বৃন্দ ও এনজিও নেতৃবর্গের অভিমতঃ

পত্র পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওগুলো স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছে এবং কোন কোন এনজিও তাদের সমর্থিত প্রার্থিদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এ ব্যাপারে সংসদ সদস্য এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত তুলে ধরা হল-

---

[১৪৮] দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

● সংসদ সদস্যদের অভিমতঃ

১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে এনজিওগুলো কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করেছে কিনা? এ বিষয়ে ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মোট ৩৪ জন সাংসদ বলেছেন, এনজিওগুলো তাদের নির্বাচনী এলাকায় স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছে। এই ৩৪ জনের মধ্যে ১৪ জন আওয়ামীলীগ, ১৫ জন বি. এন. পি, ৩ জন জাতীয় পার্টি, ১ জন জামায়াতে ইসলামী এবং ১ জন ইসলামী ঐক্যজোট এর সদস্য। ১২ জন সাংসদ বলেছেন, এনজিওগুলো তাদের নির্বাচনী এলাকায় কোন দলের পক্ষে কাজ করে নাই। এই ১২ জনের মধ্যে ৭ জন আওয়ামীলীগ, ৩ জন বি. এন. পি এবং ২ জন জাতীয় পার্টির সদস্য। মোট ৪ জন সদস্য বলেছেন এ ব্যাপারে তাদের জানা নেই, কিংবা মন্তব্য নাই। বিষয়টি নিম্নের সারণী- ৭ এর সাহায্যে দেখানো হল-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৭

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত-

দলের নাম	সংসদ সদস্য সংখ্যা	দলের পক্ষে কাজ করেছে	দলের পক্ষে কাজ করে নাই	জানা নেই/ মন্তব্য নাই
আওয়ামী লীগ	২৪	১৪	৭	৩
বি. এন. পি	১৯	১৫	৩	১
জাতীয় পার্টি	৫	৩	২	-
জামায়াতে ইসলামী	১	১	-	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১	-	-
মোট	৫০ জন	৩৪ জন	১২ জন	৪ জন

সংসদ সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় এনজিওগুলো স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছে বলে তথ্য দিলেও এনজিওদের সুনির্দিষ্ট নাম প্রকাশ করতে অনেকেই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে মোটামোটি যে সব এনজিওর নাম প্রকাশ করেছে সেগুলো হচ্ছে- প্রশিকা, ব্র্যাক, গণসাহায্য সংস্থা, আশা, দ্বীপশিখা, সাগরিকা, ছিন্নমুকুল, কিড়ানো নৌকাই, RDRS, গ্রামীণ উদ্যেগ ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'ব্র্যাক' বি.এন.পি এর পক্ষে কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। কয়েকটি এলাকায় 'ব্র্যাক' আওয়ামী লীগের পক্ষেও কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। 'প্রশিকা' এবং 'গণসাহায্য সংস্থা' আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। গুটিকয়েক এলাকায় 'আশা'

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। 'দ্বীপ শিখা ও সাগরিকা' নামক এনজিও আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং ছিন্নমুকুল ও KDAB নামক এনজিও বি. এন. পি এর পক্ষে কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। RDRS, এর স্থানীয় কর্মকর্তারা স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও রাশিমনি (নেত্রকোনা) এবং KDAB (কুড়িগ্রাম) নামক স্থানীয় এনজিওর পরিচালকদ্বয় নিজেরাই সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়েছিলেন। তাছাড়া আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য ও মৎস প্রতীমন্ত্রী শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় 'দ্বীপ শিখা' নামক এনজিওর ভাইস চেয়ারম্যান এবং বি. এন. পি- এর সংসদ সদস্য খুরশিদ জাহান হক 'অনন্যা' নামক একটি এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত।

এনজিও কর্তৃক প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান প্রসঙ্গে ঃ

১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওগুলো তাদের স্ব-স্ব সমর্থিত প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল কিনা? এ বিষয়ে ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৫ জন বলেছেন, এনজিওগুলো তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা করেছে কিংবা আর্থিক সহায়তা করার কথা শুনেছেন। এই ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ, ৮ জন বি. এন. পি, ৩ জন জাতীয় পার্টি এবং ১ জন জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। মোট ১৭ জন বলেছেন, এনজিওগুলো তাদের নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রার্থীকে আর্থিক সহায়তা করে নাই। এই ১৭ জনের মধ্যে ১৫ জন আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

এবং ২ জন বি. এন. পি- এর সদস্য। মোট ১৮ জন বলেছেন এ বিষয়ে তাদের জানা নেই কিংবা মন্তব্য নাই। এই ১৮ জনের মধ্যে ১১ জন বি. এন. পি, ৬ জন আওয়ামী লীগ এবং ১ জন ইসলামী ঐক্যজোট এর সদস্য। বিষয়টি নিম্নের সারণী- ৮ এর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী- ৮

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিও কর্তৃক প্রার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান প্রসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অভিমত-

দলের নাম	সংসদ সদস্য সংখ্যা	আর্থিক সহায়তা করেছে	আর্থিক সহায়তা করে নাই	জানা নেই/ মন্তব্য নাই
আওয়ামী লীগ	২৪	৩	১৫	৬
বি. এন. পি	১৯	৮	-	১১
জাতীয় পার্টি	৫	৩	২	-
জামায়াতে ইসলামী	১	১	-	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	-	-	১
মোট	৫০ জন	১৫ জন	১৭ জন	১৮ জন

বাংলাদেশের কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় এনজিওগুলো তাদের স্ব-স্ব সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য আর্থিকভাবে সহায়তা করেছে বলে সংসদ সদস্যগণ তথ্য দিলেও কোন সুনির্দিষ্ট এনজিওর নাম বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে যে ক'টি এনজিওর নাম জানা গেছে সেগুলো হচ্ছে- প্রশিকা, গ্রামীণ উদ্যোগ (সিরাজগঞ্জ), রাশিমনি

Dhaka University Institutional Repository

(নেত্রকোনা), কিড়ানো নৌকাই (কুড়িগ্রাম) ইত্যাদি। এছাড়া কয়েকজন সংসদ সদস্য বিপরীত তথ্য ও দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, তাদের নির্বাচনী এলকার এনজিও গ্রুপভূক্ত সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্য বিভিন্ন প্রার্থী এনজিওদেরকে টাকা দিয়েছেন।

● **এনজিও নেতৃবর্গ ও এনজিও ব্যুরোর অভিমতঃ**

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওগুলো বিভিন্ন দলের পক্ষে কাজ করা এবং বিভিন্ন প্রার্থীকে আর্থিক সহায়তা দানের বিষয়টি এনজিও নেতৃবর্গ অস্বীকার করেছেন। তবে গণসাহায্য সংস্থার কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা কেবল জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষে তথা মৌলবাদী প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করেছে। এ বিষয়ে এনজিও ব্যুরোর বক্তব্য হল, এনজিওগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দলের পক্ষে কাজ কিংবা বিপক্ষে কাজ করছে কিনা অথবা কোন প্রার্থীকে আর্থিক সাহায়তা দিচ্ছে কিনা, তা এনজিও ব্যুরোর দেখার বিষয় নয়।

সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাপকভাবে না হলেও বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় তাদের স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি এনজিও সমগ্র দেশ ব্যাপি কেবল একটি দলের পক্ষে কাজ করেছে যেমন- 'প্রশিকা' আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে। কোন

Dhaka University Institutional Repository

কোন এনজিওর স্থানীয় কর্মকর্তারা হয়ত বিভিন্ন দলের সমর্থন পুষ্ট হওয়ার কারনে ঐ সব দলের পক্ষে কাজ করেছে। কিন্তু কোন কোন এনজিও কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দলীয় আদর্শ প্রতিহত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামপন্থী দলগুলোর রাজনৈতিক আদর্শকে ইসলামী মৌলবাদী আদর্শ হিসেবে অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬.৪ বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ ঃ

জন্মলগ্ন থেকে আশির দশক পর্যন্ত এদেশে এনজিও কার্যক্রম প্রধানত সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও মূলত নব্বই এর দশকের সূচনালগ্ন থেকে এনজিওগুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে থাকে। 'এরশাদ বিরোধী নব্বই -এর গণআন্দোলনে এনজিওগুলো সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করে'।[১৪৯] ১৯৯১ সালের শেষের দিকে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, এনজিওগুলো বিভিন্নভাবে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহন করে। পরবর্তীতে এনজিওগুলো বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সরকার বিরোধী তৎপরতায় অংশ নিতে থাকে। এ প্রসংগে ১৯৯২ সালে প্রধান মন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদাজিয়াকে

---

১৪৯ Siddiqui, Tasneem, 'Growth and Sustainability of the NGO Sector in Bangladesh' Ibid, P-21.

Dhaka University Institutional Repository

প্রদত্ত এক রিপোর্টে বলা হয়-"এনজিও গুলো বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত পত্রিকা প্রকাশ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মান্তকরন, অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে"। উক্ত রিপোর্টে এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা এডাব সর্ম্পকে বলা হয়েছে, "এডাব সরকারের বিষেদাগার করে প্রকাশনা বের করেছে, রাজনৈতিক বির্তকে ও সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে"।[১৫০] এনজিও ব্যুরোর উক্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরকার এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে দাতা গোষ্ঠীর চাপের সম্মুখীন হয়। 'ঐ রির্পোটের উপর ভিত্তি করে ১৯৯২ সালের ২০শে আগষ্ট এনজিও বিষয়ক ব্যুরো 'এডাব' এবং অন্য আর একটি এনজিওর লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। কিন্তু দাতা গোষ্ঠীর চাপে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে লাইসেন্স বাতিলের আদেশটি রদ হয়ে যায়'।[১৫১]

১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের শেষ পর্যন্ত এনজিওগুলোর কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা না গেলেও ১৯৯৬ সালের প্রথমদিকে এনজিওগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতা আবার চোখে পড়ে। তৎকালীন ক্ষতাসীন বি. এন. পি সরকারের পতনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে দেশের প্রধান প্রধান বিরোধী দল বিশেষ করে

---

১৫০ ভোরের কাগজ, ২৯শে জুলাই, ১৯৯২।

১৫১ হাশেমী, সৈয়দ, এম, বাংলাদেশে সরকার ও এনজিও সমূহঃ সহাবস্থান, বিরোধ, এবং সহযোগীতা; গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, তারিখ বিহীন, পৃ: ১।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগ, জাতীয়পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী যখন ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে, তখন এনজিওদের সমন্বয়কারী প্রধান সংস্থা এডাব ও তাদের বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, এনজিওগুলোর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেবার এই অভিপ্রায়ের পেছনে দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছিল। এক সূত্রে জানা যায়, '১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে এনজিওদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী তথা বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা এনজিও নেতৃবর্গের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তৎকালীন বি. এন. পি সরকারের পতনে সহযোগীতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ বৈঠকেই এনজিও নেতৃবর্গ বি. এন. পি সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পরিবর্তে নৈতিক সমর্থন দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[১৫২] পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে এনজিওর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৯৬ সালের ৫ই মার্চ এডাব এবং তৃণমূল জনসংগঠন সমন্বয় পরিষদের নামে প্রদত্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় "অবিলম্বে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল করে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১২০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন করতে হবে, যাতে

---

[১৫২] গবেষকের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে জনৈক এনজিও কর্মকর্তা উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠিত হয়। সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শীঘ্রই দমনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে হবে। তৃণমূল জনসংগঠন এই দাবী সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকায় নাগরিক সমাবেশ, থানায় জেলায় সমাবেশ ও আন্দোলনের মানব বন্ধন কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'এডাব' প্রদত্ত উক্ত বিবৃতিতে 'এডাব' সভাপতি কাজী ফারুক আহমেদ এবং তৃণমূল সংগঠনের পক্ষে ৬৩ জন সংগঠক স্বাক্ষর করেন।[১৫৩] এভাবে বক্তব্য বিবৃতি প্রদানের পাশাপাশি 'এডাব' দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং তৃণমূল জনসংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে এক যৌথ সভায় মিলিত হয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন দাবী করেন এবং দাবী না মানলে অসহযোগ আন্দোলন যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এডাব সভাপতি কাজী ফারুক আহমেদ।[১৫৪] এভাবে ঘরোয়া বৈঠকের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এডাব প্রকাশ্যে জনসমাবেশের উদ্যোগ গ্রহন করে। '১৯৯৬ সালের ১৬ ই মার্চ এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা এডাব এবং দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের প্রধান সংগঠন এফ. বি. সি. সি. আই এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার মতিঝিলস্থ শাপলা চত্বরে এক বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত

---

১৫৩ দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ই মার্চ, ১৯৯৬।

১৫৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। উক্ত সমাবেশে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যাপারে মতামত চেয়ে সুপ্রীম কোর্টে রেফারেন্স পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রপতিকে ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা সময় দেয়া হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা করা না হলে বৃহত্তর ও সর্বাত্মক কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশব্যাপী গণ অসন্তোষ প্রকাশ করা হবে বলা হয়। সমাবেশের অন্যতম উদ্যোক্তা এডাব চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমেদ উক্ত সমাবেশে বলেন, "নীরব জনতা সরব হয়েছে, এবং দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সরব থাকবে"। ঐ সমাবেশে এডাবের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংখ্যক এনজিও গ্রুপভূক্ত পূরুষ ও মহিলা যোগ দেয়।[১৫৫] উক্ত সমাবেশের আহ্বান অনুযায়ী এডাব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মসূচীও পালন করতে থাকে। '১৫ ই ফেব্রুয়ারীর প্রহসনের নির্বাচন বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে সকল দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগনের ভোটাধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৯৬ সালের ২৩শে মার্চ এডাব এবং তৃণমূল সংগঠন সমূহের আহ্বানে দেশব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।[১৫৬] এভাবে এনজিওদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়ে তৎকালীন জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উঠে। এ প্রসংগে সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন খান ১৯৯৬ সালের ২৩শে মার্চ জাতীয় সংসদে ৭১ বিধিতে আনীত জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ

---

[১৫৫] দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ই মার্চ, ১৯৯৬।
[১৫৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এক নোটিশে বলেন, "এডাব একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান। তারা কি করে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও ৯০ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করে"। নোটিশের জবাবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ব্যারিষ্টার সালাম তালুকদার বলেন, "এডাব প্রচলিত আইন ও নিয়ম পরিপন্থী কাজ করছে কিনা তা এনজিও ব্যুরো পরীক্ষা করে দেখছে"।[১৫৭] এডাব সহ এনজিওদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের স্বপক্ষে দেশের পেশাজীবী সংগঠন সমূহের একটি বড় অংশের সমর্থন রয়েছে। 'এডাবের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বি. এন. পি সরকার এডাবকে কারন দর্শাও নোটিশ দেন। ফলে আওয়ামীলীগ সমর্থিত পেশাজীবী সংগঠন সমূহ এডাব এর সমর্থনে এগিয়ে আসে। পেশাজীবী সংগঠনসমূহ বি. এন. পি সরকার কর্তৃক 'এডাব' কে নোটিশ প্রদানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষকে হুশিয়ার করে দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, "জনস্বার্থ ও গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে সরকার যদি বিরত না হয় তাহলে আন্দোলনরত পেশাজীবী সংগঠন সমূহ এবং জনগন যৌথভাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে" বিবৃতি প্রদানকারী পেশাজীবী সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দরা হচ্ছেন- আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন্স (বি. এম. এ) এর মহাসচিব ডাঃ কাজী শহীদুল আলম,

---

[১৫৭] দৈনিক সংবাদ, ২৫শে মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিষ্ট (বি. এফ. ইউ. জে) এর সভাপতি ইকবাল সোবাহান চৌধুরী ও মহাসচিব শাহ্জাহান মিয়া, ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিষ্ট (ডি. ইউ. জে) এর সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাধারন সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ এ. বি. এম জহুরুল হক, সাধারন সম্পাদক ডঃ আরেফিন সিদ্দিক এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান আবুল আহাদ চৌধুরী'।[১৫৮]

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগের স্বপক্ষে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে 'জনতার মঞ্চ' নামে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই 'জনতার মঞ্চ' এ অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা জনগনের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। অনেকের ধারনা, জনতার মঞ্চ এর গুরুত্বপুর্ন ভূমিকার কারনেই তৎকালীন বি, এন,পি সরকারের পতন ঘটেছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী আদায় হয়েছে। এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা 'এডাবের সভাপতি কাজী ফারুক আহমদ নিজে এই জনতার মঞ্চ এ সক্রিয় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেন

---

[১৫৮] দৈনিক সংবাদ, ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এবং মঞ্চের অনুষ্ঠানে এনজিও গ্রুপভূক্ত নারী পুরুষের সমাবেশের ব্যবস্থা করেন'।[১৫৯] 'এডাব' এবং তার সদস্যভূক্ত এনজিওগুলোর মতে, ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কারনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী আদায় সম্ভব হয়েছে এবং বি. এন. পি সরকারের পতন হয়েছে। '১৯৯৬ এর নির্বাচন মূল্যায়ন সংক্রান্ত 'এডাব' প্রদত্ত এনজিও বিষয়ক এক ধারনা পত্রে এ প্রসংগে বলা হয়, "দিনের পর দিন চলে আসা অসহযোগের ধারও যেন ক্রমশ ভোতা হয়ে আসছিলো। কেউই সম্ভবত ভেবে পাচ্ছিলেন না যে, আর কি করার আছে? এক ধরনের হতাশা সারাদেশে যখন ছেয়ে যাচ্ছে তখনই আবার এডাব নতুন কৌশলে নিয়ে জনতার কাতারে এসে দাড়ায়। স্তিমিত হয়ে আসা আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে'।[১৬০]

১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে সফল হবার পর এনজিওগুলো পরবর্তীতেও বিভিন্ন ইস্যুতে ঢাকাসহ সারাদেশে সভা সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। 'গত ২১শে আগষ্ট ১৯৯৭ ঢাকার শাহবাগস্থ জাতীয় যাদুঘরের সামনে এডাব এর উদ্যেগে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ব্র্যাক, প্রশিকা, নারী প্রগতি সংঘ,

---

[১৫৯] সাপ্তাহিক রোববার প্রতিবেদন, 'নির্বাচন ও এনজিওর ভূমিকা' ১৬ই জুন, ১৯৯৬।

[১৬০] দৈনিক দিনকাল, ২৪শে জুলাই, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেরা করি, সেপ বাংলাদেশ, নারী মৈত্রী, বাংলাদেশ উইমেন্স হেল্‌থ কোয়ালিশন্, নারী উন্নয়নশক্তি, সি. ডি. এস. এস সহ প্রায় ৪০ টি এনজিওর বিপুল সংখ্যক নারী প্রতিনিধি এ সমাবেশে যোগ দেন। উক্ত সমাবেশে নারী অধিকারের উপর একটি স্থায়ী সংসদীয় কমিটি গঠন এবং ফতোয়াবাজদের নারী নির্যাতনমূলক সকল তৎপরতা, নারী বিদ্বেষী ও ফতোয়া ঘোষণার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়। নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবিরের সভানেত্রীত্বে আয়োজিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এডাবের লায়লা আরজুমান, তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধি রাশেদা বেগম, আনোয়ারা, ফাতেমা, প্রমূখ।[১৬১]

অতত্রব দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও গুলো ক্রমশ রাজনৈতিক পরিসরে ঢুকে পড়ছে। এনজিওদের এধরনের কর্মকান্ডের সুদূর প্রসারী ফলাফল রাজনীতিতে পড়তে বাধ্য। অনেকে মনে করেন যে, এনজিওগুলো তাদের কাজের ম্যান্ডেট থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং এতে করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এনজিওদের অংশগ্রহণ একটি অনুমোদিত বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এর ফলস্বরূপ এনজিওদের উপর নির্ভর করবে কোন্ দল ক্ষমতায় আসবে এবং কোন্ দল ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

---

[১৬১] ভোরের কাগজ, ২২শে আগষ্ট, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওদের এ ধরনের কর্মকান্ডের ফলে এদেশের রাজনীতিবিদরা কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কিংবা কেউ কেউ উপকৃত হয়েছেন। তাই এ বিষয়ে রাজনীতিবিদ তথা সংসদ সদস্য বৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অভিমত তুলে ধরা হলো।

রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ প্রসংগে সংসদ সদস্য বৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অভিমতঃ

সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে বিশেষ করে ৯৬' এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এডাব-এর নেতৃত্বে এনজিওগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুদুর প্রসারী ফলাফল কি হতে পারে, সে সম্পর্কে সংসদ সদস্যবৃন্দ ও এনজিও নেতৃবর্গ নিম্নরূপ অভিমত দিয়েছেন-

● **সংসদ সদস্যবৃন্দের অভিমত ঃ**

৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মোট ৩৩ জন সাংসদ বলেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিও সমূহের অংশগ্রহণ জাতীয় রাজনীতিতে নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। এই ৩৩ জনের মধ্যে ১৮ জন বি. এন. পি, ৯ জন আওয়ামীলীগ, ৫ জন জাতীয়পার্টি এবং ১ জন জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। মোট ১৫ জন সাংসদ জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। এই ১৫ জনের মধ্যে ১৪ জন আওয়ামীলীগ এবং এক জন ইসলামী ঐক্যজোট এর সদস্য। মোট ২ জন সাংসদ কোন মন্তব্য করেন নাই। বিষয়টি সারণী- ৯ এর সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল-

সারণী- ৯

রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলাফল প্রসংগে সংসদ সদস্যদের অভিমত ঃ

দলের নাম	সংসদ সদস্য সংখ্যা	ইতিবাচক	নেতিবাচক	জানা নেই/ মন্তব্য নাই
আওয়ামীলীগ	২৪	১৪	৯	১
বি. এন. পি	১৯	-	১৮	১
জাতীয় পার্টি	৫	-	৫	-
জামায়াতে ইসলামী	১	-	১	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১	-	-
মোট	৫০ জন	১৫ জন	৩৩ জন	২ জন

'সারণী- ৯' পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৫০ জন সাংসদের মধ্যে সিংহভাগ সাংসদ অর্থাৎ ৩৩ জন সাংসদ এনজিও সমূহের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, সংসদ সদস্যবৃন্দ তথা রাজনীতিবিদরা এদেশে এনজিও কর্মকান্ডের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। যে কয়েকজন সাংসদ এনজিওদের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের পক্ষে অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন 'সারণী- ৯' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা দলীয় স্বার্থের কারনেই এধরনের অভিমত দিয়েছেন, জাতীয় স্বার্থে নয়। যেমন- আওয়ামীলীগের ২৪ জন সাংসদের মধ্যে ১৪ জনই রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলে আওয়ামীলীগ বেশী উপকৃত হয়েছে। কেননা এই আন্দোলনে বি. এন. পি- এর ভাবমূর্তি যেমন নষ্ট হয়েছিল, তেমনি আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্য দিকে বি. এন. পি- এর ১৯ জন সাংসদের মধ্যে ১৮ জনই এনজিওর বিপক্ষে মত দেয়ার কারনে হয়ত এটা মনে হতে পারে যে, যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলে বি. এন. পি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সেহেতু বি. এন. পি সাংসদরা ক্ষুব্দ হয়ে এনজিওদের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদের অভিমত পর্যালোচনা করলে এই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়না। কারণ জাতীয়পার্টি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনের অংশিদার হওয়া সত্বেও জাতীয়পার্টির ৫ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৫ জনই এনজিওদের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। অতএব এর মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ রাজনীতিবিদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে যাঁরা অভিমত দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি তুলে ধরেছেন-

ক) এনজিওগুলো জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে এনজিওসমূহের নিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুন্ন হবে। এতে করে এনজিও কর্মকান্ড সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে, যা এনজিওদের সেবামূলক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

খ) জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের অংশগ্রহণ দেশকে পরনির্ভরশীল করে তুলবে, যা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিতে পারে।

গ) রাজনীতিতে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলে রাজনৈতিক দলগুলো এনজিওদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারে।

ঘ) এতে এনজিও সমূহ সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাবে এবং জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রন এনজিওদের হাতে চলে যেতে পারে।

ঙ) রাজনীতিতে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলে এনজিওসমূহ রাজনৈতিক ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে আগামীতে সরকার সমূহকে নিয়ন্ত্রন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে বলে যাঁরা অভিমত দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি তুলে ধরেছেন-

ক) যেহেতু ৯০ এর গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে সরকারী কর্মচারী সহ দেশের সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করেছে, সেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ স্বাভাবিক।

খ) জাতীয় পর্যায়ের দেশীয় এনজিও কর্মকর্তারা যেহেতু এদেশেরই নাগরিক সেহেতু গণতন্ত্রের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ মূহুর্তে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত ঃ

'৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এনজিওগুলোর পক্ষে যিনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন তৎকালীন এডাব চেয়ারপারসন এবং একটি বৃহৎ এনজিও 'প্রশিকা' এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কাজী ফারুক আহামেদ। এ বিষয়ে তাঁর মতামত নেয়ার জন্য চিঠির মাধ্যমে, ব্যক্তিগত ভাবে এবং টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে অনেকবার চেষ্টা করেও তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জনাব কাজী ফারুক আহামেদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য দীর্ঘ তিন মাস

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করার পর অবশেষে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী সাহানা হোসেন অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। একইভাবে "নিজেরা করি" নামক এনজিও এর চেয়ারপারসন মিসেস খুশি কবিরও সাক্ষাৎকার দিতে সম্মতি দেননি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পর অবশেষে মিসেস খুশি কবির এর ব্যক্তিগত সহকারী জনাব মাসুদ আহামেদ অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

ফেমাসহ অন্যান্য ১০টি বড় এনজিও কর্মকর্তার নিকট সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনজন এনজিও কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার দিতে সম্মতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে 'দীপশিখা' এর নির্বাহী পরিচালক মিঃ পৌল চারোয়া তিগ্যা বলেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওগুলো নৈতিক এবং পরোক্ষ সমর্থন দিতে পারে। তবে জাতীয় ইস্যুতে পরিচালিত আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

'গণ সাহায্য সংস্থার' কর্মসূচী প্রধান জনাব আলাউদ্দিন মোল্যা বলেছেন, '৯০ এর গণআন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ সমর্থন যোগ্য। কিন্তু '৯৬ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এনজিওগুলো যেহেতু একটি বিশেষ দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছে, সেহেতু এই অংশগ্রহণ এনজিওদের নিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুন্ন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'ব্র্যাক' এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব সালেহ উদ্দিন আহামেদ এনজিওদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি হিসেবে যে কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এনজিওর ব্যানারে কারও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ এতে এনজিওর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অভিমত ঃ

এনজিওদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসংগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহা-পরিচালক জনাব এ. এফ. কে গোলাম মাওলা এর অভিমত নেয়া হয়েছে। জনাব গোলাম মাওলা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিধায় এ বিষয়ে অভিমত দেয়ার জন্য একজন উপ-পরিচালক এর সহায়তা নিয়ে যৌথ ভাবে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এনজিও সমূহ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে কিনা, তাঁদের জানা নেই। তাছাড়া এ ব্যাপারে যেহেতু এ পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ উত্থাপন করেনি, সেহেতু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কারও বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। অবশেষে তাঁরা জানালেন, এনজিওগুলো রাজনীতি করছে কি করছেনা তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দেখার বিষয় নয়, এনজিও ব্যুরো

Dhaka University Institutional Repository

মূলত এনজিওদের প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে অন্য কিছু নয়।

সংসদ সদস্য বৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ এবং এনজিও ব্যুরোর অভিমত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এনজিও সমূহের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসংগে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যেমন বির্তক দেখা দিয়েছে, তেমনি এনজিও নেতৃবর্গের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে। তবে এই বিতর্ক থাকা স্বত্ত্বেও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এনজিওদের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি ইতিমধ্যে অনেকটা স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার এনজিওদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে নিয়েছে। কেননা সরকারের যে এনজিও ব্যুরো রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে ১৯৯২ সালে 'এডাব' এর লাইসেন্স বাতিল করেছিল, সেই এনজিও ব্যুরো ১৯৯৮ সালে এসে রাজনীতিতে এনজিওদের অংশগ্রহণের বিষয়টি তাঁদের দেখার বিষয় নয় বলে অভিমত দিয়েছেন। এতে করে প্রতিয়মান হয় যে, এনজিওদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি বর্তমান সরকার এবং বিরোধী দলগুলো নিজ নিজ দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন ঃ

অনেকের ধারনা, বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো এদেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করছে। 'দেশের নীতি নির্ধারন প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ক্ষমতা কাঠামোর অন্যান্য শক্তিগুলোর মাধ্যমে এনজিওগুলো নিজেদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা চালিয়ে যচ্ছে'।[১৬২] মূলত দাতাগোষ্ঠী তথা সাহায্যকারী দেশসমূহ এনজিওর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে সাহায্য দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ঐ সব দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে অংশ নিচ্ছে। দাতা দেশগুলো অতীতে কেবল তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলোকে সরাসরি সাহায্য দিলেও সত্তর দশকে এসে তাদের নীতির পরিবর্তন করে সরকারী স্তরে সাহায্যের পাশাপাশি এনজিওর মাধ্যমেও সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।[১৬৩] ফলে দাতাদেশগুলো র্কতৃক তৃতীয় বিশ্বের জন্য 'এনজিওর মাধ্যমে প্রদত্ত অনুদান উত্তরোত্তর আনুপাতিক হারে বেড়েই চলেছে। আশি সাল থেকে শুরু করে বার্ষিক সোয়া দুই বিলিয়ন ইউ. এস. ডলার হারে অর্থ অনুপ্রবেশ করছে; সরাসরি তৃতীয় বিশ্বের এনজিও খাতে, যা পুঁজিবাদী বিশ্ব

---

১৬২ Munir, Ayesha, Article, 'Shared governance, participation in national politics at grassroots: NGO s new agenda to supersede government' The New Nation (Daily) 3rd June, 1996

১৬৩ Kothari. R, NGOs the State and World Capitalism; Economic and Political Weekly, Bombay, December - 13, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

প্রদত্ত মোট সরকারী উন্নয়ন সহায়তার প্রায় গড়ে শতকরা দশভাগ।[১৬৪] দাতাদেশগুলো এনজিও কর্তৃক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে যে এদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এ সম্পর্কে জার্মানীর অর্থনৈতিক মন্ত্রকের মূখপাত্র বৃগিতে এরলার ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম তদারক করতে এসে মন্তব্য করেন, "অনুন্নত দেশে সাহায্যের ব্যাপারটা সাহায্যদাতা দেশের নিজের স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। সবাই চেষ্টা করে অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পা রাখব। কোন সাহায্যকারী দেশ একটু বেশী করে কেউ একটু কম, কিন্তু নীতিগত দিক থেকে ব্যাপারটা একই।[১৬৫] বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও গুলো যাতে সরকারের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তজ্জন্য দাতাদেশগুলো বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে।[১৬৬] বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বাংলাদেশে এনজিওদের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি করতে বিশ্বব্যাংক সরকারের নিকট সুপারিশ করেছে।[১৬৭] বর্তমানে নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও গুলোকে নিয়ন্ত্রন করছে

---

১৬৪ এম মোফাজ্জালুল হক, 'পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং এনজিও; একটি উপস্থাপনা', সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা- ৩৯, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

১৬৫ বৃগিতে এরলার, 'সাহায্য না মারণাস্ত্র'; উন্নয়ন মূলক সাহায্য বিষয়ক একটি রিপোর্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪, পৃ: ১০১।

১৬৬ Siddiqui, Tasneen, 'Interaction Between International Financial Institution and the Non Governmental Organizations in Bangladesh', in Abul Kalam edited, Bangladesh: Internal Dynamics and External Linkages, University Press Limited, Dhaka - 1996, P- 118-129.

১৬৭ দৈনিক ইনকিলাব, ১৯শে জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। কিন্তু এনজিওর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক তাদের প্রদত্ত ঐ রিপোর্টে এনজিওদের নিবন্ধনও অনুমোদনের কিছু কাজ এনজিওদের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান 'এডাব' এর নিকট হস্তান্তরের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব দিয়েছে।[১৬৮] এছাড়াও বাংলাদেশের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক সাহায্য দিচ্ছে, সেই সমস্ত প্রকল্পের কর্তৃত্ব ও পরিচালনারভার এনজিওদের হাতে অর্পন করছে। উদাহরণ স্বরূপ রেশম শিল্পের কথা বলা যায়। রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক "সিল্ক ফাউন্ডেশন" নামে বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের অধীনে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে এর কতৃত্ব ব্র্যাক, প্রশিকা, আর. ডি. পি. আর. এস প্রমূখ এনজিওর হাতে অর্পনের সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের এই প্রকল্পে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঋণের দায়ভার সরকারের উপর থাকলেও প্রকল্পটির কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন ন্যস্ত থাকছে এনজিওদের হাতে'।[১৬৯] অনেক সময় দাতা দেশগুলো সরাসরি এনজিওদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সরকারের উপর বিভিন্ন উপায়ে চাপ সৃষ্টি করে। '১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তদন্ত রিপোর্টের মাধ্যমে এনজিওদের অনিয়ম ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে এনজিওগুলো দাতাগোষ্ঠীর আশ্রয় নেয়। ফলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, সুইডিস রাষ্ট্রদূত এবং ইউ. এস. এইড কর্মকর্তারা কয়েক দফা দেখা করে

---

[১৬৮] দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

[১৬৯] দৈনিক ইনকিলাব, ১২ই অক্টোবর, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন যে, সরকারের এনজিও ব্যুরো খুব বাড়াবাড়ী করছে। এনজিওদের স্বাধীনভাবে কাজ কর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।[১৭০] শুধু তাই নয় এনজিও ব্যুরোর রির্পোটের উপর ভিত্তি করে ১৯৯২ সালে এডাব এবং অন্য আর একটি এনজিওর লাইসেন্স বাতিল করা হলে দাতা গোষ্ঠীর চাপে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে লাইসেন্স বাতিলের আদেশটি রদ হয়ে যায়।[১৭১] এভাবে দাতা গোষ্ঠীর সহায়তা নিয়ে এনজিও গুলো নিজেকে সরকারের একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তুলছে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৭২] এ প্রসংগে জনৈক লেখকের মন্তব্য, "পুঁজিবাদী বিশ্বের লক্ষ্যই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলোকে এড়িয়ে বা তাদের উপর খবরদারী করার জন্য এনজিও গুলোকে পাল্টা সংগঠন ও তাদের সম্মিলিত মঞ্চকে বিকল্প ছায়া সরকার হিসেবে দাড় করানোর চেষ্টা করা"।[১৭৩] বাংলাদেশে কিছু কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে এ ধরনের তৎপরতার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে 'প্রশিকা' এর কাজী ফারুক, 'নিজেরা করি' এর খুশি কবির, 'প্রিপ' এর পরিচালিকা এরোমা গুন প্রমুখ এর বিরুদ্ধে একটি বিদেশী শক্তির ইশারায় বাংলাদেশে একটি বিকল্প ফ্লাটফরম গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত বলে

---

১৭০ দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯শে জুলাই, ১৯৯৬।

১৭১ হাশেমী, সৈয়দ, এম, প্রাগুক্ত।

১৭২ Siddiqui, Tasneem, 'Non Governmental Organization - Emergence and Role: In Search of a General Theory' Journal of International Relations, Vol-1, No-2, Dhaka, January - June, 1994.

১৭৩ Kalimullah, N. A., 'Non Governmental Organizations in Development; Some Conceptual Issues' Development Review, Vol.-2, No.- 2, July- 1990, Dhaka. P.172-173

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ উঠেছে।[১৭৪] সম্প্রতি সরকার পতনের আন্দোলনে এনজিওর অংশগ্রহণের বিষয়টি আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বের সহিত প্রচারের বিষয়টিকে পরবর্তী সরকারের প্রতি এনজিও এবং দাতা গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট ইংগিত হিসেবে আখ্যায়িত করে জনৈক লেখক মন্তব্য করেন, "এনজিও কর্তৃক সরকার পতনের ব্যাপারটি বি,এন,পি সরকারের জন্য হয়ত অতীতের ঘটনা, একই ঘটনা ভবিষ্যতে আওয়ামীলীগ সরকারের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। একজন টিপুসুলতান ও একজন সিরাজদৌল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও এনজিওগুলোর একই টার্গেট ছিল। এনজিওগুলো তাদের বিদেশী বন্ধুদের নিকট সরকারের দূর্নাম রটিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে তহবিল যোগান এবং অন্যান্য সমর্থন আদায় করে। তারা নিজেদেরকে শহর এবং গ্রামের মানবাধিকারের রক্ষক বলে দাবী করে। এই চিত্র থেকে এটা বলা যায় যে, এনজিও কর্তৃক একটি নির্বাচিত সরকারকে পদত্যাগের ঘটনা বিদেশী-গণমাধ্যমগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৭৫] তাই অনেকের ধারনা, 'এনজিওদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমুহকে দারিদ্র্যের মধ্যে রাখা এবং উন্নত বিশ্বের বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের স্থায়ী বাজার হিসেবে বহাল রাখা। এভাবে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট দরিদ্র দেশটির অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐ দেশের সরকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। সরকারগুলোও

---

[১৭৪] দর্শক (ছদ্মনাম), প্রবন্ধ, এনজিওর রাজনৈতিক ভূমিকা; মূল্যায়ন প্রয়োজন, দৈনিক বাংলা, ১৮ই মার্চ, ১৯৯৬।

[১৭৫] Munir, Ayesha, ibid.

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না, কারণ এনজিওদের পেছনে রয়েছে, বিশ্ব ব্যাংক, আই. এম. এফ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশসমূহ। এরা এনজিওর বিরুদ্ধে অবস্থানকারী দেশের সাহায্য বন্ধ করে দেবার হুমকী দেয়।[১৭৬] অতএব দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশ সমূহ এনজিওর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য এনজিওগুলোকে উৎসাহিত করছে। এভাবে সরকারের উপর এনজিওর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রন বাড়তে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এনজিওর সমর্থন ও পরামর্শ ব্যতিত সরকারের পক্ষে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে সংসদ সদস্য বৃন্দ এবং এনজিও নেতৃবর্গের অভিমত তুলে ধরা হলো-

রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এনজিওদের অংশগ্রহণ প্রসংগে সংসদ সদস্য বৃন্দ ও এনজিও নেতৃবৃন্দের অভিমতঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিনা? এবং এনজিওদের বিভিন্ন চাপের নিকট

---

[১৭৬] ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে কিনা? এ প্রসংগে সংসদ সদস্য বৃন্দ ও এনজিও নেতৃবৃন্দ নিম্নরূপ অভিমত দিয়েছেন-

- **সংসদ সদস্যবৃন্দের অভিমতঃ**

'এনজিওগুলো নিজেকে সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং এনজিওদের বিভিন্ন চাপের নিকট সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে'। এই বিষয়টির উপর মন্তব্য করতে বলা হলে মোট ৫০ জন সাংসদের মধ্যে ৩৬ জন সাংসদ বলেছেন এ বক্তব্য সত্য। এই ৩৬ জনের মধ্যে ১৮ জন বি. এন. পি, ১১ জন আওয়ামীলীগ, ৫ জন জাতীয় পার্টি, ১ জন জামায়াতে ইসলামী এবং ১ জন ইসলামী ঐক্যজোট এর সদস্য। মোট ১০ জন সাংসদ বলেছেন, এ বক্তব্য সত্য নয়। এই ১০ জনের সকলেই আওয়ামীলীগের সাংসদ। মোট ৪ জন সাংসদ বলেছে বিষয়টি তাদের জানা নেই, কিংবা এ ব্যাপারে তাদের কোন মন্তব্য নাই। এই ৪ জনের মধ্যে ১ জন বি. এন. পি এবং ৩ জন আওয়ামীলীগের সাংসদ। বিষয়টি 'সারণী- ১০' এর সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল-

Dhaka University Institutional Repository

"সারণী- ১০"

সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে এনজিওদের গড়ে উঠার চেষ্টা প্রসংগে সংসদ সদস্যদের অভিমত

দলের নাম	সংসদ সদস্য সংখ্যা	বক্তব্য সত্য	বক্তব্য সত্য নয়	জানা নেই/ মন্তব্য নাই
আওয়ামী লীগ	২৪	১১	১০	৩
বি. এন. পি	১৯	১৮	-	১
জাতীয় পার্টি	৫	৫	-	-
জামায়াতে ইসলামী	১	১	-	-
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১	-	-
মোট	৫০ জন	৩৬ জন	১০ জন	৪ জন

উপরোক্ত 'সারণী- ১০' পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র আওয়ামীগের ১০ জন সাংসদ ব্যতিত অন্যান্য সকল দলের সাংসদ গণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এনজিওগুলো ইদানিং দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সংসদ সদস্যদের এই অভিমত থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এনজিওদের কর্মকান্ড নিয়ে বর্তমানে রাজনীতিবিদগণ শংকিত এবং সকলেই এনজিও কর্মকান্ডের উপর নিয়ন্ত্রন ও এর জবাবদিহীতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিৎ করতে আগ্রহী।

Dhaka University Institutional Repository

● এনজিও নেতৃবর্গ ও এনজিও ব্যুরোর অভিমতঃ

এনজিওগুলো নিজেকে সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার তৎপরতা চালাচ্ছে, এ বক্তব্য সত্য নয় বলে তিনজন এনজিও কর্মকর্তার সকলেই অভিমত দিয়েছেন। তাদের মতে এনজিও কখনো রাজনৈতিক দলের বিকল্প হতে পারে না। অন্যদিকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বিষয়টি তাদের জানা নেই বলে অভিমত দিয়েছেন। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর এই অভিমত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর এনজিওগুলো ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া এনজিও ব্যুরো জানিয়েছে যে, রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য এখন আর এনজিওগুলোকে এনজিও ব্যুরোর নিকট জবাবদিহী করতে হয়না। আর এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এনজিওগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

অত্র অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে বিদ্য'মান এনজিওগুলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সমান্তরাল অপর একটি বেসরকারী নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে, যা 'ফেমা' নামে পরিচিত। 'ফেমা' গঠন করে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি এনজিওগুলো ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, যা পক্ষান্তরে ভোটারদের বিশেষ দলের পক্ষে ভোট দানের জন্য প্রভাবিত করার একটি কৌশল বলে বেশীরভাগ সংসদ সদস্য অভিমত প্রকাশ করেছেন। এনজিওদের এহেন কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের পতনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের অংশগ্রহণ এদেশে এনজিওর প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ক্ষুন্ন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনার মাধ্যমে এদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এনজিওসমূহের ভূমিকা যাচাই করা এবং জাতীয় রাজনীতিতে এনজিও নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের ফলাফল বিচার করা। এ উদ্দেশ্যে আলোচ্য গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণার তাৎপর্য্য ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে অংশগ্রহণমূলক মতবাদ সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে অংশগ্রহণ মূলক মতবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মতামত এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো জনগনের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে দরিদ্রজনগনকে ক্রমশ ক্ষমতায়ন ও সচেতন করে তুলছে, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের স্বরূপ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, দারিদ্র দূরীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি পূর্বশর্ত হলেও বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো বিগত দুই দশক যাবৎ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। তবে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এনজিওগুলো সার্বিক সাফল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম না হলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরন, ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে। এ প্রসংগে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, এনজিওগুলো গ্রামীণ জনগনকে সংগঠিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ ধনিক শ্রেণীর শোষন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করার পাশা-পাশি খাসজমির অধিকার লাভ, মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে একদিকে দরিদ্র জনগনকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসমূহে দরিদ্রদের সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয়ী করে আনার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগনের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় রাজনীতিতে এনজিও নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, এনজিওগুলো '৯০ এর দশকের সূচনা লগ্নে এদেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে ১৯৯৬ সালে এসে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম থেকে শুরু করে ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্ব-স্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় অংশগ্রহণ, গ্রুপভূক্ত সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধকরন, দাতা গোষ্টীর সহায়তায় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে এনজিওদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করা ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আলোচ্য গবেষণাপত্রের উপরোক্ত অধ্যায়গুলোর আলোকে পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ এবং সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিও সমূহের একটি বড় অংশ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে এবং এই অংশগহণ মূলত দু'টো পর্যায়ে সাধিত হচ্ছে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ। এই পর্যায়ে এনজিওগুলো দরিদ্রজনগনকে আর্থিক স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্ট গ্রহনের পাশাপাশি সচেতনায়নের মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করছে। এই সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, নিজস্ব সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্তন, খাসজমির অধিকার লাভের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন, মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন, সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য আন্দোলন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্তগুলো বিচ্ছিন্ন এবং সীমিত পর্যায়ে হলেও এর প্রকৃতি ব্যাপক। এনজিওগুলো স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও এলিট শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তারের মা ধ্যমে স্থানীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এনজিওদের স্বার্থ রক্ষায় যেমন তৎপর, তেমনি গ্রাম, ইউনিয়ন, এমনকি থানা পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের তালিকায় এনজিও প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। যে সব এলাকায় এনজিওগুলো স্থানীয় জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে, সে সব এলাকায় এনজিওদের এসব দাবী সরকার মেনে নিচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ। এই পর্যায়ে এনজিও নেতৃবৃন্দ সরকার পতনের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনে বিশেষ দলের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ, ভোটার সচেতনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং বিশেষ প্রতীকে ভোটদানের জন্য এনজিও গ্রুপভূক্ত সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরন ইত্যাদি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছে। সংসদ সদস্যদের মতামত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এনজিও নেতৃবৃন্দের এসব কর্মকান্ড রাজনীতিবিদদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্য হয়নি। অধিকাংশ সংসদ সদস্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এনজিওদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিরোধীতা করেছে। অনুরূপ ভাবে 'ফেমা' সহ অন্যান্য এনজিওদের পক্ষপাত মূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকী বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন।

বস্তুত জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নুতন মেরুকরনের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের পাশাপাশি তৃতীয় শক্তি হিসেবে এনজিওর আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দূর্বল এবং এদেশে গণতন্ত্র এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। ফলে এদেশে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় জনসভায় লোক সমাগম এবং নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে। এই দৃষ্টিকোন্ থেকে ক্ষমতার পরিমাপ করতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় এনজিওর ক্ষমতা বেশী। কেননা আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর জনবল থাকলেও পর্যাপ্ত অর্থ ও বর্হিবিশ্বের সমর্থন লাভের অনিশ্চয়তা রয়েছে। এদিক থেকে এনজিওগুলোর জনবল যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থ ও দাতা গোষ্ঠার সার্বিক সহযোগীতা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, জন সমাগমের অভাবে রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে বড় বড় সমাবেশ ও মিছিল করতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে এনজিওগুলো যে কোন মূহুর্তে ঢাকার আশে পাশের অঞ্চল এবং বস্তি এলাকা থেকে গ্রুপ সদস্যদের সংগঠিত করে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক সমাবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে। এনজিওদের এসব শক্তির কথা বিবেচনা করে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বি.এন.পি সরকার পতনের আন্দোলনে এনজিও নেতৃবর্গের সহায়তা চেয়েছিলেন। এনজিওদের জন্য প্রণীত আচরন বিধি লংঘন করে এনজিও নেতৃবর্গ তৎকালীন বি.এন.পি. সরকারের পতনের লক্ষ্যে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামীলীগের ছত্রছায়ায় রাজপথে নেমে পড়ে।

অবশ্য বি.এন.পি সরকার বিরোধী আন্দোলনে এনজিও নেতৃবর্গের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আগে থেকেই বি.এন.পি সরকারের সাথে এনজিওদের সমন্বয়কারী সংস্থা 'এডাব' এর বিরোধ চলে আসছিল। 'এডাব' এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত আচরণ বিধি লংঘন করলে ১৯৯২ সালে বি.এন.পি সরকার 'এডাব' এর লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। 'এডাব' দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে এই বাতিল আদেশ রদ করতে সক্ষম হয়। মূলত তখন থেকেই সরকার ও এনজিও পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান নেয়। ১৯৯৬ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনে 'এডাব' পুনরায় তৎপর হলে বি. এন. পি এডাবকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়। 'এডাব' আওয়ামীলীগ সমর্থিত পেশাজীবী সংগঠন সমূহের সহায়তায় এই নোটিশের তীব্র প্রতিবাদ করে। এডাবের পেছনে দাতাগোষ্ঠী ও আওয়ামী লীগের সমর্থন থাকার কারনে বি. এন. পি এডাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। 'এডাব' আওয়ামী লীগ সমর্থিত জনতার মঞ্চ এ লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে এবং ঐ মঞ্চে এডাব সভাপতি কাজী ফারুক আহামেদ নিজে বক্তব্য রাখেন। জনতার মঞ্চ এর তৎপরতার কারনে এক

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে বি. এন. পি সরকার, তৎকালীন বিরোধী দলের দাবী মেনে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

এনজিও নেতৃবৃন্দের সহায়তায় বি. এন. পি সরকারের পতনের ফলে আওয়ামীলীগের ক্ষমতা লাভ ত্বরান্বিত হলেও আগামীতে এটা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিতে পারে। এনজিওর কাছ থেকে আন্দোলনে সাহায্য লাভের কারনে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার এনজিওর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করছেনা। প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক এনজিওদের জন্য প্রনীত আচরণ বিধিতে এনজিওদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এনজিওগুলো অবাধে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অথচ এর ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান সরকারের সাথে কোন ইস্যুতে এনজিওর বিরোধ দেখা দিলে, এনজিওগুলো হয়ত এই সরকারের পতনের জন্যও অন্য একটি দলের ছত্রছায়ায় মাঠে নামবে।

এভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে এনজিওদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টিকে রাজনৈতিক দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছেন। এনজিওগুলোর কোন কোনটির বিরুদ্ধে ইসলামী সংস্কৃতি ও মুল্যবোধ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে জামায়াতে ইসলামী সহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো আগে থেকেই এদেশে এনজিও কর্মকান্ডের বিপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান নিয়েছে। এনজিওদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সমর্থন করলেও প্রধান বিরোধী দল বি. এন. পি এবং জাতীয় পার্টি এনজিওদের এহেন কর্মকান্ডের তীব্র বিরোধীতা করেছে। ফলে আওয়ামীলীগ ব্যতীত অন্যান্য দলগুলোর নিকট এনজিওগুলো ক্রমশ বিতর্কিত হয়ে উঠছে, যা এনজিও কিংবা রাজনৈতিক দল কারও জন্য মঙ্গল জনক হতে পারেনা।

পরিশেষে বলা যায়, এনজিওর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার ফলে একদিকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবে, অন্যদিকে এনজিওগুলোও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা এনজিওগুলো বাংলাদেশের জনগনের নিকট প্রধানত সেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য পরিচিত। ফলে এনজিওগুলোর প্রতি জনগনের সহানুভূতি ও আস্থা রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে এনজিওর প্রতি জনগনের এই আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এতে আগামীতে এনজিওদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হবে। অবশ্য এ বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। আগামীতে এ সম্পর্কিত একটি ব্যাপক চিত্র পাওয়ার জন্য সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এনজিও গ্রুপভূক্ত সদস্যদের মতামত নেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী
(Bibliography)

Almond, Gabriel. A. ed "The Politics of Developing Areas, Princeton, Princeton University Press, 1960.

Asian Development Bank (ADB) An Assessment of the Role and Impact of NGOs in Bangladesh, Final Report, Dhaka- 1992.

Alam, Jahangir 'Organizing of the Rural Poor in Bangladesh; The Experience of NGOs, GB, and BRDB', Paper Presented at the Regional Conference of the Bangladesh Economic Association in Dhaka, 27 October, 1989.

Ball, Alan. R Modern Politics and Government, Macmillan, London, 1973.

Chowdhury, Adittee Nag Let Grass-roots Speak, Dhaka, 1989.

Drabek, A. G 'Development Alternatives: The Challenge for NGOs - An Overview of the Issues' World Development, Vol-15, Supplement, 1987.

David, L, Sills, Editor International Encyclopaedia of the Social Sciences, Volume- 11 & 12, New York, 1972.

Easton, David A Frame work for Political Analysis, Englewood Cliffs: N, J : Prentice-Hall, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

Easton, David "The Political System. New York, Knopf, 1953.

Fisher, Julie 'Third world NGOs; A Missing Piece to the Population Puzzle'; Environment 36(7), September, 1994.

Fernandez, A. P 'NGOs in South Asia: People's Participation and Partnership' World Development. Vol- 15, Supplement, 1987.

Finer, S. E Comparative Government. Penguin Books, New York, 1980.

FEMA The Report of the Fair Election Monitoring Alliance; Bangladesh Parliamentary Election, 1996, Dhaka.

Farrington, John and Lewis, David.J. ed Non Governmental Organizations and the State in Asia. London and New York, 1993.

Ghai, Dharam 'Participatory Development; Some Perspectives form Grass-Roots Experience', Journal of Development Planning, No- 19. ST/ESA/209, United Nations, New York, 1989.

Gono Shajjo Sangstha Project Proposal. Dhaka, 1993.

Huda, Khawja Shamsul 'Role of NGO's in Devolopment in Bangladesh', Bangladesh Development Dialogue, Journal of SID. Bangladesh Chapter, Dhaka, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

Kalimullah, N. A 'Non Governmental Organizationsin Development; Some Conceptual Issues', Development Review, Vol- 2, No-2, Dhaka- 1990.

Kothari, R 'NGO the State and World Capitalism'; Economic and Political Weekly, Bombay, December-13, 1986.

Lenin, V. I State and Revolution, Peoples Publishing House, Bombay, 1944.

Millar, J.D.B Nature of Politics, Penguin Books, England, 1969.

Marx, Karl, and Frederick Engles The Communist Manifesto, Penguin Books, Hammondsworth, 1967.

Milbrath, Lester,W Political Participation, How and Why Do People Get Involved in Politics, Chicago, 1965.

Munir, Ayesha 'Shared Governance Participation in National Politics at Grass-roots; NGOs New Agenda to Supersede. Government', The New Nation (daily), Dhaka, 3rd June, 1996.

Netherlands Ministry of Foreign Affairs Bangladesh: Evaluation of Netherlands Funded NGOs 1972-1996. The Hague; Policy and Operation Evaluation Department, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

Novib — NGOs and Sustainable Land Use in Bangladesh. A Study of the Programmes regarding sustainable land use of 3 partner organizations of Novib in Bangladesh. The Hague, Number - 54, 1994, Netherlands.

Oakley, P. and David Marsden Approaches to Participation in Rural Development. International Labour office, Geneva, 1984.

Rahman, M. A. (ed) Grass-roots Participation and Self Reliance: Experience in South and South East Asia, New Delhi, 1984.

Rahman, Hossain, Zillur 'Analysis of Poverty Trends Project, 1987-1994. Bangladesh Institute of Deveopment Studies (BIDS) Dhaka, 1996.

Ray, D Development Economics. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Silva, GVS de, et, al "Bhoomi Sena: A Land Army in India", Studies in Rural Participation, Edited by Amit Bhadury and M. Anisur Rahman, Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi, 1982.

Sen, Binayak Recent Trends in Poverty and its Dynamics. Experiences with Economic Reform: A Review of Bangladesh Development, Centre for Policy Dialogue, Dhaka, 1995

Dhaka University Institutional Repository

Seligson, Mitchell A and Both John A. ed Political Participation in Latin America, Vol- 2, New York, 1979.

Sarah, C. White Evaluating the Impact of NGOs in Rural Poverty Alleviation, Bangladesh Country Study, Working Paper No- 50, Overseas Development Institute, London, 1991.

Siddiqui, Tasneem Non Governmental Organizations as Catalysts of Alternative Development; The Bangladesh Case, Unpublished Ph. D. Desertation, Griffith University, Brisbane, 1991.

Siddiqui, Tasneem 'From Modernisation to Participation; A Theoretical Study of Development', Social Science Review, Vol- IX, Number-1, Dhaka University, June- 1994.

Siddiqui, Tasneem 'Growth and Sustainability of the NGO Sector in Bangladesh' BIISS Journal, Vol-19, No-3, 1998.

Siddiqui, Tasneem 'Non Governmental Organization - Emergence and Role : In search of a General Theory', Jorunal of International Relations, Vol-1, No-2, Dhaka, January- June, 1994.

Siddiqui, Tasneem 'Interaction Between International Financial Institutions and the Non Governmental Organizations in Bangladesh', in Abul Kalam edited, Bangladesh : Internal Dynamics and External Linkages, University Press Ltd., Dhaka, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

Tilakratna, S. et, al 'Sri Lanka : The Change Agents Programme and the Participatory Institute for Development Alternatives'; Participatory Rural Development in Selected Countries, United Nations, Bangkok, 1990.

Westergaard, Kirsten 'Peoples Empowerment in Bangladesh', The Journal of Social Studies, No- 72, Dhaka, 1996.

World Bank From Counting the Poor to Making the Poor Count, Poverty Reduction and Economic Management, New York, South Asia Region, 1998.

World Bank Bangladesh: Pursuing Common Goals, Strengthening Relations Between Government and Development NGOs, University Press Limited, Dhaka, September, 1996.

আদনান, স্বপন জনগনের অংশগ্রহণ; ফ্যাপ প্রসংগে এনজিওদের ভূমিকা, একটি স্বতন্ত্র মুল্যায়ন, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

এরলার, বৃগিতে সাহায্য না মারণাস্ত্র; উন্নয়নমুলক সাহায্য বিষয়ক একটি রিপোর্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪ ।

করিম, সরদার ফজলুল দর্শন কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৫ ।

খালেদ, খোন্দকার ইব্রাহিম 'বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতি ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচী সমূহের কার্যকারিতা" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত মুল প্রবন্ধ, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

খান্, মিজানুর রহমান 'নির্বাচন কমিশনের সমান্তরালে ফেমা কি করতে চায়'? সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, আগষ্ট- ৪, ১৯৯৫।

দত্ত, জ্যোতি প্রকাশ 'আত্মনির্ভর উন্নয়ন ও বেসরকারী সংস্থা', দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, জানুয়ারী- ৩, ১৯৯৫।

ফারুক, ওমর 'এনজিওরা কোন দেশকে সমৃদ্ধ করেছে এমন নজির ইতিহাসে নেই', দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, জুন- ২৬, ১৯৯৬।

মুহাম্মদ, আনু বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল, ঢাকা, ১৯৮৮।

মুহাম্মদ, আনু 'টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট পর্যালোচনা', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, অক্টোবর- ১২, ১৯৯৩।

রশীদ, হারুন অর বাংলাদেশে এনজিও, প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬।

সামাদ, মুহাম্মদ বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র মোচনে এনজিওর ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৪।

হুদা, খাজা শামসুল 'বাংলাদেশে বেসরকারী সংস্থা সমূহের বিকাশ,' এডাব আয়োজিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮৭।

হাশেমী, সৈয়দ 'এনজিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন বিকল্প নয়', সমাজ নিরীক্ষণ, ভলিউম- ৪০, ঢাকা- ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

হাশেমী, সৈয়দ 'বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও সমূহ; সহাবস্থান, বিরোধ এবং সহযোগীতা', গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, তারিখ বিহীন।

হক. এম মোফাজ্জালুল 'পুঁজিবদী বিশ্ব এবং এনজিও; একটি উপস্থাপনা', সমাজ নিরীক্ষণ, ভলিউম- ৩৯, ঢাকা, ১৯৯১।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯৩,

সাপ্তাহিক রোববার, ১৬ই জুন ১৯৯৬,

দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক ইত্তেফাক,

১২ই মাঘ, ১৩৯৯, ৪ঠা আগষ্ট, ৯৬, ২১শে জুন, ৯৬, ২২শে জুন, ৯৬, ১০ই মার্চ, ৯৬, ২৪শে মার্চ, ৯৬, ১১ই আগষ্ট, ৯৮, ৯ই সেপ্টেম্বর, ৯৮, ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক সংবাদ,

১১ই এপ্রিল ১৯৯৩, ২৫শে মার্চ ৯৬, ২৮শে মার্চ ৯৬।

দৈনিক স্বাধীনতা, ১লা মে ৯৫।

The Daily Star,

16th August 93, 3rd February 94.

দৈনিক জনকণ্ঠ,

১২ই অক্টোবর ৯৭, ৬ই মার্চ ৯৬, ১৭ই মার্চ ৯৬।

আজকের কাগজ, ১০ই জুন ৯৬।

দৈনিক ইনকিলাব,

২৩শে এপ্রিল ৯৫, ১৫ই জুন ৯৬, ১৯শে জুন ৯৬, ১২ই অক্টোবর ৯৬, ৯ই জুন ৯৬, ২৭শে সেপ্টেম্বর ৯৬, ১৬ই জুন ৯৬।

দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই জুলাই ৯৬।

দৈনিক ভোরের কাগজ,

২৯শে জুলাই ৯২, ২২শে আগষ্ট ৯৭।

দৈনিক দিনকাল, ২৪শে জুলাই ৯৬।

দৈনিক বাংলা, ১৮ই মার্চ ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ক

*** মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, এনজিও নেতৃবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তা, যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন—**

ক্রমিক নং	নাম	দলের নাম	স্থানীয় আসন	জাতীয় আসন
১.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	ঠাকুর গাঁও- ৩	৫
২.	শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন	ঐ	ঠাকুর গাঁও- ১	৩
৩.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ চৌধুরী	ঐ	দিনাজপুর- ১	৬
৪.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ঐ	দিনাজপুর- ৭	১১
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস	ঐ	সিরাজগঞ্জ- ৫	৬৫
৬.	জনাব আহামেদ তফিজ উদ্দিন	ঐ	পাবনা- ২	৬৯
৭.	জনাব মোঃ ওয়াজি উদ্দিন খান	ঐ	পাবনা- ৩	৭০
৮.	জনাব শামসুর রহমান শরীফ	ঐ	পাবনা- ৪	৭১
৯.	জনাব মোঃ তবিবুর রহমান সরদার	ঐ	যশোর- ১	৮৫
১০.	জনাব শাহ হাদীউজ্জামান	ঐ	যশোর- ৪	৮৮
১১.	জনাব মীর সাখাওয়াত আলী(দারু)	ঐ	বাগেরহাট- ২	৯৬
১২.	জনাব কাজী সেকান্দর আলী	ঐ	খুলনা- ৩	১১
১৩.	জনাব এ. কে. ফজলুল হক	ঐ	সাতক্ষীরা- ৫	১০৯
১৪.	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, এডভোকেট	ঐ	পটুয়াখালী- ১	১১৩
১৫.	জনাব মোঃ শামছুল হক	ঐ	ময়মনসিংহ- ২	১৫০
১৬.	জনাব হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন (মাদানী)	ঐ	ময়মনসিংহ- ৭	১৫৫
১৭.	জনাব আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	ঐ	ময়মনসিংহ- ১০	১৫৮
১৮.	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন তালুকদার	ঐ	নেত্রকোনা- ১	১৬১
১৯.	জনাব মোঃ আহসান উল্লাহ্	ঐ	গাজীপুর- ২	১৯৪
২০.	জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন	ঐ	মৌলভীবাজার- ১	২৩৪
২১.	জনাব মোঃ আবদুল হাকিম	ঐ	কুমিল্লা- ৭	২৫৪
২২.	জনাব অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী	ঐ	কক্সবাজার- ৪	২৯৭
২৩.	জনাব মিসেস নার্গিস আরা হক	ঐ	মহিলা আসন	বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী
২৪.	জনাব মিসেস কামরুন নাহার পুতুল	ঐ	মহিলা আসন	বগুড়া, জয়পুর হাট

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	দলের নাম	স্থানীয় আসন	জাতীয় আসন
২৫.	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	বি. এন. পি	বগুড়া- ৬	৪১
২৬.	জনাব সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	ঐ	নবাবগঞ্জ- ২	৪৪
২৭.	জনাব মোঃ হারুন-অর রসিদ	ঐ	নবাবগঞ্জ- ৩	৪৫
২৮.	জনাব আলমগীর কবির	ঐ	নওগাঁ- ৬	৫১
২৯.	জনাব ডাঃ মোঃ আলাউদ্দিন	ঐ	রাজশাহী- ৫	৫৬
৩০.	জনাব আব্দুল মান্নান তালুকদার	ঐ	সিরাজগঞ্জ- ৩	৬৩
৩১.	জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান স্বপন	ঐ	সিরাজগঞ্জ- ৭	৬৭
৩২.	জনাব অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম	ঐ	কুষ্টিয়া- ২	৭৬
৩৩.	এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী	ঐ	টাঙ্গাইল- ৬	১৩৮
৩৪.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	ঐ	টাঙ্গাইল- ৭	১৩৯
৩৫.	জনাব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন	ঐ	মানিকগঞ্জ- ১	১৭২
৩৬.	জনাব এডভোকেট আবদুল ওয়াহাব খান	ঐ	মানিকগঞ্জ- ৩	১৭৪
৩৭.	জনাব ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান খান	ঐ	ঢাকা- ১৩	১৯২
৩৮.	জনাব উকিল আবদুস সাত্তার ভূঞা	ঐ	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া- ২	২৪৩
৩৯.	জনাব মোঃ শাহজাহান	ঐ	নোয়াখালী- ৪	২৭২
৪০.	জনাব খায়রুল এনাম	ঐ	লক্ষীপুর- ৩	২৭৭
৪১.	জনাব সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম	ঐ	চট্টগ্রাম- ৫	২৮৩
৪২.	জনাব গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান	ঐ	চট্টগ্রাম- ১১	২৮৯
৪৩.	জনাব আলমগীর মোঃ মাহাফুজুল্লাহ ফরিদ	ঐ	কক্সবাজার- ২	২৯৫
৪৪.	জনাব আহসান আহামেদ	জাতীয় পার্টি	নিলফামারী- ২	১৩
৪৫.	জনাব জয়নুল আবেদীন সরকার	ঐ	লালমনিরহাট- ১	১৬
৪৬.	জনাব আলহাজ্ব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী	ঐ	কুড়িগ্রাম- ২	২৬
৪৭.	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	ঐ	কুড়িগ্রাম- ৪	২৮
৪৮.	জনাব ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী	ঐ	পিরোজপুর- ৩	১৩১
৪৯.	জনাব মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	জামায়াতে ইসলামী	পিরোজপুর- ১	১২৯
৫০.	জনাব গোলাম সরওয়ার হিরু	ইসলামী ঐক্যজোট	বরগুনা- ২	১১১

Dhaka University Institutional Repository

* **এনজিও নেতৃবর্গ**

১। জনাব সালেহ উদ্দিন আহামেদ, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক।

২। মিঃ পৌল চারোয়া তিগ্যা, নির্বাহী পরিচালক, দীপ শিখা।

৩। জনাব আলাউদ্দিন মোল্ল্যা, কর্মসূচী প্রধান, গণ-সাহায্য সংস্থা।

* **সরকারী কর্মকর্তা**

জনাব এ. এফ. কে গোলাম মাওলা, মহাপরিচালক,

প্রধানমন্ত্রীর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - খ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সংসদ সদস্য বৃন্দের জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন পত্রের নমুনা—

নির্বাচনী এলাকার নাম: .....
প্রার্থীর নাম: .....

দলের নাম: .....

প্রাপ্ত ভোট: ..... স্থান: .....

বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নং: .....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর স্বাক্ষার

১। আপনার জানা মতে, আপনার নির্বাচনী এলাকায় কোন এনজিও কার্যক্রম আছে কি?

২। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো জনগনের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পরিবেশ, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা দান এবং সর্বোপরি দারিদ্র দূরীকরনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করেন?

৩। বাংলাদেশের এনজিও গুলো দাবী করছে যে, তারা তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করছে বলেই, অতীতের তুলনায় ৯৬-এর সংসদ নির্বাচনে জনগনের ভোটদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এনজিওদের এই দাবী কতটুকু গ্রহনযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৪। অনেকের মতে, ৯৬ এর সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় এনজিওগুলো তাদের গ্রুপভূক্ত সদস্যদেরকে কোন বিশেষ দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ভোট দানের জন্য উৎসাহিত করেছে। আপনার নির্বাচনী এলাকায় এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে কি?

৫। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, ৯৬-এর নির্বাচনে বাংলাদেশের কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন কোন এনজিও তাদের নিজ নিজ সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এই অভিযোগ কতটুকু গ্রহনযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?

৬। '৯৬ এর নির্বাচনে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকের পাশা-পাশি FEMA সহ ১৩ টি এনজিও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে। আপনি কি মনে করেন এনজিওদের এই পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল?

৭। আপনি কি মনে করেন, এনজিওদের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ জাতীয় রাজনীতিতে কোন ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে?

৮। ৯৬' এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে এডাব সহ কয়েকটি এনজিও সক্রিয় অংশগ্রহন করেছিল। জাতীয় রাজনীতিতে এনজিওদের এই অংশগ্রহনের সুদরপ্রসারী ফলাফল কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৯। কেউ কেউ মনে করেন যে, এনজিওগুলো নিজেকে সরকারের একটি বিকল্প শক্তি হিসাবে দাড় করানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং যেহেতু দাতাদেশ গুলো এনজিওদের সমর্থন করে, সেহেতু এনজিওদের বিভিন্ন চাপের নিকট সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১০। প্রায়শ এনজিওদের সাথে ইসলাম পন্থীদের একটা বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এনজিওদের অভিযোগ, ইসলামের নামে মৌলবাদীরা তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে ইসলাম পন্থীদের অভিযোগ, এনজিওদের ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করলেই এনজিওরা এক মৌলবাদী কার্যকলাপ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১১। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে, এনজিও গ্রুপভূক্ত সদস্যরা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে মজুরী বৃদ্ধি, খাসজমির অধিকার লাভ, সরকারী সেবামূলক সংস্থার প্রাপ্য সেবা লাভ ইত্যাদি বিভিন্ন দাবী আদায় করে নিচ্ছে। আপনার নির্বাচনী এলাকায় এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে কি?

১২। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় এনজিও গুলো তাদের গ্রুপভূক্ত সদস্যদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে এবং গ্রুপ সদস্যদের সহায়তায় এরা নির্বাচিতও হচ্ছে। আপনার এলাকায় এভাবে নির্বাচিত কেউ আছে কি? তাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - গ

সাক্ষাৎকার প্রদান কারী এনজিও নেতৃবর্গ ও সরকারী কর্মকর্তার জন্য নিধারিত প্রশ্ন পত্রের নমুনা-

নাম..... পদবী .....

সংস্থার নাম .....

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা .....

১। আপনি কি মনে করেন যে, বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র দূরীকরন/সচেতনায়ন/ক্ষতায়ন, ইত্যাদি কর্মসূচী জনগনকে রাজনীতিতে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে?

২। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে যেখানে ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল ৫৬%, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এটা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫%-এ। এর পেছনে এনজিও গুলোর কোন অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

৩। অনেকে মনে করেন যে, ৯০-এর গণঅভ্যুথান কিংবা ৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবীর মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিচালিত আন্দোলন গুলোতে এনজিওদের অংশগ্রহন জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এসম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

Dhaka University Institutional Repository

৪। কেউ কেউ মনে করেন যে, আগামীতে সরকার সমূহকে নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যেই কোন কোন এনজিও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

৫। আপনি কি মনে করেন যে, ফেমা সহ বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে?

৬। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, ফেমা এবং অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলনা। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

৭। কেউ কেউ মনে করেন যে, এনজিও গুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কৌশলে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

৮। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, '৯৬ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন কোন এনজিও তাদের গ্রুপভূক্ত সদস্যদেরকে কোন বিশেষ দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ভোটদানে উৎসাহিত করেছিল। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

৯। অনেকে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, ৯৬' এর সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। আপনাদের কাছে এ ধরনের কোন অভিযোগ এসেছে কিনা?

১০। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, কোন কোন এনজিও দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সরকারের একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ কতটুকু গ্রহনযোগ্য।

গবেষকের স্বাক্ষর